Contents

৩য় বর্ষ

১ম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

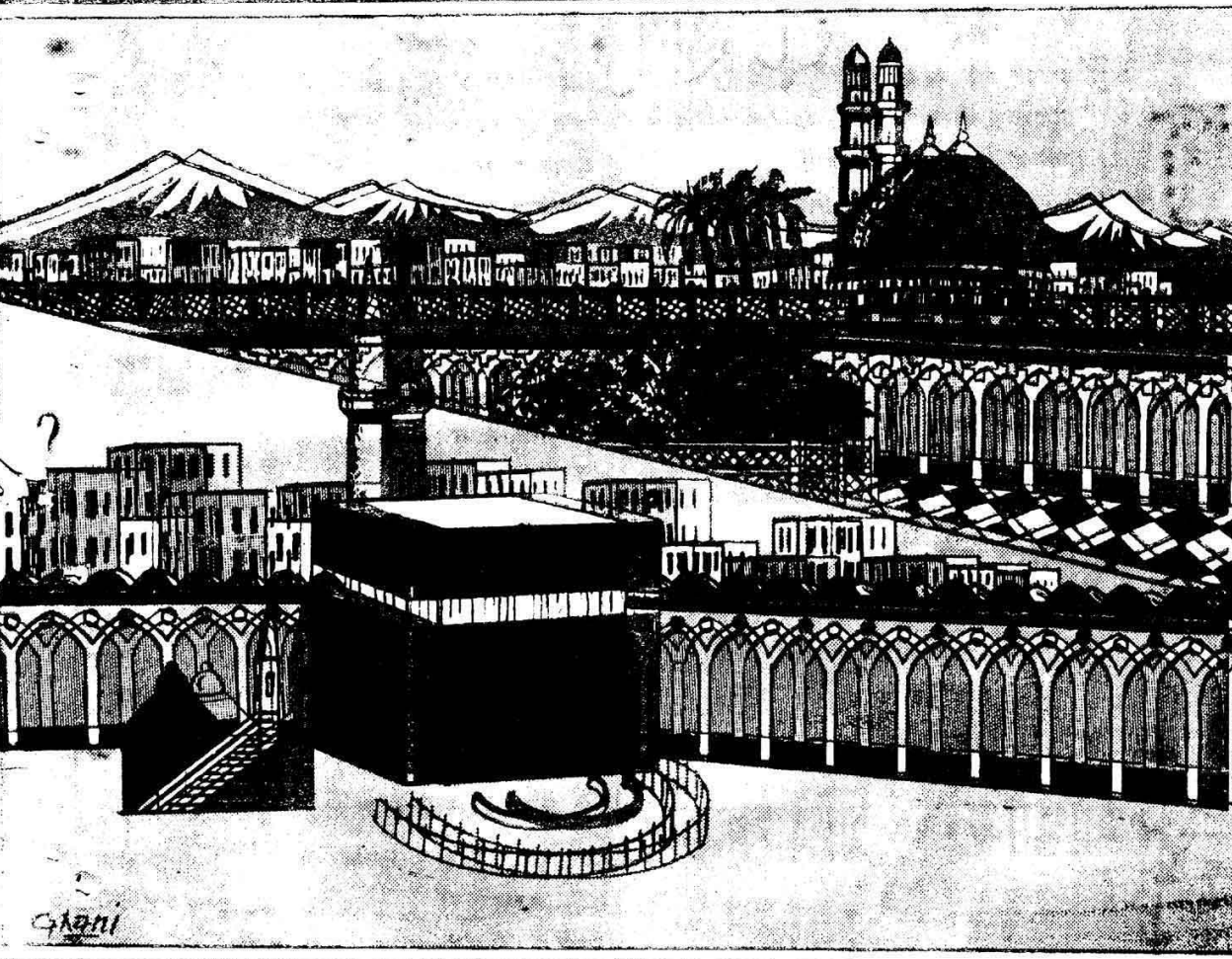

সম্পাদক

মোহাম্মদ মওলা বখ্‌শ নদভী

এই
সংখ্যার মূল্য
৫০ পয়সা

বার্ষিক
মূল্য সডাক
৬.৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীছ

তৃতীয় বর্ষ—প্রথম সংখ্যা

রবিউল-আউওয়াল—১৩৭১ হিঃ।

অগ্রহায়ণ ও পৌষ—১৩৫৮ বাং।

বিষয়সূচী

	বিষয়ঃ—	লেখকঃ—	পৃষ্ঠা :—
১।	তৃতীয় বর্ষের উপক্রমণিকা (আরাবী)	...	১
২।	ঐ (বাংলা অনুবাদ)	...	৩
৩।	পথের টানে (কবিতা)	মির্জা আবু নঈম মুহাম্মদ শার্দ্দুল হুদা	৫
৪।	ছুরত্ আল্ফাতিহার তফ্ছীর	...	
৫।	ফুলের বিদায় সম্ভাষণ (কবিতা)	আতাউল হক তালুকদার	১৪
৬।	পাকিস্তান ও ইসলামী নীতি (একখানা চিঠি)	মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী	১৪
৭।	পাকিস্তানে ইছ্লামের ভবিষ্যৎ (চিঠিখানার জওয়াব)	...	১৭
৮।	সমাজ-জীবনে নারীর স্বাভাবিক স্থান কোথায়?	মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি, এ, বি, টি	২৬
৯।	তর্জুমানের তৃতীয় বর্ষে পদার্পণে (কবিতা)	মুর্শেদ মুর্শিদাবাদী	
১০।	রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক নবুওতের চরমত্বলাভ (বিতর্ক ও বিচার)	আল্ মোহাম্মদী	
১১।	জিজ্ঞাসা ও উত্তর :—		
	(ক) পিতৃহীন বালিকার বিবাহ	...	
	(খ) পাগলের বিবাহ বিচ্ছেদ	...	৪
১২।	সাময়িক প্রসংগ	...	৪:
১৩।	"পাকিস্তানের শাসন-সংবিধান" সম্বন্ধে অভিমত	মৌলবী হাছান আলী, এ, বি, এল,	৪

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইছ্‌লামী ভাবধারার মুল্যবান রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ মাসিক

তর্জুমানুল হাদীছ

রবিউল-আওউয়াল হইতে তৃতীয় বর্ষ শুরু
সম্পাদকঃ মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কোরায়শী

নিয়মাবলী—

(ক) গ্রাহকগণের জ্ঞাতব্যঃ—

১। বার্ষিক মূল্য সডাক সাড়ে ছয় টাকা, প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য আট আনা।

২। ভিঃ পিঃ তে লইতে হইলে সাড়ে ছয় আনা অতিরিক্ত লাগে।

৩। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়।

এক বৎসরের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না।

৫। মনিঅর্ডার ও ভি পির অর্ডার ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হয়।

(খ) লেখকগণের জ্ঞাতব্যঃ—

৬। প্রবন্ধ, কবিতা ও রচনাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হয়।

৭। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক।

৮। তর্জুমানের পরিগৃহীত নীতির প্রতিকূল প্রবন্ধ গৃহীত হয়না।

৯। ‍শিত প্রবন্ধের যুক্তিসম্মত প্রতিবাদ ও আলোচনা গৃহীত হয়।

কাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ লইতে হইলে রেজিস্টরী খরচের ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়।

মনোনিত কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

গ) মছ্‌আলা জিজ্ঞাসাকারীগণের জ্ঞাতব্যঃ—

তর্জুমানের কলেবরের সঙ্কীর্ণতাহেতু প্রতি মাসে ২ হইতে ৫টির অধিক প্রশ্নের জওযাব দেওয়া সম্ভব নয়।

। স্তূপীকৃত প্রশ্নাবলীর মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া শুধু অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলিরই জওয়াব দেওয়া হয়। সুতরাং অত্যন্ত জরুরী ব্যবহার্য শ্নসমূহই প্রেরণ করা উচিত।

৩। প্রশ্নগুলি কাগজের এক পৃষ্ঠায় র অক্ষরে সংক্ষিপ্তভাবে সুলিখিত হওয়া এবং রেজিস্টার্ড খামে সম্পাদকের নিকট প্রেরণ কর ব্য।

৪। পোস্ট কার্ডে কিম্বা আন-রে ড খামে অথবা অন্যান্য বিষয়ের সহিত একই চিঠিতে প্রশ্ন প্রেরণ করিলে উত্তর প্রদান করা স য়।

ঘ) বি পনে ও নিয়মাবলী ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিলেই

জা।

) ত জের এজেন্ট :—

মানুল হাদীছ নগদ বিক্রয়ের জন্য মওজুদ থাকে—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

তৃতীয় বর্ষ	রবিউল-আউওয়াল—১৩৭১ হিঃ। অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩৫৮ বাং।	প্রথম সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

.السنة السنة الثالثة -

الحمد لله الذى … فى ازمنة الظلمات من يكون باشراق انوار الشريعة كفيلا،
وارسل رسوله سيدنا محمدا … لله عليه وسلم على فترة من الرسل وطموس السبل بالهدى
ودين الح… دين كله، وختم به وحيه وتمم نعمة عليه ليكون كافة للناس
بشيرا ونذ… لله باذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة
بصر به م… ه من الغى وفتح به اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا، الى
اشرقت … الماتها وتالفت القلوب بعد شتاتها - فصلى الله عليه وعلى
… ة دائمة بدوام السموات والارضين مقيمة عليهم

www.ahlehadeethbd.org

Contents

فسبحان من انزل كتابا مباركا غير ذى عوج يهدى للتى هى اقوم ويبشرالمؤمنين الذين يعملون به بان لهم اجراكبيرا' وايدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالاسلام دينا و بمحمد اخر الانبياء رسولا' ولم يرضوا بغيره و بالاسلام و بمحمد صلى الله عليه وسلم بديلا -

فسبحان من اختص امة محمد صلى الله عليه وسلم بانه لاتزال طائفة منهم قائمين على الحق' لايضرهم من خذلهم ولا من خالفهم الى يوم الساعة و لواجتمع الثقلان على حربهم قبيلا' يدعون من ضل الى الهدى ويصبرون منهم على الجحود والاذى ويبصرون بنور الله اهل العمى و يحيون بكتا به الموتى - فهم احسن الناس هديا واقومهم قيلا' وهم لا يخافون لومة لائم وللاخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا - فحاربوا فى الله من خرج عن دينه القويم الذين عقدوا الوية الضلالة والبدعة واطلقوا اعنة الفتنة' واعرضوا عن الكتاب ونبذوا السنة وراء ظهورهم وهم فى الاخرة اعمى واضل سبيلا -

و بعد فقد مضى على "ترجمان الحديث" عامين وهو دائب على صادق الخدمة التى يعتقد بها فلاح الملة و نجاح الامة غير مبال بما يقولون به الجامدون ويتهمه به الدجالون المتفرنجون و يابى الله الا ان يتم نوره ولوكره الكافرون - فهو بعون الله العزيزالمتعال كان ولم يزل رافعا اعلام السنة والكتاب' محتجا بهما لصحة العقائد والعبادة والاخلاق' و للاصول والاحكام منهما من السياسة والمدن والمعيشات' متجنبا عن التقاليد والاعتساف فبشر عبادالذين يستمعون القول' فيتبعون احسنه اولائك هداهم الله واولائك هم اولوالالباب -

اللهم انانسالك ياهادى المضلين هداية هذه الامة المرحومة الى اقوم سبيل والهامها عرفان الجميل وتميز العدو من الخليل وبلغ اللهم "رياسة پاكستان" تلك الدرجة السامية التى تتزحزح بها عن مذلة التقليد وتنجا فى جذ . . من مضاجع الشبهات والشهوات والتهريد -

اللهم ثبتنى و رفقائى فى سفرنا هذا بالقول الثابت . . . عمل النافع والعزم الراسخ' وادخلنى مدخل صدق واخرجنى مخرج صدق واجعل لى من ا . . . سلطانا نصيرا' ولا تجعل للاهواء على سبيلا - واعذنى من كل شيطان رجيم و افاك اثيم . . . حول ولاقوة الابك - اللهم انت عضدى ونصيرى بك احول وبك اقاتل لا اله الا انت . . .

اللهم رب جبريل و ميكائيل و اسرافيل' فاطرالسموات والا . . . ن عبادك فيما كانوا فيه يختلفون' اهدنى لما اختلف فيه من الح . . . ى م . . . تشاء الى صراط مستقيم -

وآخردعوانا ان الحم . . .

www.ahlehadeethbd.org

অনুবাদ

তৃতীয় বর্ষের উপক্রমণিকা

[“তর্জুমানুল হাদীছে”র আরাবী ফাতিহা বা উপক্রমণিকাগুলি উহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। বাংলা মাসিক পত্রে এই রীতি প্রবর্তন করার পিছনে বিবিধ উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। আমরা জানাইয়া দিতে চাই যে, তর্জুমানুল হাদীছ যে রসভাণ্ডার হইতে সুধা আহরণ করিয়া বন্ধুগণের মধ্যে পরিবেশন করার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, তাহার প্রধানতম উৎস আরাবী ভাষা—যে ভাষায় কোর্‌আন অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যে ভাষার মধ্যস্থতায় ইছলামের বাহক (দঃ) ইছলামকে বিশ্ববাসীর সহিত পরিচিত করিয়াছেন, সুতরাং ইছলামের সঠিক ব্যাখ্যার জন্য উহার মূল উৎসের সহিত প্রত্যক্ষ ও নিবিড় ভাবে পরিচিত ও সম্পর্কিত থাকা আবশ্যক। এই অতিপ্রয়োজনীয় অথচ স্বাভাবিক বিষয়টীকে অবহেলা করিয়া ইছলাম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের আসন-দাবী করার ফলে যে মারাত্মক অবস্থার উদ্‌ভব ঘটিতে পারে এবং কার্যতঃ ঘটিতেছে, তাহা কোন হৃদয়বান ... অবিদিত নাই। আমরা আরও বুঝাইতে চাই যে, ইছলাম জগতের আন্তর্জাতিক সাহিত্য আরাবী, পৃথিবীর মুছলিম জাতিসমূহকে এক কেন্দ্রে মিলিতে হইলে আরাবী সাহিত্যই হইবে এই মহামিলনের দূত! আমরা তর্জুমানের পৃষ্ঠায় যাহা প্রচার করিয়া থাকি এবং প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি, ‘আরাবী ফাতিহা’র ভিতর দিয়া আমরা তাহার আভাষ দিয়া রাখিতে চাই। উপক্রমাংশ যদিও সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিত হয়, তথাপি উহা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে জানা যাইবে যে তর্জুমানের বক্তব্যের মূল বিষয়বস্তুর কোনটাই উহাতে পরিত্যক্ত হয় না। এমনকি, কোন সুধী ব্যক্তি যদি সতর্কতার সহিত আরাবী উপক্রমণিকার অনুসরণ—করিয়া যান, তিনি তর্জুমানের মত, পথ ও বক্তব্য সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা অর্জন করিতে সক্ষম হইবেন।]

বিছমিল্লাহির্ রহমানির রহীম

সমুদয় উত্তম প্রশস্তি আল্লাহর জন্য, যিনি তমসাচ্ছন্ন যুগে শরীয়তের কিরণসম্পাতে দশদিশি ... দ্ভাসিত করার জন্য উহার ধারক ও বাহককে উত্থিত করিয়াছেন এবং যখন রছুলগণের আগমন সংবৃত এবং ... ক্তিলাভের সমুদয় পথ অবলুপ্ত হইয়াছিল, সেই সংকট মুহূর্তে তাঁহার রছুল এবং আমাদের অধিনায়ক হযরত মো... দ ...হেতফা ছল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া ছল্লম (আল্লাহর স্বস্তি ও শান্তি তাঁহার উপর বর্ষিত হউক) কে মানব ...ের পরিগৃহীত সর্ববিধ মতবাদ ও যাবতীয় জীবনপদ্ধতির উপ... যুক্ত করার উদ্দেশ্যে হিদায়ত ...দীনুলহক সহকারে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার দ্বারা অ... ঐশীবাণীর পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছে এবং স্বীয় ন্যামৎকে তাঁহার জন্য নিঃশেষিত করিয়াছেন, কারণ তিনি ... গ মানব সমাজের জন্য সুসংবাদবা... ও সতর্ককারী রূপে প্রেরিত হইয়াছেন, তিনি আল্লাহর পথে তাঁ... অনুমতিক্রমে আহ্বানকারী, ... উজ্জ্বল বর্তিকা! তাঁহার দ্বারাই আল্লাহ গোমরাহীর ভিতর সঠিক ... সন্ধান দিয়াছেন এবং মূর্খতার অ... ...রে জ্ঞানের আলো বিকীর্ণ করিয়াছেন! তাঁহার দ্বারাই অন্ধত্বকে ... করিয়া দৃষ্টিশক্তি এবং ভ্রষ্টতা... স্থলে বুদ্ধিমত্তা প্রদান করিয়াছেন! তাঁহার দ্বারাই দৃষ্টিহীন নয়নসমূহ ... কর্ণগুলি শ্র... এবং রুদ্ধ হৃদয় উন্মুক্ত হইয়াছে! তাঁহার রিছালত দ্বারা ধরিত্রী অন্ধ... র আলো... এবং মানব সমাজের হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন হইবার পর পরস্পর সংলগ্ন ... স্তি তাঁহ... পবিত্র পরিবারবর্গের এবং তদীয় হিদায়তপ্রাপ্ত সহচ... সমূহ এবং পৃথিবী স্থায়ী থাকিবে, নিরবচ্ছিন্ন স্বস্তি ... এই আশীর্বাদ তাঁহাদের উপর হইতে কিছুতেই এ...

মহিমান্বিত সেই আল্লাহ, যিনি সমুদয় মহ...

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জটিলতা ও দুর্বোধ্যতা নাই। সর্বাপেক্ষা সঠিক ও দৃঢ় যাহা, এই গ্রন্থ তাহারই সন্ধান দিয়া থাকে এবং বিশ্বাস-পরায়ণগণের মধ্যে যাঁহারা উক্ত গ্রন্থের নির্দেশমত স্বীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত করেন, তাঁহাদিগকে বিরাটতম প্রতিফলের সুসংবাদ দান করিয়া থাকে। যাঁহারা আল্লাহকে রব্ব রূপে, ইছলামকে জীবনদিশারী 'দীন' রূপে এবং সর্বশেষ নবী মোহাম্মদ (দঃ) কে রছুল রূপে বরণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন এবং যাঁহারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কোন প্রভুতে, মোহাম্মদ মুছ্তফার (দঃ) পর অন্য কোন নবীতে এবং ইছ্লামের পরিবর্তে অন্য কোন জীবনপদ্ধতিতে সন্তুষ্ট নন, তাঁহাদিগকে আল্লাহ স্বীয় শক্তি দ্বারা বলীয়ান করিয়া থাকেন।

মহিমান্বিত তিনি, যিনি মোহাম্মদ মুছ্তফার (দঃ) উম্মতকে এই বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছেন যে, সর্বযুগে তাঁহাদের মধ্যে এমন এক দল লোক থাকিয়া যাইবেন, যাঁহারা সকল অবস্থাতেই সত্যপথে অবিচলিত রহিবেন, যে সকল ব্যক্তি বা দল তাঁহাদিগকে অপদস্থ অথবা তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে অগ্রসর হইবে, মানব ও দানবের এরূপ গোষ্ঠিগুলি সমবেত ভাবে তাঁহাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেও প্রলয়কাল পর্যন্ত ..হাদের কোন রূপ অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবেনা। তাঁহারা মানব সমাজকে গোমরাহী হইতে হিদায়তের পথে আহ্বান করিতে থাকিবেন, বিপক্ষদের একগুঁয়েমী ও পীড়নে তাঁহারা ধৈর্যহারা হইবেন না। অন্ধদিগকে আল্লাহর জ্যোতি দ্বারা তাঁহারা দৃষ্টিসম্পন্ন করিবেন এবং মৃতের দলকে তাঁহার গ্রন্থের সাহায্যে পুনর্জীবিত করিয়া তুলিবেন। তাঁহাদের আদর্শ সর্বোৎকৃষ্ট এবং তাঁহাদের উক্তি সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ। আল্লাহর পথে তাঁহারা সত্যিকার জিহাদ করিবেন এবং কোন শাসনকারীর দুঃশাসনকে তাঁহারা ভয় করিবেননা। পরিণামে মহত্তম আসন ও গৌরবের তাঁহারাই অধিকারী হইবেন। আল্লাহর সুপ্রতিষ্ঠিত দীনের চতুঃসীমাকে উল্লংঘন করিয়া যাহারা গোমরাহী ও বিদ্অতের ধ্বজা উড়াইবে এবং অরাজকতার বল্গা মুক্ত করিয়া দিবে, আল্ল[illegible]হকে অগ্রাহ্য এবং ছুন্নতের বিধানকে যাহারা পশ্চাতে নিক্ষেপ করিবে, যাহারা চরম ভাবে অন্ধ এবং [illegible]ভ্রষ্ট, উপরিউক্ত দলটী তাহাদের সহিত আল্লাহর পথে জিহাদে ব্রতী থাকিবেন।

তর্জুমানুল হাদীছ তার দুই বৎসরের পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। মানব-ধর্মের কল্যাণ
৫ জাতির গৌরব সাধনের যে উপায়কে সে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করে, বিগত দুই বৎসর ধরিয়া সেই [illegible]তই সততার সহিত সে তাহার সেবা দান করিয়া আসিতেছে। গতানুগতিকতাপ্রিয় গোঁড়ার দল যাহা [illegible]য়াছে এবং ফিরিংগী আদর্শের প্রচারক দজ্জাল—ধোকাবাজের দল তাহার উপর যে সকল মিথ্যা অভি[illegible]যোগ আরোপ করিয়াছে, সে কোন দি[illegible] সমস্তের দিকে ভ্রূক্ষেপ করে নাই। অবিশ্বাসীদের পক্ষে যতই [illegible]সহনীয় হউক না কেন, আল্লাহ তাঁ[illegible]তিকে পূর্ণতা দান না করিয়া ছাড়িবেননা!

তর্জুমানুল হাদীছ [illegible]তর ন্যায় ভবিষ্যতেও কোরআন ও হাদীছের পতাকা উত্তোলনকারী [illegible]ইয়া চলিবে। আকীদা, ইবাদত[illegible]তিকতার বিশুদ্ধতা সে কেবল কোরআন ও হাদীছের দলীল দ্বারাই প্রমাণিত করিতে থাকিবে। রাষ্ট্র[illegible]ান, সমাজ নীতি ও অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে কোরআন ও হাদীছে কথিত [illegible]স্থা ও বিধা[illegible]হের বা[illegible]দান করিবে, অথচ এই কার্যে সে অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও কখনও মুগমন ও স[illegible] পালন করিবেনা। আল্লাহ তাঁহার রছুল (দঃ) কে আদেশ করিয়াছেন, সকল ক[illegible] সহকারে শ্রবণকরার পর কেবল সর্বোৎকৃষ্ট উক্তির অনুসরণ করিয়া [illegible]ণন করুন, কারণ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাহাদিগকেই সঠিক পথের

[illegible]তকারী, আমরা আপনার নিকট এই দয়াভাজন [illegible]ত্য ও দৃঢ় পথের সন্ধান এবং প্রকৃত সুন্দরের পরিচয় প্রভেদ করার মত সদ্বুদ্ধি যেন তাহাদের মধ্যে—

www.ahlehadeethbd.org

বিকাশ লাভ করে।

হে আমাদের আল্লাহ, আপনি পাকিস্তান রাষ্ট্রকে এরূপ সমুন্নত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন করুন, যাহার ফলে উহা তকলীদ—অন্ধঅনুসরণ বৃত্তির লাঞ্ছনা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে এবং সন্দিগ্ধচিত্ততা, প্রবৃত্তিপরায়ণতা ও মত্ততার সুখশয্যা পরিহার করিয়া বাস্তব লক্ষের পথে ছুটিয়া চলে।

হে আমাদের আল্লাহ, আমাকে এবং আমাদের যাত্রাপথের সহগামীদিগকে আপনি উক্তির বলিষ্ঠতা, কর্মে নিষ্ঠা এবং সংকল্পে দৃঢ়তা দান করুন, সত্যপথে বাঁচিয়া থাকার এবং সত্যপথে মরিবার তওফীক দিন এবং আপনি স্বয়ং অগ্রণী হইয়া আপনার সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা আমাদিগকে দান করুন! হে প্রভো,—আমাকে প্রবৃত্তির অর্চনার পথে নিক্ষেপ করিবেননা। বিতাড়িত মিথ্যাশ্রয়ী ও পাপাচারী শয়তানদের ষড়যন্ত্র হইতে আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আপনি ব্যতীত কোন আশ্রয়দাতা ও শক্তির উৎস নাই! হে আমার আল্লাহ, আপনিই আমার বাহুবল, আপনিই আমার পৃষ্ঠপোষক, আমি শুধু আপনার কাছেই আশ্রয়-যাচ্ঞা এবং আপনার পথেই সংগ্রাম করিতেছি, আপনি ছাড়া ইলাহ নাই এবং আপনি ব্যতীত অন্য কেহই ইলাহ নয়।

হে আমাদের আল্লাহ, জিব্রীল, মিকাঈল ও ইছরাফীলের প্রভু, আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর নিয়ামক, আপনার দাসগণ যেসকল বিষয়ে মতভেদ ঘটাইয়াছে, আপনিই সেগুলির মীমাংসাকারী! যেসকল কারণে সত্য হইতে তাহারা বিচ্যুত হইয়াছে, আপনি আমাকে সেগুলির সন্ধান দান করুন, আপনি যাহাকে ইচ্ছা সত্য ও সুদৃঢ় পথ—ছিরাতে মুছ্‌তকীমের হিদায়ত প্রদান করিয়া থাকেন।

এবং আমাদের শেষ প্রার্থনা হউক—

আলহাম্‌দো লিল্‌লাহে রব্বিল আলামীন।

—পথের টানে—

মির্জ্জা আবু নই[illegible] [illegible]ম্মদ শামসুল হুদা

এ পথ চলার দুঃখ ক্লেশ
কবে হবে এর কোথায় শেষ?
কবে সে পান্থ ক্লান্ত হবে
অজানার সন্ধানে?
কিছু নাহি তার জ্ঞানে,
(তবুও) চল্‌ছে পথের টানে!

নিদারুণ কোন নেশার ঘোরে
ঘুরেছে সে সারা জীবন ভরে?

[illegible] থেকে চলা হ'ল যে শুরু
শেষ এর কোন খানে?
নাহি তার জ্ঞানে,
(তবুও [illegible]) ল্‌ছে পথের [illegible]নে।

কবে [illegible] ন্তি
ঘ[illegible]
[illegible]

تفسير القرآن العظيم —
কোর্‌আন-মজীদের ভাষ্য

ছুরত-আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছীর

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(১৯)

মাধ্যালৌকিক কর্মফলের সৌসাদৃশ্যিক প্রমাণ,

স্বয়ং জড়জগতে এমন একটা রহস্যপূর্ণ জিনিষ র‍হিয়াছে, যাহার মাধ্যমে 'বরযখে'র কর্মফলের স্বরূপ কল্পিত হইতে পারে। ইহলোকে আমরা যাহাকে নিদ্রা নামে অভিহিত করিয়া থাকি, উহার কবলে পতিত হইলে মানুষকে সত্যিকার ভাবে জীবন্ত বলার উপায় থাকেনা। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, দেহের সহিত জীবাত্মার বন্ধন দ্বিবিধ : একটী অনুভব ও উপলব্ধির, অপরটী দেহের আভ্যন্তরিক পরিচালনা ও পরিপু' ' পারিপার্শ্বিক জড়জগতের সহিত সুখ, দুঃখ. বিষাদের উপলব্ধি ও অনুভূতির যন্ত্রগুলির যে দৃ অংগাংগি সম্পর্ক জাগ্রত অবস্থায় বিদ্যমান থাে নিদ্রিত অবস্থায় আত্মা তাহা সম্পূর্ণ রূপে ছিন্ন ক ।ফেলে। এরূপ অবস্থায় নিদ্রিত ব্যক্তিকে— ন্তের পর্যায়ভুক্ত করা যাইবে কিরূপে? অথচ নুভূতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিলেও ে পরিপুষ্টি সংবর্ধনার কার্যে আত্মা নিদ্রাকালে জ অবস্থার তই যথারীতি ব্যাপৃত থাকে, মস্তিষ্ক ত ও— ান্য প্রধান ইন্দ্রিয়গুলির পরিচর্যা ও চলাচলের ব্যবস্থা করিতে তাহার কোনই ত্রুটি না। নিদ্রা যার মৃত্যুর মধ্যে ার্থক্য শুধু এইটু ব, নিদ্রিত— ায় দেহের আত্মার পোষণ ও সং- র সম্পর্ক ব হার ফলে দেহ ' না। এব বিদ্যমান

নিদ্রার সহিত উপমিত করা হইয়াছে। কোর্‌আনেও এই পরমসত্যের ইংগিত রহিয়াছে। আল্লাহ বলেন, —এবং তিনিই তোমাদিগকে নিশাকালে—মৃত্যুমুখে নিক্ষিপ্ত—করিয়া থাকেন এবং দিবাভাগে তোমরা—যাহা অর্জন করিয়াছে, তাহা তিনি অবগত আছেন। অনন্তর—অবধারিত সময় পূর্ণ করার জন্য তিনি তোমাদিগকে জাগরিত করেন। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন তাঁহার দিকেই ঘটিবে, তারপর তোমরা যাহা আচরণ করিয়াছ, তিনি তোমাদিগকে তাহার সংবাদ দান করিবেন—আল্‌আন্‌আম : ৬০ আয়ত। এই বিষয়টী ছুরত-আয্‌যুমরে আরও বিশদ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে : তিনিই আল্লাহ, যিনি আত্মাসমূহকে তাহাদের মৃত্যুকালে ওফাত দিয়া থাকেন (হরণ করিয়া থাকেন) আর যাহারা মরে—নাই, তাহাদিগকে—তাহাদের নিদ্রাকালে হরণ করেন। যাহাদের জন্য তিনি মৃত্যুর আদেশ দান করিয়াছেন,—তাহাদিগকে তিনি আটক করিয়া রাখেন এবং পরবর্তী আত্মাসমূহকে (অর্থাৎ যে সকল নিদ্রিত—ব্যক্তির আত্মার জন্য মৃত্যুর আদেশ হয় নাই) অব-

وهوالذى يتوفاكم بالليل
ويعلم ماجرحتم بالنهار
ثم يبعثكم فيه ليقضى
اجل مسمى ثم
اليه مرجعكم ثم ينبئكم
بما كنتم تعملون —

الله يتوفى الانفس
حين موتها والتى لم
تمت فى منامها
فيمسك التى قضى
عليها الموت ويرسل
الاخرى الى اجل مسمى
ان فى ذلك لايات
لقوم يتفكرون —

www.ahlehadeethbd.org

ধাবিত সময় পর্যন্ত ছাড়িয়া দিয়া থাকেন। চিন্তাশীল-গণের জন্য এই ঘটনার মধ্যে নিদর্শন রহিয়াছে,—৪২ আঃ। ছুরত-ইয়াছীনে কবরকে নিদ্রাগার বলা হইয়াছে। পুনরুত্থান দিবসে যখন মানুষের দল—কবর হইতে বহির্গত হইবে, তখন বলিতে থাকিবে, হায় সর্বনাশ! কে— يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ? আমাদিগকে আমাদের নিদ্রাগার হইতে জাগরিত করিল? ——৫২ আয়ত। ছুরত-আলে-ইম্‌রানে মৃত্যুর স্থান "শয়নের শয্যা" রূপে কথিত হইয়াছে। বদর যুদ্ধে যে সকল কাফের নিহত হইয়াছিল, তাহাদের সম্পর্কে উক্ত—হইয়াছে যে, হে রছুল (দঃ), আপনি বলুন— قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم ! যদি তোমরা তোমাদের গৃহেও অবস্থান করিতে, তথাপি যাহাদের জন্য—নিহত হওয়া অবধারিত ছিল, তাহারা নিজেরাই গৃহ ছাড়িয়া তাহাদের 'শয়ন শয্যা'য় চলিয়া আসিত,—১৫৪ আয়ত।

ফল কথা, কোর্‌আনে নিদ্রাকে যেরূপ মৃত্যু নামে অভিহিত করা হইয়াছে তেমনি 'কবর'কে—'নিদ্রাগার' আর মৃত্যুর স্থানকে 'শয়ন শয্যা' বলা হইয়াছে। আবার নিদ্রা হইতে জাগরিত এবং কবর হইতে উত্থিত করার কার্য যুগপৎ ভাবে 'বঅছ'—বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগরিত করার জন্য এই শব্দের প্রয়োগ ছুরত-আল্‌আন্‌আমের আর মৃত্যু হইতে জাগরিত করার জন্য উহার ব্যবহার ছুরত ইয়াছীনের আয়তগুলিতে আমরা—ইতোপূর্বেই পাঠ করিয়াছি; ছুরত-আলহজ্জে আছে, وان الله يبعث من في القبور - —এবং যাহারা কবরে আছে, আল্লাহ নিশ্চয় তাহাদিগকে উত্থিত করিবেন,—৭ আয়ত।

বুখারী, তিরমিযী ও আবুদাউদ প্রভৃতি রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ প্রাভাতিক শয্যাত্যাগের যে দোআ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তাহাতে রছুলুল্লাহ (দঃ) নিদ্রাকে স্পষ্ট ভাবে মৃত্যু আর জাগরণকে জীবন বলিয়াছেন,—. الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور- সমুদয় উত্তম প্রশস্তি আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদিগকে মারিয়াফেলার পর পুনঃজীবিত করিলেন। *

কবরস্থ মুমিনের সম্বন্ধে তিরমিযী রেওয়ায়ত—করিয়াছেন যে, কবরের জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁহাদিগকে বলা হইবে: বাসরশয্যার বধূর ঘুমের—মত ঘুমাইয়া পড়। † نم كنومة العروس -

বুখারী প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা রছুলুল্লাহ (দঃ) হযরত আলীকে তহজ্জুদের নমাযের জন্য জাগ্রত নাহওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, হে— يا رسول الله انفسنا بيد الله فاذا شاء ان يبعثنا بعثنا - আল্লাহর রছুল, — আমাদের আত্মাগুলি আল্লাহর হস্তে রহিয়াছে, যখন তিনি জাগাইতে ইচ্ছা করেন, আমাদিগকে জাগাইয়াদেন। ‡

প্রকাশ থাকে যে, জাগরিত করার অর্থে হযরত আলী "বঅছ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং কবর হইতে উত্থানের জন্য এই শব্দই কোর[illegible] ছুন্নতের নানা স্থানে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

মোটের উপর কোরআন ও ছুন্নতের উ[illegible]খিত সাক্ষ্যসমূহের সাহায্যে সংশয়াতীত ভাবে প্র[illegible]ম হইল যে, দেহ হইতে আত্মার বিচ্ছেদ ঘটিলেও [illegible] লোকের জীবন সুগভীর ও সুদীর্ঘ সুষুপ্তির অনুরূপ।

স্বপ্নে [illegible] সুখ ও দুঃখের অনুভূতি

মানু[illegible]াইয়া পড়িলে তাহার অনুভূতি ও উপলব্ধির [illegible]ন জড়জগতের সহিত সাময়িকভাবে সম্পর্কচ্ছেদ [illegible]লেও তাহার বোধ ও অনুভূতির—কল্পজগত জ[illegible]তের মতই তাহা[illegible]র মানস নয়নে—পরিদৃশ্যমান থা[illegible]। আত্মভূ[illegible] আত্মা জড়দে[illegible] বন্ধন হইতে মুক্ত [illegible] বহু [illegible] দেহকে দ[illegible] —তা[illegible]

www.ahlehadeethbd.org

গর্জন এমন কি স্বীয় পরিত্যক্ত দেহের বক্ষস্পন্দন পর্যন্ত শ্রবণ করে। আমোদ প্রমোদ ও ভোজনের— সমস্ত ব্যাপার জড়জগতের মতই উহা উপভোগ করিয়া থাকে। দুঃখ ও যন্ত্রণা, পীড়া ও বেদনার অনুভূতি-গুলিও উহার মধ্যে জড়জগতের ন্যায় অপরিবর্তিত আকারে জাগরূক থাকে, নিদ্রালোকে তাহার কল্প-দেহ পীড়িত হইলে সে ব্যথাতুর হইয়া চীৎকার— করিয়া উঠে, আনন্দের কারণ ঘটিলে উল্লসিত হয়। ফলকথা, জড়জগতের আনন্দ ও তৃপ্তি, শোক ও ক্লেশ এবং নিদ্রাজগতের সন্তুষ্টি ও পরিতোষ, দুঃখ ও যন্ত্রণার মধ্যে ...নই প্রভেদ নাই। যদি কিছু থাকে, সে-টুকু এই যে, নিদ্রিত অবস্থার কল্পজগত স্বপ্নলোক নামে অভিহিত আর নিদ্রা হইতে জাগ্রত হওয়ার সংগে সংগে উক্ত লোকের সুখ, দুঃখ, আশা ও সাধ সমস্তই ফুরাইয়া যায় আর জড়জগতের সুখ, দুঃখ, বাসনা ও বিতৃষ্ণা উপলব্ধি ও অনুভূতির যন্ত্রগুলি বিকল না— হওয়া পর্যন্ত স্থায়ী থাকে।

জ ... তের জাগ্রত সুখ ও দুঃখ জ্বালা ও যন্ত্রণা যেমন ... সাথে সাথে অন্তর্হিত হয়, তেমনি— স্বপ্নলে ... র আনন্দ এবং ক্লেশেরও জাগরণের সংগে সংগে ... বসান ঘটে।

... প্নলোকের সুখ দুঃখের দার্শনিক বিশ্লেষণে — ... হইলে বহু আশ্চর্য ব্যাপার ধরা পড়ে। জীবনের ... ন এক সুদূর প্রান্তে মানুষ কখন কি ... জ্ঞতা ... ন করিয়াছিল, কি অনুভব করিয়াছি ... লের— ... প্রতিঘাত ও ব্যস্ততার ভিতর সম ... বিস্মৃতির ... ন তলে নিমজ্জিত হইয়াগিয়াছিল ... লোকে— ... ড়জগতের ভার হইতে মুক্তিলাভ ... য়া তাহার ... নিমজ্জিত সুখ ... খ ও অভিজ্ঞ ... দৈহিক রূপ ... রিয়া হঠাৎ ... র সম ... হইয়া ভাসিয়া ... স্বপ্ন দর্শনে ... পারগুলির ... স্মৃতির দফ্‌তর হইতে সম্পূর্ণ রূপে অবলুপ্ত হয়না, বরং তাহার মস্তিষ্কের গোপন কুঠরিতে জ্ঞাতব্য বিষয়— সমূহের স্তূপে চাপা পড়িয়া থাকে এবং সুযোগ মত— সেগুলি আত্মপ্রকাশ করে।

ইহার দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, মানুষের জীবনব্যাপী কৃতকর্মগুলি যদি সে আজ ভুলিয়াও— গিয়া থাকে, তথাপি সেগুলি বস্তুতঃ স্মৃতির চোরা-কুঠরিতে চাপা পড়িয়াই আছে, সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট ও নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই।

সৌসাদৃশ্যিক স্বপ্নগুলি বড়ই বিস্ময়কর। কোর্-আনে এরূপ স্বপ্নের অনেক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। হযরত ইব্‌রাহীম খলীল স্বীয় পুত্র ইছ্‌মাঈল যবীহকে— কা'বার সেবায় উৎসর্গ করার নির্দেশ স্বপ্নলোকে পুত্র-কুর্‌বানীর আকারে দর্শন করিয়াছিলেন। * হযরত ইউছুফ পিতা ইয়াকুব নবীকে সূর্যরূপে এবং তদীয়— একাদশ ভ্রাতাকে একাদশ তারকার আকারে এবং মিছরের ভাবী শাসনকর্তৃত্বলাভের ব্যাপারকে সূর্য ও তারকামণ্ডলীর ছিজ্‌দা রূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছি-লেন। + মিছর সম্রাটের জনৈক পারিষদ স্বীয় শূল-দণ্ডকে স্বপ্নলোকে এই ভাবে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মস্তকোপরি আহার্যপাত্র হইতে বড় বড় পাখী চঞ্চুর আঘাতে আহার্য ভক্ষণ করিতেছে। ‡ মিছর-সম্রাট আসন্ন সপ্ত বার্ষিকী দুর্ভিক্ষকে স্বপ্নযোগে সাতটী কৃশ গাভী রূপে দর্শন করিয়াছিলেন। ¶

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি ছাড়া রছুলুল্লাহ (দঃ) যে সকল স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন, তাহার কতকাংশ— বুখারী স্বীয় ছহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা তন্মধ্যে কয়েকটী মাত্র নিম্নে উধৃত করিয়াদিতেছি :

(ক) মক্কাজয়ের ঘটনাকে রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বপ্নলোকে এই ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, মুছল-মানগণ মুণ্ডিত মস্তকে হজ্জ করিতেছেন।

(খ) নবুওতের দুই জন ঝুটা দাবীদার মুছ-য়লমাতুল কয্‌যাব এবং আছওয়াদ আল্ আন্‌ছীকে

ছুরত-আছ্‌ছাফ্‌ফাত, ১০২ আয়ত।
ইউছুফ, ৪ আয়ত।
ছুরত-ইউছুফ, ৩৬ ও ৪১।
ছুরত ইউছুফ, ৪৩ ও ৪৬—৪৮ আয়ত।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রছুলুল্লাহ (দঃ) দুইটী স্বর্ণ কংকণের আকারে দর্শন করিয়াছিলেন।

(গ) উহুদ সংগ্রামের শহীদগণকে হৃষ্টপুষ্ট—গাভী রূপে দেখিয়াছিলেন।

(ঘ) মদীনার মহামারীকে জনৈকা আলুলায়িতকেশী কৃষ্ণবর্ণা নারীর আকারে দর্শন করিয়াছিলেন।

(ঙ) খিলাফতকে পানীর ডোল আকর্ষণ—করার আকারে অবলোকন করিয়াছিলেন।

(চ) হযরত উমর ফারূকের বিদ্যাকে দুগ্ধরূপে এবং তাঁহার ধর্মপরায়ণতাকে লম্বা জামার আকারে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। *

ইহাও জানিয়া রাখা ভাল যে, দেহে বিভিন্নরূপ ধাতুর হ্রাস ও বৃদ্ধির ফলেও স্বপ্নলোকে অনুরূপ সাকার বস্তু পরিদৃষ্ট হয়। যেমন কফ বর্ধিত হইলে পানী, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি দেখা যায়, বায়ুর প্রকোপ ঘটিলে হস্তী এবং অনুরূপ কৃষ্ণবর্ণের আকৃতি পরিলক্ষিত হয়, পিত্তাধিক্য ঘটিলে আগুন প্রভৃতি দেখা যায়। অন্যান্য ধাতুর বৃদ্ধি ও হ্রাসের ফলে তদনুরূপ আকৃতি বিশিষ্ট বস্তু স্বপ্নযোগে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

কৃতকর্মের দেহরূপলাভ,

বিশ্বাস ও আচরণের আকৃতি জড়জগতে দৃশ্যমান না হইলেও উহা স্বপ্নলোকে দৃশ্যমান হইয়া উঠে। কেহ কাহারো ন্যায্য প্রাপ্য পরিশোধ না করিলে সে স্বপ্নলোকে দেখিতে পারে যে, পাওনাদার তাহার—গলদেশ দংশন করিতেছে। নিন্দুকের পক্ষে ইহা দর্শন করা সম্ভবপর যে, সে মৃতের গোশ্‌ত ভক্ষণ করিতেছে। স্বর্ণ রৌপ্যের স্তূপে যদি কেহ কৃপণতার অজগরকে প্রহরী বসাইয়া থাকে, সে দেখিবে সর্প তাহার গলদেশ বেষ্টন করিতেছে। অপমান ও লাঞ্ছনা কুকুরের, নির্বুদ্ধিতা গর্দভের, বীরত্ব ও শৌর্য ব্যাঘ্রের আকারে পরিলক্ষিত হয়। মি'অরাজের নিশীথে রছুলুল্লাহর (দঃ) সম্মুখে স্বভাবধর্ম দুগ্ধ রূপে এবং অস্বাভাবিকতা মদ্য রূপে উপস্থাপিত হইয়াছিল এবং তিনি ধরিত্রীকে পলিত বৃদ্ধার আকারে দর্শন করিয়াছিলেন।

বিশ্বাস ও আচরণের সৌসাদৃশ্যিক সাকারত্বের কথা কোরআনের বহু স্থানে উল্লিখিত আছে।

পরনিন্দা সম্পর্কে কোর্‌আনে কথিত হইয়াছে, তোমাদের কেহ অপরের অসাক্ষাতে যেন তাহার গ্লানি নাকরে, তোমাদের কেহ কি তাহার মৃত ভ্রাতার গোশ্‌ত ভক্ষণ করা পছন্দ করে? নিশ্চয় ইহাতে তোমাদের ঘৃণার উদ্রেক হইবে,—আল্‌হুজুরাত : ১২ আয়ত।

ولا يغتب بعضكم بعضا، ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه!

সুদ খাওয়ার কার্যকে কোরআনে পাগলের—আকারে প্রদর্শন করা হইয়াছে। আল্লাহ বলেন, যাহারা সুদ খাইয়া থাকে তাহারা কবর হইতে উঠিয়া দাঁড়াইবেনা, কিন্তু শয়তান—যাহাকে স্পর্শ করিয়া উন্মাদ করিয়া দিয় [illegible] তাহারই মত দাঁড়াইবে,—আল্‌বাকরাহ : ২৭ আ।

الذين ياكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس -

অনাথের সম্পদ অপহরণ করার আচর[illegible]—পেটে আগুন ভর্তি করার আকারে প্রকাশ কর[illegible] যাছে। আল্লাহ বলিয়াছেন, যাহারা অনাথের স[illegible] অন্যায় ভাবে গ্রাস করে, নি[illegible] [illegible]াহারা স্বীয় উদ[illegible] [illegible]াগুন ভক্ষণ করি[illegible],—আন্‌নিছা, [illegible] [illegible]ায়ত।

[illegible] الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما [illegible]نما ياكلون فى بطونهم [illegible]ارا -

ধর্ম এব[illegible] [illegible]াতির জন্য [illegible]নঃস্বার্থ ভাবে ধন দান করার কার্যকে [illegible]শ্যামলা সম[illegible] বাগীচার স[illegible] উপমিত করা হ[illegible] [illegible] আ[illegible] [illegible] নির্দেশ [illegible] যাহারা আল্লাহ [illegible] জন্য [illegible] দৃঢ়ীকৃ[illegible] তাঁহাদের [illegible]

الذين [illegible] [illegible] مرضات [illegible] تثبيتا [illegible] انفس[illegible] [illegible] بربوة [illegible]

---

* বুখারী, তাবীর।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

স্থিত,—আলবাকারাহ : ২৬৫ আয়ত।

কৃপণের ধনকে তাহার গলার হার রূপে প্রদর্শন করা হইয়াছে। আল্লাহ বলেন, যেধন ব্যয় করিতে কার্পণ্য করিয়াছিল, সيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة — কিয়ামতে সেই ধন দ্বারা তাহাদের গলদেশ বেষ্টন করা হইবে,—আলে-ইমৃর ", ১৮০ আয়ত।

যে সকল ধনিক অর্থকে পুঞ্জীভূত করে অথচ— আল্লাহর পথে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয়, তাহাদের — সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে يوم يحمى عليها فى نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون — যে, বিচার দিবসে তাহাদের স্বর্ণ ও— রোপ্য নরকাগ্নিতে— উত্তপ্ত করা হইবে— এবং তদ্দ্বারা তাহাদের ললাট, পার্শ্বদেশ এবং পৃষ্ঠ দাগা হইবে। (এবং বলা হইবে) ইহাই হইতেছে তোমাদের ধন যাহা — তো র স্বার্থের জন্য তোমরা পুঁজি করিয়া রাখিয়া , অতএব পুঁজি করিয়া রাখার মজা চাখ— ত ওবা, ৩৫ আয়ত।

বুখারী রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, من اتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا ا ... زبيبتان يطوقه يوم ... مة يأخذ بلهزمتيه ا ... دقيه، يقول ا ... الك ! انا كنزك ! যাহাকে আল্লাহ ধন দিয়াছেন, অথচ সে উহার যাকাত প্রদান করেনাই, তাহার সেই ধন লাফাইয়া দংশন-কারী সর্পের আকারে কিয়ামতে তা...কে প্রদর্শন ক... হইবে, বিষের— আতিশয্যে উ... র্পের মস্ত... াড়া হইবে আর ...ার মুখে দুই ... সেই সর্প তাহার ...দেশ বেষ্টন ক... ার দুই চোয়ালে দংশন ... ত থাকিবে — আমি ধন! আমিই তো... ...তর অপরাধকে—

কোরআনে অন্ধত্বের আকারে উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লাহ বলেন, যেব্যক্তি ومن اعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا و نحشره يوم القيامة اعمى، قال رب لم حشرتنى اعمى وقد كنت بصيرا ؟ قال : كذلك، اتتك ايتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ! আমার স্মরণ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে, তাহার জীবিকা অপ-র্যাপ্ত হইবে এবং — কিয়ামতে তাহাকে— আমরা অন্ধ করিয়া উত্তোলিত করিব। সে বলিবে, হে প্রভো, আমাকে অন্ধ করিয়া আপনি কেন উঠাইলেন, পৃথিবীতে তো আমি চক্ষুষ্মান— ছিলাম? আল্লাহ বলিবেন, ইহাই সমুচিত প্রতিফল! তোমার কাছে আমার নিদর্শনসমূহ আগমন করিয়া ছিল অথচ তুমি সেগুলি বিস্মৃত হইয়াছিলে, সুতরাং অদ্য তোমাকেও সেইরূপ বিস্মৃত করা হইবে,—— ছুরত্ তাহা, ১২৪—১২৬ আয়ত।

এই কথাই ছুরত আল আছ্‌রায় সংক্ষেপে বলা হইয়াছে,— যাহারা من كان فى هذه اعمى، فهو فى الاخرة اعمى واضل سبيلا ! পৃথিবীতে (মনের) অন্ধ ছিল, পারলৌকিক জীবনেও সে অন্ধ হইবে এবং পথ ভ্রষ্ট,— ৭২ আয়ত।

আমরা এতক্ষণ ধরিয়া যে সকল বিষয় আলো-চনা করিলাম তাহার সারাংশ এইযে, জড়জগতের বাহিরেও অনুভব ও উপলব্ধির অবকাশ রহিয়াছে এবং অধ্যাত্মলোকের বর্ণিত অনুভূতির জন্য জড়দেহের ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যম আদৌ প্রয়োজনীয় নয়, সুতরাং সুখ দুঃখের অনুভূতির জন্য সকল অবস্থায় জড়দেহের বিদ্যমানতা অনিবার্য—এই দাবী সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও অবাস্তব। জড়জগত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মান-বাত্মা যেরূপ স্বপ্নলোকে সুখ দুঃখের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে, সেইরূপ জড়জগতের সহিত সকল সম্পর্ক ছেদন করার পরও বর্‌যখ বা মধ্যলোকেও — জীবাত্মা তাহার কর্মের প্রতিফল স্বরূপ আনন্দ অথবা যন্ত্রণা উপভোগ করিয়া থাকে। আমরা ইহা প্রমা-ণিত করিয়াছি যে, স্বপ্নলোক ও মধ্যলোকের জীবনের স্বরূপ প্রায় অভিন্ন। কোর্‌আন ও বিশুদ্ধ ছুন্নতের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সাহায্যে আমরা যাহা সাব্যস্ত করিয়াছি, ইছলাম — জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক শাহ ওলীউল্লাহ — মুহাদ্দিছ দেহলভীও তাহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন — বরযখে মৃত ব্যক্তির উপর যাহা ঘটিতেছে, তাহা স্বপ্নলোকের — ব্যাপারের ন্যায়। — তবে বরযখের স্বপ্ন এমন স্বপ্ন যে, কিয়ামত পর্যন্ত স্বপ্নদ্রষ্টা — তাহার নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইবেনা। — নিদ্রিত ব্যক্তি কদাচ ইহা বুঝিতে পারেনা যে, স্বপ্নলোকে সে যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছে, বাহিরে তার অস্তিত্ব নাই এবং যে — যন্ত্রণা বা সুখ সে স্বপ্নে অনুভব করিতেছে, বহির্জগতে তাহা বিদ্যমান নাই। স্বপ্নদ্রষ্টা যদি তাহার নিদ্রা হইতে জাগ্রত না হইত তাহা হইলে এ কথা সে — কোন দিনও অবগত হইতে পারিত না। *

فهذا المبتلى فى الرؤيا غير انها رويا لايقظه منها الى يوم القيامة وصاحب الرؤيا لايعرف فى رؤياه انها لم تكن اشياء خارجية - وان التوجع والتنعم لم يكن فى العالم الخارجى ولو لايقظه لم يتنبه لهذا السر

আমরা ইহাও প্রমাণিত করিয়াছি যে, জড়-জীবনের আচরিত কর্মসমূহের স্মৃতি কদাচ নিশ্চিহ্ন হয়না এবং স্বপ্নযোগে মানুষ তাহার আচরণের — সৌসাদৃশ্যিক আকৃতি দর্শন করিতে পারে। মনস্তত্ব ছাড়া কোরআন ও ছুন্নত হইতেও ইহার বহু নযীর আমরা উধৃত করিয়াছি। সুতরাং ইহলৌকিক বিশ্বাস ও আচরণের সৌসাদৃশ্যিক আকার অনুসারে মধ্য-লোক ও পরলোকে প্রতিফল লাভকরা কোনক্রমেই অযৌক্তিক বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারেনা। নিম্নে স্বতন্ত্রভাবে শুধু বরযখ বা মধ্যলোকের কর্মফল সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব।

বরযখের কর্মফল,

এ সম্পর্কে শুধু কতিপয় ছহীহ হাদীছের সারাংশ উধৃত হইবে :—

১। মৃত্যুর পর ফেরেশ্তাগণ যখন সর্বপ্রথম মৃত মুমেনকে জীবিত করেন, তখন তাহাকে দেখান হয়, যেন সূর্য অস্তমিত مثلت الشمس عند غروبها হইতেছে। সে মনে করে তাহার সুদীর্ঘ নিদ্রার ফলে আছরের নমাযের সময় অতিক্রান্ত হইতে বসিয়াছে, তাই বরযখে সর্বপ্রথম সে নমাযের জন্য প্রস্তুত হয়। *

২। ফেরেশ্তাগণ মৃতব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন, —তোমার রব্ব কে? তোমার দীন কি? এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) সম্বন্ধে তুমি কি অভিমত পোষণ কর? †

৩। রছুলুল্লাহ (দঃ) জা'ফর বিনে আবিতালিবকে প্রত্যক্ষ করেন যে, তিনি ফেরেশ্তাগণের সংগে দুইটী ডানার সাহায্যে বেহেশ্তে উড়িয়া বেড়াইতেছেন। ‡

প্রকাশ থাকে যে, জা'ফর তৈয়ারের দুই বাহু মওতার যুদ্ধে কর্তিত হইয়াছিল এবং শাহাদতের পর তাঁহার দেহে নব্বইটী আঘাত চিহ্ন পাওয়া গিয়াছিল। তিনি রছুলুল্লাহর (দঃ) চাচাত ভাই, হয্রত আলী অপেক্ষা দশ বৎসর বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন।

৪। উছ্মান বিনে ময্উনের ওফাতের পর— জনৈক ছাহাবী দেখিতে পান যে, তাঁ[illegible] [illegible]ন্য একটী স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা হইতেছে। [illegible] [illegible]াহ (দঃ) বলিলেন, উহা উছ্মানের আমল। ‡ ذلك [illegible]

৫। কবর মৃতব্যক্তির জন্য দীর্ঘে প্রস্থে ৭০ × ৭০ গজ প্রশস্ত হওয়ার পর এমনভাবে দু পার্শ্ব পরস্পরের সহিত পিষ্ট হয় যে, কবরস্থ ব্যক্তির বক্ষ-পঞ্জর [illegible]িয়া চুরমার হইয়াযায়। ¶

৬ [illegible]ফেরেশ্তাগণ কবরস্থ অসৎ ব্যক্তি[illegible] — লোহার [illegible] তুড়ি দিয়া এরূপ ভয়ংকরভাবে [illegible] থাকেন [illegible] [illegible]াহার আর্তনাদ দানব ও মানব [illegible] পৃথিবীর [illegible] ও পশ্চিম প্রান্তের সমুদয় জীব শু[illegible] করে। ¶

৭। র[illegible] [illegible]ঃ) [illegible]য়াছেন, অবিশ্বাসী কাফেরদের কবরে [illegible] (তিন্নীন) জা[illegible] নিযুক্ত করা হয়, উ[illegible]হাকে প্রলয়কাল পর্যন্ত [illegible]

* হুজ্জাতুল্লাহেল বালেগা ৩৩ পৃঃ।

* ইবনে [illegible] [illegible]কবর।

† হুজ্জাতু[illegible] [illegible]লেগা, ৩৪পৃঃ।

‡ বুখারী, তাবী[illegible]

[illegible]হুজ্জাতুল্লাহিল

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিতে ও খামচা মারিতে থাকে। *

৮। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যে, মুমিনের মৃত্যুর পর তাহার কবরে নমায, ছিয়াম এবং কোর্‌-আনের কতক ছুরত, যেগুলি সে অধিকাংশ সময়ে পাঠ করিত, মূর্ত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে এবং ঢালের মত তাহার দক্ষিণে ও বামে দাঁড়াইয়া তাহাকে—কবরের শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে থাকে। †

৯। কোন এক প্রভাতে রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, অদ্য রাত্রিযোগে আমার নিকট দুইজন আগমনকারী আগমন করিয়া আমাকে জাগাইলেন, আমি তাঁহাদের সংগে যাত্রা করিলাম। আমি—দেখিতে পাইলাম— জনৈক ব্যক্তি শায়িত রহিয়াছে এবং আর একজন এক বিরাট প্রস্তরখণ্ড লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, সে তাহার হস্তের প্রস্তরখণ্ড শায়িত ব্যক্তির মস্তকে এত জোরে নিক্ষেপ করিতেছে যে, তাহার মস্তক চুরমার হইয়া যাইতেছে আর প্রস্তরখণ্ড—গড়াইয়া পড়িতেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি উহা কুড়াইয়া আনি[illegible] ইত্যবসরে প্রথম ব্যক্তির মস্তক ঠিক হইয়া [illegible]ছে, সে পুনরায় মারিতেছে এবং পুনরায় ঐরূপ [illegible]তেছে।

[illegible]। আমরা অগ্রসর হইলাম, অতঃপর দেখিতে পা[illegible]ম, জনৈক ব্যক্তি উবুড় হইয়া পড়িয়া আছে আ[illegible] একজন একটী লৌহ আঁকৃশী লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেই আঁকৃশী দ্বারা সে শায়ি[illegible]ক্তির—চোয়াল, নাসারন্ধ্র এবং চক্ষুকোটর [illegible] করিয়া [illegible]লিতেছে, প্রথমে একপার্শ্ব, অতঃপ[illegible] পার্শ্ব।

১১। আমরা অগ্রসর হইলাম [illegible]তঃপর—[illegible]খিতে পাইলাম, বিরাট চুলার ম[illegible]ক বস্তু ধক-[illegible] করিয়া জলিতে[illegible] সেই জলন্ত [illegible]ল্লতে কতক-[illegible]লি উলংগ নরনারী [illegible]ড়িয়া আ[illegible] অগুনের স্ফুলিঙ্গ [illegible]দিগকে স্পর্শ ক[illegible] [illegible] হারা ভীষণ-[illegible]ৎকার করিতেছে

(১২) রছুলুল্লাহ ([illegible] লিলেন, আমরা—[illegible]সর হইয়া চলিলাম এব[illegible] [illegible]ইলাম যে,

[illegible] হ।

রক্তের নদী প্রবাহিত আছে আর উহাতে জনৈক—ব্যক্তি সন্তরণ করিতেছে আর একজন উপকূলে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার পার্শ্বে প্রস্তর খণ্ডের স্তুপ—রহিয়াছে, সন্তরণকারী সাঁতরাইতে সাঁতরাইতে যখন উপকূলের নিকটবর্তী হইতেছে, তখন সেই লোকটী একটী প্রস্তর তুলিয়া লইয়া তাহাকে এত জোরে—আঘাত করিতেছে যে, পাথর তাহার মুখে ঢুকিয়া পেটে প্রবেশ করিতেছে।

(১৩) অতঃপর আমরা আরও অগ্রসর হইলাম এবং একটী সুসজ্জিত উদ্যান দেখিতে পাইলাম, বসন্তের সমুদয় পুষ্পকলিকা সে বাগানে ফুটিয়া রহিয়াছে। তথায় এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষ রহিয়াছেন, মস্তক তাঁহার আকাশে ঠেকিয়াছে, তাঁর চতুষ্পার্শ্বে কতকগুলি শিশু রহিয়াছে।

(১৪) রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ইহার পর আমরা এক বিরাট উদ্যান দর্শন করিলাম, ইহা—অপেক্ষা সুন্দর ও বৃহৎ উদ্যান আমি কোনদিন দেখি-নাই। আমার সহচরদের কথামত আমি উপরে আরোহণ করিলাম এবং একটী সহর দেখিতে পাইলাম। সহরের প্রাচীরের ইষ্টকগুলি একটী করিয়া স্বর্ণের আর একটী করিয়া রৌপ্যের ছিল। সহরের সিংহদ্বারে প্রবেশ করিয়া আমরা কতকগুলি মানুষ দেখিতে পাইলাম, তাহাদের শরীরের অর্ধাংশ অতি সুন্দর আর অপরার্ধ অতিশয় কুৎসিত ছিল। আমার সংগীরা উহাদিগকে সহরের মধ্যস্থলে প্রবাহমান—অতি নির্মল নদীতে গোছল করিবার নির্দেশ দিলেন। নদীতে ডুব দিবার পর উহাদের কুৎসিৎ দেহাংশও পরমসুন্দর হইয়া গেল। আমার সংগীরা বলিলেন—ইহা আদনের স্বর্গোদ্যান আর ঐ দেখুন আপনার প্রাসাদ! আমি তাকাইলাম এবং শুভ্র তুষার মালার ন্যায় একটী প্রাসাদ দেখিতে পাইলাম!

আমি আমার সাথীদিগকে বলিলাম, আজ অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিষ দেখিলাম, আমি কি কি দেখিলাম তোমরা আমাকে বল। তাঁহারা বলিলেন, যাহার মস্তক প্রস্তর দ্বারা চুরমার করা হইতেছিল, সে—কারআনের বিদ্যা আয়ত্ত করার পর উহার অনুসরণে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিরত ছিল এবং প্রাভাতিক নমাযকে অগ্রাহ্য করিয়া সুখশয্যায় শায়িত থাকিত। আর যাহার চোয়াল, নাসারন্ধ্র আর চক্ষুকোটর বিদীর্ণ করা হইতেছিল, সে মিথ্যুক, মিথ্যা বলিয়া সে উহা প্রচার করিয়া বেড়াইত। আগুনের চুল্লীতে যাহারা উলংগাবস্থায় জ্বলিতেছিল তাহারা ব্যভিচারী পুরুষ ও নারী। আর রক্তের—নদীতে যে সাঁতার কাটিতে আর প্রস্তর খণ্ড গিলিতে-ছিল, সে সুদখোর! চিরবসন্ত উদ্যানে আপনি যে দীর্ঘাকৃতি পুরুষকে দেখিয়াছিলেন তিনি হযরত ইব্রাহীম খলীল, যে সকল শিশুর স্বভাব ধর্মে মৃত্যু—ঘটিয়াছে, তাহাদিগকে আপনি তাঁহার পার্শ্বে দর্শন করিয়াছিলেন। জনৈক ছাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রছুল (দঃ), মুশরিকদের শিশুরাও? রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, হাঁ! মুশরিকদের শিশুরাও! (অতঃপর সংগীরা বলিলেন) আর যাহাদের দেহের অর্ধাংশ সুন্দর আর অর্ধাংশ কুৎসিত ছিল তাহারা কিছু সৎকার্যও করিয়াছিল, আল্লাহ তাহাদের পাপরাজী বিধৌত করিলেন।*

ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) মধ্যলোক অর্থাৎ "আলমে বরযখে"র ব্যাপার-গুলি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, পরলোক বা কিয়ামতের নয়, কারণ কিয়ামত এখনও সংঘটিত হয় নাই এবং পারলৌকিক চরমপ্রতিফল হিসাব নিকাশের পূর্বে প্রদত্ত হইবেনা। বরযখের উল্লিখিত প্রতিফল-গুলিকে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভংগী লইয়া বিচার করিলে ইহা হৃদয়ংগম করা দুঃসাধ্য হইবেনা যে, প্রতিফল-গুলি আচরণের সৌসাদৃশ্যিক অভিব্যক্তি মাত্র।—যাহারা জড়জগতে আল্লাহর স্মরণে নিয়মানুবর্তিতার সহিত উত্থান করিতে অভ্যস্ত ছিল, মধ্যলোকে সেই অভ্যাসের বশবর্তী হইয়া তাহাদের আত্মার পক্ষে—সর্বপ্রথম প্রভুর স্মরণে উত্থান করিতে উদ্যত হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। যেবাহুদ্বয় সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে, উক্ত বাহুদ্বয়ের পরিবর্তে উহার সৌসাদৃশ্যিক ডানার সাহায্যে বেহেশ্‌তের বাগীচায় উড়িয়া বেড়ান সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত। মানুষের যে সৎ-কীর্তি দ্বারা জীবজগত উপকৃত হয়, তাহা প্রবাহমান স্রোতস্বিনীরই অনুরূপ। পাপ ও অনাচারের দণ্ড এবং সৎকর্মের পুরস্কার সৌসাদৃশ্যিক ভাবে প্রদত্ত হওয়াই যুক্তিসংগত। যাহারা তাহাদের প্রভুর প্রাভা-তিক আহ্বানে মস্তক উত্তোলিত করার পরিবর্তে—কোমল উপাধানে মস্তক রক্ষা করিয়া আলস্যতন্দ্রা ও সুখ নিদ্রায় বিভোর থাকে, তাহাদের মস্তক প্রস্তরা-ঘাতে চুরমার হওয়া অস্বাভাবিক নয়। গলাবাজ মিথ্যু-কের চোয়াল বিদীর্ণ হওয়া অতি উত্তম সৌসাদৃশ্যিক প্রতিফল। ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর দল [illegible] সুখ চরিতার্থ করিতে গিয়া সমাজ জীবনে [illegible] কুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখে এবং পাপ ও বেহায়া[illegible] যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে, তদনুসারে উহার সৌসা[illegible]ক প্রতিফল স্বরূপ ন্যাংটামী ও অগ্নিবাস সর্বোৎকৃষ্ট [illegible] যাহারা স্বীয় উদরের পরিপুষ্টির জন্য দরিদ্রের রক্ত ও তাহার যথাসর্বস্ব শোষণ করে, অগ্নিসরোবরে সন্তরণ ও প্রস্তরভ[illegible] তাহাদের আচরণের সর্বাপেক্ষা নিখুঁৎ সৌসাদৃশ্যি[illegible]। শরীরের সৌন্দর্য যে সদাচরণের এবং কদর্য[illegible] পাপাচরণের অনুরূপ এবং আল্লাহর রহমত ও ক্ষ[illegible] যে সুনির্মল পুণ্যতোয়া সদৃশ, ইহা বুঝিয়া লইতে [illegible] কষ্ট হওয়া উচিত নয়।

* বুখারী, কিতাবুত তাবীর (সংক্ষেপ)।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ফুলের বিদায় সম্ভাষণ

—আতাউল হক তালুকদার

সেদিন নিশীথ রাতে দেখি'নু স্বপন।
দেখি'নু, ফুলের সাজি— সাজিটী তেমন
নাহি এই বিশ্বতলে— যাইছে ভাসিয়া
রক্তিম নভের দিকে। সহসা আসিয়া
দাঁড়াইল কক্ষে মোর শয়ান-শিথানে।
আমোদিত হ'ল কক্ষ সৌরভে। যতনে
রাখি'নু সাজিটী মোর শয্যা'পরি। দেখি,
পারিজাতে পূর্ণ-সাজি। কিন্তু হায় এ কি।
পুষ্পদল ম্রিয়মান—, শিথিল-মলিন,
নিদাঘ সংঘাতে যেন হ'য়ে সংজ্ঞাহীন
ভূ-তলে পড়েছে লুটি'।— শিউলি শিথিল
কে যেন গিয়েছে দ'লে। অভিমানী-দিল্
কুসুম খুলিল কণ্ঠ— ধরণী ধুলার
অশ্রুতে রঞ্জিত করি' স্বরগে আবার
যি :যেতে হ'ল ভাই। কেন কেন শুনি?
র ৎ কপালে মোর করাঘাত হানি'।
ৎ বিবর্ণ-রক্তিমা ম্লান-জ্যোতি সাজি,
মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী হীন অতি আজি।
বিবিধ ফসলে আজি পূর্ণ মাঠ, কেবা
কুসুমের চাষ করে— করে তা'র সেবা?
মাটির মানুষ নহে ফুলের প্রেমিক;
দানব উন্মত্ত রক্তে— পরশ-মাণিক
বাহুল্য তাহার কাছে। স্বর্ণ-সরোজিনী
বেদনে হইল কাল। চির-অভিমানী
ভাসিল আকাশে। রুদ্র বেশে গুঞ্জরিয়া
উঠিল পৃথিবী ক্ষোভে। আসিল নামিয়া
ঘন-ঘোর বরিষার ভীম উন্মত্ততা
ভৈরব গর্জনে, নৃত্যে। পৃথিবী লাঞ্ছিতা
বৈধব্যের (শ্বেত) বাস পরি' মুছিল সিঁদুর
আপন ললাট হ'তে? বেদনা-বিধুর
পুষ্পের পূজারী—মালী—কুসুমের সখা
আরবের মরু-পথে চলিলেন একা
মানবের মানচিত্রে আঁকি' আলিম্পন
আপনার আঁসু দিয়ে! ভাঙিল স্বপন।
অন্তরে-বাহিরে মোর উঠিল দুলিয়া
স্বপ্ন-রাঙা বিশ্ব ব্যর্থ-মানবতা নিয়া!

পা স্তান ও ইসলামী নীতি

(একখানা চিঠি)

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

আস্সালামো আ'লায়কুম্, বাদ ৎ৷রজ,

ভাই মওলান৷ ৷াহেব পনার সম্পাদিত — তর্জুমানুল হাদিছ" রবান৷ ক'রে গরীবকে ঠান, এজন্ত আমি সত্য কৃতজ্ঞ। আমি শাস্ত্রিক নাহ'লেও এবং শাস্ত্রজ্ঞ দের ভেতর খুঁটিনাটী মতভেদ সম্পুর্ ামার বিশেষ কোনো কাণ্ডজ্ঞানসম্মত ইস- ম বাল্যকাল — আজকার বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত আমার ভেতর জেগে রয়েছে। এই মুসলিমটী,— দুঃখের সংগে স্বীকার করছি — সাধারণ মৌলবী মওলানা সাহেবদের লেখা বা বক্তৃতা থেকে কোর্আনে বর্ণিত ও নবী-জীবনে আচরিত ইসলাম সম্পর্কে বর্তমানের আশ্বাস ও ভবিষ্যতের আশা বিশে কিছু সংগ্রহ করতে— পারেনি। আপনার কাগজখানায়— বিশেষতঃ আপ-নার নিজের লেখাগুলোয় তার কিছুটা আভাস পেয়ে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আবছা আঁধারের বুকে আনন্দের আলো অনুভব করতে পাই। এই জন্যে আমার স্বাস্থ্যহীন, অবসর-হীন, আশ্বাসহীন জীবনে আপনার কাগজখানা—একটু সান্ত্বনার কারণ হয়েছে। আপনার প্রতি পুরাতন বন্ধুত্বের প্রবেদন ছাড়াও কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ তাই প্রয়োজন ভাবলাম।

বর্তমানে প্রায় তিন মাসাবধি অসুস্থ হ'য়ে প'ড়ে আছি। স্ত্রী ও তিনটী ছেলেমেয়ে বাড়ীতে। তারাও কম-বেশী অসুস্থ। বুঝতেই পারছেন কি রকম—মুসিবতে গ্রেফতার হ'য়ে রয়েছি। গরীবী হাল মুসিবৎকে আরো দংশনশীল ক'রে তুলেছে। দুঃখের দিনে মানুষ আল্লাকে একটু বেশী স্মরণ করে। তাই মুসিবত এক হিসেবে আল্লার মেহেরবাণীর নিদর্শন। তবু আল্লাকে বলছি, যেপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আমার মতো নাতোঁয়া জইফ বান্দার পক্ষে সুকঠিন, তার ভেতর আমাকে ফেলিস্‌নে, ইয়া রব্ব্‌ল্ আ'লামীন। আর শুয়ে শুয়ে ভাবছি সেই সব বন্ধুদের কথা, যাঁরা শুধু আমার আনন্দের সংগীই হন নি, দুঃখেও আমার সমব্যথী হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন। আপনিও আমার এই শ্রেণীর একজন বন্ধু। তাই আপনার কথাও মনে হচ্ছে। আরো মনে পড়ছে ইসলামী নীতির কথা, পাকিস্তানে যার প্রতিষ্ঠা আশা ক'রে আপনি অনেক পরিশ্রম, কা জ ও কালি খরচ করছেন।

অন্য কাজ বিশেষ করতে পারছি নে। তাই এ ব্যাপারে আপনার উৎসাহ দে'খে কিছুকিছু ভাবনা স্বভাবতঃই মনের ভেতর ভিড় করছে। আমার যেন বোধ হচ্ছে, একটা বড়ো কথা আপনার নজর এড়িয়ে গেছে। সেটী এই যে, বাবায়ে মিল্লৎ থেকে শুরু ক'রে পাকিস্তানের খুদে নেতারা পর্যন্ত সবাই বলেছেন বটে যে, এটা হবে ইসলামী রাষ্ট্র; কিন্তু সংগে সংগে এ-কথা বলতেও তাঁরা ভোলেন নি যে, পাকিস্তান ইসলাম-নীতিক রাষ্ট্র হ'লেও ধর্মশাস্ত্র-শাসিত (theocratic) রাষ্ট্র হবে না। এর অর্থ কি, তা নিয়ে মতভেদ কিছুটা হ'তে পারে। কিন্তু এর মোটামুটি মানে কি এই নয় যে, শরীয়ৎ বলতে যেসব বিধি-বিধান বা নিয়ম-কানুন বোঝা যায়, তার সব-গুলো পাকিস্তান-রাষ্ট্রের পরিচালনা কার্যে প্রযুক্ত বা ব্যবহৃত হবে না? আমার এই অনুমান যদি সত্যি হয়, তা' হ'লে স্বচ্ছন্দে ধ'রে নে'য়া যায় যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের পরিচালনায় ইসলামের অভিপ্রেত ক'টী—মোটা মোটা নীতি—(যেমন সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, সামাজিক সুবিচার, মানব-স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার)—ছাড়া শরীয়তের আর কিছুই আমল পাবেনা। এই-ই যদি আসল ব্যাপার হয়, তা হ'লে আপনারা যে প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার ক'রে কোর্‌আন, হাদিস, ফেকা ও ওসুল থেকে ইসলামী শাসন-সংবিধানের সূত্রগুলো বের করছেন, তার থেকে পাকিস্তানী রাষ্ট্র নেতারা কতোটুকু আলো পেতে চাইবেন? অবশ্যি এটা বলা আবশ্যক যে, আপনাদের এই পরিশ্রম স্বীকারের ফলে ব্যক্তিগত ভাবে আমি এবং সম্ভবতঃ আমার মতো আরো অনেকে উপকৃত হচ্ছি ও হচ্ছেন এবং এ বাবত ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাও আপনাদের—প্রাপ্য। কিন্তু যাঁরা আপনাদের এই পরিশ্রমে—লাভবান হ'তে চাইলে আমাদের রাষ্ট্র [illegible] হ'তে পারতো, তাঁরা কি এ-সব কথা কানে তুল[illegible]? মনে তো হয় না। এই জন্যে আমার মাঝে মা[illegible] [illegible]ন্দেহ হয় যে, আপনাদের এই মেহনৎ হয়তো অনেকখানি পণ্ডশ্রমই হচ্ছে; মানে, প্রধানতঃ যাঁদের উদ্দেশে—আপনারা এগুলো সংগ্রহ ক'রে ছাপছেন, তাঁরা সে-দিকে [illegible] শরীফ ফরমানো এতোটুকুও প্রয়োজন ভাবছেন না। তা হ'লে?

আশ্চর্যের বিষয়, পাকিস্তান-রাষ্ট্র শাস্ত্রভিত্তি[illegible] (based on theology) হবেনা, এই ঘোষণা পুরাতন হওয়া সত্ত্বেও নেতাদের অনেকে ইসলামী সমাজবাদে[illegible] (Islamic Socialism এর) নাম ঘন ঘন উচ্চারণ কর্‌ছেন। এটা কে[illegible] [illegible]বাঝে [illegible], ইসলামী সমাজবাদের মূলসূত্র বা সূ[illegible] [illegible] ধরতে এবং বিশ্লেষণ বিকশিত করতে হ'[illegible] [theology] বা ধর্মশাস্ত্রের পাতা উল্টানো ছ[illegible] [illegible]ন্তর নেই? নেতারা আ[illegible] দের আরো ভাক[illegible] [illegible]গিয়ে [illegible]চ্ছেন এই [illegible] ইসলামী সমাজবা[illegible] extra-religious] সমা[illegible]

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(Communism এর) সমন্বয় বা সামঞ্জস্য ঘটবে।— পাকিস্তান শাস্ত্রশাসিত (theocratic) রাষ্ট্র হবে না, অথচ এখানে ইসলামী সমাজবাদ চলবে এবং ইসলামী সমাজবাদে পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ বা সমূহবাদের সমন্বয় ঘটবে, এ দু'টো কথা আপনাদের কাছে কেমন লাগে, জানিনে; কিন্তু আমার কাছে বেশ— একটু অদ্ভুত ঠেকে। এ সম্বন্ধে আপনার পত্রিকায় যদি কিছু আলোচনা করেন, খোদা বাঁচালে ও শক্তি রাখলে অন্ধকারে একটু আলো পেতে পারি হয়তো।

আজীবন তো চিন্তা-চর্চাই ক'রে এলাম।— আমার ধারণা,—(অবশ্যি আমার ধারণা ভুলও হ'তে পারে,)—পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ এমন দু'টো আলাদা চীজ যে, ওদের একটার সংগে অন্যটার খাপ খাওয়ানো যায় না। আমার এও সন্দেহ যে, ইসলাম এই চেষ্টা করতে গিয়ে মানব-জীবনে কার্যতঃ অনেকখানি ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছে। পুঁজিবাদ চায় ব্যক্তির স্বার্থ আর সমাজবাদ ব্যক্তির স্বার্থকে নিম্নে স্থান দিয়ে সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেকটী মানুষের — স্বার্থকে [illegible] ক'রে দেখে। এই দু'টো দৃষ্টি-ভংগি পরস্পর বিরোধী। এ দু'টোকে এনে একখানে মেলাতে যাওয়া একই সময়ে "তামাক ও দুধ খেতে চাওয়া"র সমান নয়, কেমন ক'রে বলি? ইসলামী সমাজবাদের ব্যাখ্যাতাদের অনেকে বলেন, ধন-সম্পত্তি— ব্যক্তির অধিকারে থাকলেও তার থেকে উৎপন্ন — সুযোগ-সুবিধা সমাজের জন্যে পাওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কথাটা উড়িয়ে দিতে চাইনে। কিন্তু কি-পরিমাণ ধন-সম্পত্তি ব্যক্তির অধিকারে রইলো: তার থেকে কি পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা সমাজের জন্যে চাওয়া বা পাওয়া যেতে পারে; তা ছাড়া,— ব্যক্তির প্রয়োজন বলতেই বা কা[illegible] কি বুঝতে হবে,— ত্যাদি বিষয় নির্ধারণ [illegible]ত হ'লে ব্যক্তির ধন-[illegible]ত্তির ওপর সমাজের হি[illegible]-কিতাবের অধিকার [illegible]নতে হয় না কি? এবং [illegible]র হিসাব-কিতাবের [illegible] সমাজ না নিয়ে ব্যক্তির [illegible] ছেড়ে দিয়ে — [illegible] হয় না কি? ধনী-[illegible]রা,— সাধারণভাবে বলতে গেলে,— গরীবদের চাইতে ঢের ঢের কম। এই জন্যে ইঞ্জিল (বাইবেল) কেতাবে বলা হয়েছে, ছুঁচের ছিদ্র দিয়ে একটা উট গলানো যতোটা সহজ ধনীর পক্ষে জান্নাতে দাখিল (অর্থাৎ আল্লার নিকটবর্তী) হওয়া তার চাইতে অনেক কম সহজ। এর মানে আমি এই বুঝি যে, ধনীর পক্ষে ধন সম্পর্কে স্বাধিকার-বোধ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ-চিন্তা স্বাভাবিক— ভাবে এতোখানি প্রবল যে, সেখানে আল্লার অপরাপর বান্দাদের সুখ-সুবিধার কথা সাধারণতঃ স্থান পায়না। দোজখের ভয় দেখিয়েও সাধারণতঃ এই মানসিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটানো যায় না। যদি যেতো, ইসলামে পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের সমন্বয় ঘটাতে যে পুরাতন প্রচেষ্টা উদ্যত হচ্ছিল, তার ফলে স্বাভাবিক ভাবে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা হ'তে পারতো। কিন্তু তা হয়নি। ইসলামের প্রচেষ্টার পরিণাম বা নীট ফল বরং দাঁড়িয়েছে পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদের পরিচয় হ'লো শোষণ ও দারিদ্র্যের বিস্তার। ইসলামী সমাজের পরিচয় এর থেকে আলাদা কিছু পাওয়া যায় কি?

অতঃপর আর একটা কথা ব'লে চিঠিখানা শেষ করি। ইসলামী সমাজবাদের মূল সূত্র বলতে আমি বুঝি: (১) সুদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা; (২) জাকাত ও ফিৎরার বিধান, এবং (৩) করজে হাসানার ব্যবস্থা।

সুদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আজকার আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভেতর বলবৎ করা সম্ভবপর ভাবা কঠিন। হয়তো এটা হ'তে পারে, যদি মুসলিম জাহান সমবেতভাবে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদী ব্লকের অর্থনৈতিক শৃংখলার ভেতর কিম্বা পাশে গিয়ে— দাঁড়াতে রাজী হয়। শুধু মুসলিম রাষ্ট্রগুলো নিজেরা একজোট হ'লেই এ করতে পারবেনা। কিম্বা ইংগ-মার্কিন পুঁজিবাদী ব্লকের সংগে মিশেও করতে— পারবেনা।

জাকাতের বিধান সাফল্যের সংগে কার্যতঃ প্রয়োগ করতে হ'লে ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তির ওপর সমাজের তদারকীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতেই হবেই। এ ছাড়া আর একটা প্রয়োজনীয় কথা প্রণিধানযোগ্য।

www.ahlehadeethbd.org

যেকোনো বিধানের ভেতর দু'টো জিনিষ থাকে। একটা হ'লো তার অক্ষর (letter), মানে ব্যবস্থা। অন্যটা হ'লো মূলনীতি (principle underlying the Law)। জাকাতের মূলনীতিটা হ'লো এই যে, সমাজের কল্যাণে ধনীর ধনের একাংশ দিতে হবে।—কত দিতে হবে, সেইটাই হ'লো ব্যবস্থা বা অক্ষর। মূলনীতিটাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবস্থা পরিস্থিতির পরিবর্তনে বদলানোর যোগ্য। ফিৎরার সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। আপনারা, খুব সম্ভব, এ-কথায় চটে উঠবেন। কিন্তু যেকোনো বিধানের বিচার-বিশ্লেষণ কিম্বা যুগের পরিবর্তনে তার প্রয়োগের উপযোগিতারক্ষা এভাবে ছাড়া অন্য কোন প্রকারে সম্ভব হয় না; অর্থাৎ জগতের স্বাভাবিক বিবর্তনের সংগে তার মিল রক্ষা পায়না। শরীয়তের বহু উপেক্ষিত (এবং কার্যতঃ পরিত্যক্ত) নিয়ম-কানুনের পরিণতি দেখে এটা পরিষ্কার বোঝা যায়। আমার মনে হয়, ইসলামের পরম ভক্ত, চিন্তাশীল মনীষী মরহুম—আল্লামা ইকবাল বাবায়েমিল্লৎ কায়েদে-আজম মরহুমকে লিখিত তাঁর একখানা পত্রে বৈজ্ঞানিক 'নিরীশ্বর' সমাজবাদের মুকাবিলা করতে "ইসলামের—ক্রমবিকাশ" কামনা করেছিলেন ঠিক এই কারণেই।

করযে-হাসানার বিধান সম্বন্ধেও এই যুক্তি—প্রযোজ্য।

যাহোক, আমার সব বক্তব্যের সংগে আপনি বা আপনারা একমত হবেন, এটা আশা ক'রে আমি এই চিঠি লিখছি নে। আমার উদ্দেশ্য মূলতঃ এই যে, আপনার পত্রিকায় আপনি এইসব বিষয় খোলাখুলি আলোচনা আরম্ভ করবেন। তাতে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যে যাঁরা এসব নিয়ে চিন্তা ও আলোচনা করেন, অন্ততঃ তাঁরা যথেষ্ট উপকৃত—হবেন এবং তাঁদের উপকৃত হওয়াও দরকার, কেননা সমাজের চিন্তানায়ক প্রধানতঃ তাঁরাই। তাঁরা—আলোক পেলে সমাজই আলোক পাবে।

আরো কতো কথা মনে ভিড় করছে। কিন্তু সে-সব থাক। একটা কথা শুধু এই পেশ করি যে, রাগ না ক'রে এবং কড়া কথা না শুনিয়ে, জ্ঞান, যুক্তিতর্ক ও মিষ্ট ভাষায় আলোচনার সাহায্যেই ইসলামের প্রতি মানুষের আনুগত্য আকর্ষণ করতে চাওয়াই সংগত। আল্লারও হুকুম তাই: ওদ্‌য়ু এলা সবিলে রব্বেকা বিল্‌হিক্‌মতে ওয়াল মাওয়েজাতাল হাসানাতে ইত্যাদি।

আপনার শরীরটা এখন কেমন যাচ্ছে; জানতে, পারলে সুখী হবো। ইতি

পাকিস্তানে ইছ্লামের ভবিষ্যৎ

—চিঠিখানার জওয়াব—

জনাব মওলবী মোহাম্মদ ওয়াজেদআলী ছাহেব,

ওয়া-আলাইকুমুছ্ছালামো ওয়া রহ্মতুল্লাহ—

অনেক দিন পর এ অকিঞ্চনকে যে স্মরণ করতে পেরেছেন, তারজন্য শোক্‌রীয়া আরয কর্‌ছি। আপনার চিঠি পাঠ করে যুগপৎভাবে মনে দুঃখ আর—খুশীর সঞ্চার হলো। আপনার স্বাস্থ্যভংগ আর—আপনার পরিবারবর্গের অসুখের সংবাদে দুঃখিত [illegible] হয়েছি—চির[illegible]ার অ[illegible]হায় হওয়া যে কতব[illegible] নিজে বিগত ছয় [illegible] ধরে প্রতিটী দিনে [illegible] অভিজ্ঞতা অর্জন [illegible]র আস্‌ছি বলে ওটা অ[illegible] করার জন্য [illegible] কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিতে হয়না, সুতরাং অ [illegible]গের জন [illegible] দুঃখ প্রকাশ করাকে [illegible] [illegible]না। পূরাতন [illegible]

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ধরে যে প্রাণান্তকর কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে আর — সম্প্রতি কয়েক মাস থেকে যে ভাবে জীবন্মৃত হয়ে পড়েআছি, তার বিবরণ যেমন সুদীর্ঘ, তেমনি করুণ। কোরআনে পাঠ করেছি "যা হারিয়ে যায়, তার জন্য অধীর আর যা পাওয়া যায় তার জন্য আহ্লাদে আটখানা না হওয়ার একটা শক্ত রকম সাধনা মুছিবতের ভিতর দিয়েই চলতে থাকে," আর "সুখ দুঃখ দুটোকেই সমভাবে গ্রহণ করে নিয়ে ফলাফল আল্লাহর পবিত্র চরণে সমর্পণ করে দেওয়াই মর্দেমুমিনের — কর্তব্য।" এ সাধনা যে বড়ই দুঃসাধ্য তাতে তিলার্ধ সন্দেহ নাথাকলেও কর্মের ঝুলিতে অন্য কোন প্রকার সাধনার সম্বল নেই বলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ওটাকে বরণ করে নিতে হয়েছে। "রিযা"র মুকাম খুব উঁচু, অত উর্ধে তাকাবার হিম্মত আমার নেই আর— "শোকরে"র কথা উচ্চারণ নাকরাই ভাল, অন্ততঃ "ছবরে"র অবলম্বনটা যেন হাতছাড়া নাহয়, আমি — সেই প্রার্থনাই করে থাকি।

তর্জুমানুলহাদীছ আপনাকে খানিকটা আনন্দ দিতে পেরেছে, একথা শুনে সত্যি আশান্বিত হয়েছি। নৈরাশ্যের অন্ধকারে আশার সুবর্ণ রেখা — দেখতে নাপেলে কেউ আনন্দ উৎসাহ বোধ করতে পারেনা. সুতরাং চিন্তাশীল বন্ধুমহলে 'তর্জুমান' যদি সত্যিই আনন্দ ও আশার একটী ক্ষুদ্রতম চেরাগও জ্বালতে পেরে থাকে, সেটাকে বিশেষ সৌভাগ্য — বলেই ধরতে হবে। তবে আসল ব্যাপারটার দিকে আপনার দৃষ্টি পড়েছে কিনা, জানিনে, প্রকৃতপ্রস্তাবে 'তর্জুমানে'র সেবকদের এর জন্য গৌরব বোধকরার কিছুই নেই। জড়জগতে ও অধ্যাত্মলোকে বিমলানন্দের অমৃত পরিবেশন করার জন্য যাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল, তাঁর পরিগৃ. .ত [illegible] .রিত নীতি ও বিধির [illegible]ংগে পরিচয় ছিন্ন হয়েগে. [illegible]লেই ধরণীর আনন্দের [illegible] আজ দুঃখের কারব[illegible] পরিণত হয়েছে। যা [illegible]অপরিচিত হয়েপড়েছে, পুন. [illegible]র সাথে যাতেকরে [illegible] সেই [illegible] [illegible]র্জুমান দো- [illegible] [illegible]পনি জানেন তর্জু- [illegible] [illegible]ন্তু মুশকিল [illegible]

শুধু শুধু স্পর্ধা করলেই তো মতলব হাছিল হয়না। ইছলামের—যে ইছলামের প্রকৃতি আর আকৃতির বিবরণ কোরআন ও ছুন্নতে প্রদত্ত হয়েছে—দোভাষীগিরি করার জন্য বিশেষ করে আধুনিক পরিবেশ ও রুচি অনুসারে, যেসব উপকরণের সম্বল আবশ্যক,— তর্জুমানের সেবকদলের তা নেই! এটা সৌজন্য প্রকাশ করার জন্য বলছিনা, লজ্জার কথা হ'লেও — সত্যের অনুরোধে এটা স্বীকার করে নিতে হচ্ছে। যদি সে সম্বল আমাদের থাকতো কিংবা যোগাড় — করতে পারা যেত, তাহলে আপনি দেখে নিতেন চিন্তাজগতে তর্জুমানুলহাদীছ আনন্দের বান ডেকে এনেছে। ছিটে ফোটা তৃপ্তি আপনি বা আপনার মত চিন্তাচর্চাকারী দুচার জন বন্ধু যদি পেয়ে থাকেন, তার আসল কৃতিত্ব হচ্ছে মূল উৎসের আর অসম্পূর্ণতার জন্য দায়ী তর্জুমানের সেবকদের অক্ষমতা।

পাকিস্তানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত নেতারা ইছলামী শরীঅতকে রাজ্যশাসনের বিধানরূপে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন, একথা আমার অবিদিত নয়। আপনি আশংকা প্রকাশ করেছেন হয়তো এবিষয়টা আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়েছে। কিন্তু ভাই, বিষয়টা ইল্মে-মা'রেফতের মত সূক্ষ্ম বা সূচের ন্যায় ছোটখাট হ'লে হয়তো আমার মত ওয়াহাবী মোল্লার মোটা নযর এড়িয়ে যেতে পারতো, এটা যে হাতির চাইতেও বড়; বিশেষ করে এর শুঁড় আর বিরাট গজদন্ত যেভাবে বিকশিত ও আন্দোলিত হচ্ছে. তাতেকরে— নিরেট কানারও ফাঁকিতে পড়ার আশংকা নেই। আমি আপনাকে আশ্বস্ত হতে অনুরোধ ক'রে বলছি— মাভৈঃ! ইছলামী রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি গোড়াগুড়ি থেকে যেমন কায়দা করে জনসাধারণকে শোনানো হয়েছে, আমি বরাবর শুধু তাই লক্ষ করে আসছিনা, অধিকন্তু রাষ্ট্রের কর্ণধারদের ওপর অর্পিত ক্ষমতাগুলির তাঁরা যেভাবে সদ্ব্যবহার করতে লেগে গেছেন, আর তাতেকরে তাঁদের সদিচ্ছার যে নিদর্শন ফুটে বেরুচ্ছে, সেসম্বন্ধেও আমার দৃষ্টি সজাগ রয়েছে, কিন্তু একে অবলম্বন করে আপনি যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হ'তে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

চেয়েছেন, দৃষ্টিভংগীর পার্থক্যের ফলে আমার পক্ষে সে সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভবপর হচ্ছেনা।

যেসব বাধাবিপত্তি পাকিস্তানকে শরীঅত—শাসিত রাষ্ট্রে পরিণত করার পথ আগ্‌লিয়ে বসে আছে, সেগুলো বিভিন্ন ধরণের। শুধু শাসকগোষ্ঠি আর নেতার দলই যে পাকিস্তানে ইছ্লামের পূর্ণ-প্রতিষ্ঠা চাননা, তা নয়, উলামা আর সাধারণ নাগরিকরাও যে কার্যতঃ সেটা চাচ্ছেননা, সেকথা অস্বীকার করলে আত্মপ্রবঞ্চনা করা হবে। যেসব নেতার স্বার্থপরতা আর আত্মসর্বস্বতার কাছে ইছ্লামী—শাসনপদ্ধতি অনভিপ্রেত হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, অবশ্য তাঁদের রুচি আর চরিত্রের যে দূষিত প্রতিক্রিয়া বিস্তারলাভ করছে, তা যেমন—সংক্রামক, তেমনি ভয়াবহ! কিন্তু অন্যান্য দলগুলি সত্যিকার ইছ্লামের প্রতিষ্ঠার জন্য যদি এগিয়ে—আস্‌তে পারতেন, তাহলে উল্লিখিত নগণ্যসংখ্যক দলটীর স্বেচ্ছাচার ও ইছ্লাম-দুশ্‌মনী দমন করা কিছুই কষ্টকর হতোনা। কিন্তু মুশ্‌কিলের উপর মুশ্‌কিল এইযে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নেতা, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও সরকারী কর্মচারীদের—অধিকাংশ ইছ্লামের সংগে বিদ্বেষ পোষণ না কর্লেও এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) কে ইছ্লামী নীতির প্রবর্তক বলে মেনে নিলেও তাঁকে উক্ত নীতির—ব্যাখ্যাতা ও ব্যবস্থাপক বলে স্বীকার করতে চাননা। তাঁরা ইছ্লামের সমস্ত বিধিবিধান, —নছ্ছী হোক অথবা ইজ্‌তিহাদী, প্রতিজ্ঞাই হোক, কিংবা সংজ্ঞা, সবগুলোরই স্থিতিস্থাপকতায় আস্থাবান। প্রগতি অথবা অন্ধঅনুকরণের আগ্রহাতিশয্যে ইছ্লামের প্রবণতার আশ্রয় নিয়ে তাঁরা বিধি নিষেধের কোন রদবদলকেই দোষনীয় মনে করছেননা। এঁরা ধরে নিয়েছেন যে, সাম্য, সামাজিক সুবিচার, স্বাধীনতা আর গণতন্ত্র এই চারটী মাত্র কথা ইছ্লামী শরীঅত বা ব্যবস্থার অন্তরনিহিত মূলনীতি। সুতরাং এই চারটে কথা মেনে নিলেই পাকিস্তানে ইছ্লামী—রাষ্ট্রের পত্তন হয়েগেল! রাষ্ট্র পরিচালনা, আর্থিক ব্যবস্থা, সামাজিক রীতিনীতি, শিক্ষাদীক্ষা, বিশ্বাস, মতবাদ ও আচরণের নিয়ম প্রণালী যে আকারে আর যেখানথেকেই গ্রহণ করা যাকনা কেন, ইজ্‌তিহাদের (Assiduity) সাহায্য নিয়ে তাকে ইছ্লামী ব্যবস্থা বলে চালিয়ে দেওয়া কোনক্রমেই অন্যায়—হবেনা! এর জন্য কোরআন, হাদীছ, ফিক্হ ও অছুলের পাতা উল্‌টিয়ে গলদঘর্ম হবার কোন প্রয়োজন নেই! রাষ্ট্রের ট্রেজারীতে শুধু টাকা জমা করে—দেওয়াই যখন যাকাতের মূলনীতি, তখন তার 'নিছাব' ও 'মিকদার' সম্বন্ধে রছুলুল্লাহর (দ.) নির্দেশ প্রতি-পালন করা অক্ষরপূজার নামান্তর, অতএব এসব বিষয়ে শরীঅত রচনা করার অধিকার গণপরিষদের হাতে স্বচ্ছন্দে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে! যাকাতের নববিধান বিরচিত হবার পর অনুরূপভাবে নমাযেরও সংস্কার করে ফেলা সহজ হয়ে দাঁড়াবে। প্রার্থনাকে 'ছালাতে'র নীতি স্বীকার করে নিয়ে 'রকাত' ও 'ছুরত'— Pose ইত্যাদির ভংগী ও সংখ্যা আধুনিকতার চাহিদামত নির্ণয় করার অধিকার গণপরিষদের হাতে ছেড়েদেওয়া চল্‌বে। কুর্‌বানী সম্বন্ধে কিছুদিন আগে পশ্চিম পাকিস্তানে এমনি ধরণেরই তোড়জোড় শুরু হয়েগিয়েছিল; ত্যাগস্বীকারের মূলনীতিতে কুর্‌বানীর পরিবর্তে পশুর মূল্য সরকারী তহবীলে জমা দেওয়ার ব্যবস্থা কেউ কেউ করতে চেয়েছিলেন। আক্ষরিক নির্দেশকে উড়িয়ে দিয়ে পুঁজিবাদের বিরোধীরাই যদি ইছ্লামী রাষ্ট্রে সুদের প্রচলন অনিবার্য বিবেচনা করেন, তাহলে পুঁজিবাদের আওতায় এবং আদর্শে পরিপুষ্ট ইংগ-মার্কিন ব্লকের . পুচ্ছগ্রাহী, বিলেতি অ্যারিস্টোক্রেসীর নকলনবীছদের পক্ষে থিওক্রেসীর ভাঁওতা প্রয়োগ করে ইছ্লামী-শরীঅতের বালাইকে গণপরিষদের গবেষণাগারের ত্রিসীমা থেকে ঝেঁ[illegible] সাফ [illegible]রে দেওয়ার কাজ—দোষনীয় হতে যাবে [illegible]!

সমাজব্যবস্থাই ব[illegible] বা রাজ্যশাসনের সংবিধা[illegible] বলুন, এগুলোকে [illegible]া সমাজের প্রায় সকলেই ঝকমারি ছাড়' [illegible]ই ভাবতে [illegible]। অর্থনীতি আর [illegible] [illegible]নী [illegible]র্গের সিংহদ্বারে [illegible]চ্ছ,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সেগুলো সমাধান করতে আজ অগ্রসর হবে কে? ধর্মনেতারা ইছ্লামের দেহকে ব্যবচ্ছেদ করে মুবীদ-দলের রূহানীয়তের বিবর্তনসাধন আর ব্যবহারিক খুঁটিনাটি নিয়ে ঝগড়া পাকানোর পবিত্র ব্রত নিয়ে—যেভাবে মশ্গুল আছেন, এর ভিতর কোরআন, হাদীছ ও ফিক্হের সমুদ্র মন্থন করে অর্থ ও রাষ্ট্র-নীতির জটপাকানো সূত্রগুলোকে বেছে বের করা, আবার সেগুলো যুগোপযোগী আকারে সুসজ্জিত ভাবে লোকের সাম্‌নে তুলে ধরার জন্য যে বিপুল রিয়াযত ও কশ্ফের প্রয়োজন, সে তক্‌লীফ স্বীকার করার ফুর্ছত তাঁদের কৈ?

পাকিস্তানী নেতারা ইছ্লামের সমাজ ও শাসন-বিধি থেকে আলো পেতে চাইবেন কিনা, সে প্রশ্নের আগে আলো পাবার মত বাতি জ্বলছে কিনা, সেটা লক্ষ নাকরা ঘোড়ার ছাম্‌নে গাড়ীজোড়ার মত—শোনায়না কি? এম্‌নি তো হাতে কলমে শেখার মত কোন আদর্শ ইছ্লামী রাষ্ট্র আজ পৃথিবীর—কোন প্রান্তেই বিদ্যমান নেই, তার ওপর সোনায়—সোহাগা হয়েছে যে, রাষ্ট্র বিজ্ঞান আর অর্থ শাস্ত্রের যে বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার পাকিস্তানী নেতাদের মন, মস্তিষ্ক আর দৃষ্টিকে অভিভূত করে ফেলেছে, সে—গুলোর মুকাবিলায় ইছ্লামী-দছ্তুর আর ইছ্লামী অর্থশাস্ত্রের ক'খানা গ্রন্থ সংকলন করতে পারা গেছে? আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বলি,—১৯২৭ সাল পর্যন্ত এসব বিষয়ে আমি ছিলুম একেবারেই ব্লাংক কার্ড! ঐ বৎসরে ইংরাজী শাসনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা হেঁকে আমাকে প্রথম শ্রীঘরে যেতে হয় আর সেই খানেই সমাজবাদ আর সমূহবাদ সম্বন্ধে আমার হাতে খড়ি পড়ে। বছর খানিকের মধ্যেই আমার ভাব-গতিক বদ্‌লাতে ..আরম্ভ ..., ইছ্লাম সম্বন্ধে যৎ-কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা ছি- ...র তক্‌লীদের মায়াবন্ধনে কোন দিন ধরা পড়িনি ... বলেই রক্ষা, নতুবা জেলের ... ভাল ভাল তছ্‌বী ... দের যে দুর্দশা আমি ... করনি ... নাই ভাল! জেল ... ইছ্লামের সংগে রুষের ... নার মহান ব্র... —

ইছ্লামী অর্থনীতির বই পুস্তকের অনুসন্ধানে লেগে যাই, কিন্তু সবপরিশ্রম পণ্ড হয়, এমনকি আমার মনের গোপন কোণে সন্দেহের কাল মেঘও সঞ্চারিত হতে থাকে। নিজের বিদ্যাবুদ্ধির ওপর দৃঢ় আস্থা নাথাকায় স্বাধীন গবেষণার পথে এগিয়ে চলার হিম্মতও—হচ্ছিলনা। এমনি সংকটজনক অবস্থায় যিনি অগতির গতি, তিনিই আমার মনে অবশেষে সাহস এনে-দিলেন। কোর্আনকে চোখের জ্যোতিস্বরূপ অনেক আগে থেকেই গ্রহণ কর্‌তে পেরেছিলুম। এখনথেকে হৃদয়ের সৌরভ বলেও বরণ করে নিলুম। সোজাসুজি কোরআন ও তার ব্যাখ্যার জন্য হাদীছের স্মরণাপন্ন হয়ে পড়্‌লুম। আজ আল্লাহর ফয্‌লে সন্দেহের সব মেঘ কেটে গেছে। অবশ্য এমন দাবীকরার যোগ্য আমি হতেপারিনি যে, ইছ্লামী সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রদর্শনের বিশেষজ্ঞরূপে সবরকম প্রশ্নের সমাধান করার ক্ষমতা আমি লাভকরে ফেলেছি! এই—দেখুন, গতবৎসর ভূমির অধিকার ও বণ্টনব্যবস্থা নিয়ে ধারাবাহিক কিছু লিখতে শুরু করে দেই, কিন্তু আসল কথায় পৌছুনোর অনেক আগেই আমার গাড়ী থেমে গেল! যা চাচ্ছিলুম, তা সংগ্রহ করার মত উপকরণ আর অবসর ছিলনা বলে তিন সংখ্যার পর মাঝ রাস্তায় আমাকে ইতি কর্‌তে হলো। যা লিখতে বিবেকের ইংগিত পাইনে, আর পেলেও যে ইংগিতের পিছনে আল্লাহ ও রছুলের (দঃ) সম্মতি খুঁজে বের কর্‌তে পারিনে, তেমন ধরণের লেখা আমার মনঃপুত হয়না। আজ আমি গতানুগতিক ভাবে নয়, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই পুঁজিবাদ, সমাজবাদ আর সমূহবাদের মুকাবিলায় মুহাম্মদী ইছ্লামের অর্থ-নীতির শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্থকতা সম্বন্ধে আস্থাশীল হতে পেরেছি অথচ এ সম্পর্কে যা সঞ্চয় করতে পারাগেছে, সঠিক রীতিতে সুধীসমাজের সম্মুখে তা পরিবেশন করার উপযোগী সাজসরঞ্জামের এখনো অনেক অভাব রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এসব কাজ মিলিত শক্তি, মিহ্‌নত, প্রতিভা আর পরামর্শ ছাড়া সম্পন্নকরা—সম্ভবপর নয়।

পাকিস্তানের জনসাধারণ ইছ্লামের অন্ধভক্ত।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিদ্যা আর বুদ্ধির অভাবে তারা ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের ঘনঘন মৌখিক প্রতিশ্রুতি, প্রত্যেক কাজে ইছ্‌লামের নামের অপপ্রয়োগ, ব্যভিচার আর শোষণের প্রতিষ্ঠান গুলোর আসর থেকে শুরু করে ঈদ-মীলাদুন্নবীর সরকারী উৎসব পর্যন্ত সবক্ষেত্রে কোর্‌আনের তিলাওয়াত শুনে আর প্রতি লেবেলে ইছ্‌লামের মার্কা দেখে খুশীতে বাগবাগ হয়ে আছে। তারা এসব ব্যাপারকে পাকিস্তানের দিগন্তে ইছ্‌লামের ছুব্‌হে ছাদিকের উদয়লক্ষণ বলে ধরে নিয়েছে, এগুলো যে প্রলয়উষার আভাষও হতে পারে, তা অনুভব করার মত চেতনা এখনো এদের মধ্যে জন্মায়নি। এহেন সুবিধাজনক পরিবেশে থেকে পাকিস্তানের নেতারা যদি আমাদের অকিঞ্চিৎকর পরিশ্রমের দিকে খিয়ালশরীফ ফরমানোর প্রয়োজন মনে নাকরেন, তাতেকরে আপনিই বলুন, আমরা আমাদের কপালে করাঘাত হেনে কিলাভ করবো ?

আপনি বল্‌বেন, তাহলে তোমাদের এত পরিশ্রম স্বীকার করার মতলব কি ? মত্‌লব আর কিছুই নয়, আমি চাই আপনাদের মত চিন্তাচর্চাকারী বন্ধুর দলকে হুশিয়ার কর্‌তে, তাঁদের চিন্তার স্রোতকে — আল্লাহর গ্রন্থ আর রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নতের গবেষণার পথে ঘুরিয়ে আন্‌তে, তাঁদের প্রতিভা আর — মননশীলতাকে অবিমিশ্র ইছ্‌লামের সেবায় লাগিয়ে দিতে! যে দুধারী তল্‌ওয়ার আজ ইছ্‌লামের — মাথার উপর নিষ্কাশিত হয়ে রয়েছে, জাগ্রত প্রজ্ঞার লৌহ আঘাতে তা খান খান হয়ে যাক! পাকিস্তানে শুধু গণতন্ত্র বিরাজ কর্‌লেও ইছ্‌লামের ভবিষ্যৎ — ইন্‌শাআল্লাহ উজ্জ্বল! আবশ্যক শুধু চিন্তার ধারা বদ্‌লিয়ে দেওয়া, শিক্ষিতের দলকে ইছ্‌লামী নীতির সাথে নিবিড় ভাবে পরিচিত করে তোলা। শিক্ষিতের দল হুশিয়ার হলে জনসাধারণও সতর্ক হবে, এই আশাতেই তর্জুমানকে একটু কাটখোট্টা করেই রাখা হয়েছে, জনসাধারণের চাইতে শিক্ষিত দলের দিকেই নযর দেওয়া হচ্ছে বেশী। এতে ক্ষতিও যে কিছু হচ্ছেনা তানয়, তবে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তা আমরা মুখ বুজে সয়ে চলেছি। সব দিক বজায় রাখার মত সম্বল আমাদের নেই। নেতারা কি — কর্‌তে চান, সেটা লক্ষ ক'রে যাওয়া আমাদের গৌণ-উদ্দেশ্য হলেও আপাততঃ তার জন্য বেশী মাথা — ঘামাতে চাইনে। তাঁরা তাঁদের স্বভাব অথবা — নেতৃত্বের আসন যাতেকরে বদ্‌লাতে বাধ্য হন, সেই জন্যই অগ্রসর হতে হবে, কিন্তু মায়া মরীচিকার ভিতর দিয়ে নয়, প্রজ্ঞা ও দৃঢ়বিশ্বাসের অস্ত্র নিয়ে।

আপনি কি বল্‌তে পারেন আমার এ সাধ কোন দিন পূর্ণ হবে ?

অর্থবিজ্ঞানের ইছলামী সূত্র আর তার ব্যাখ্যা আলোচনা করার সুযোগ এ চিঠিতে ঘট্‌বেনা। — আল্লাহ যদি বাঁচিয়ে রাখেন আর একটু অবসর— জুটিয়ে দেন, এসব বিষয়ে সবিস্তার লিখ্‌বার ইচ্ছা রইলো। আপততঃ আপনার জিজ্ঞাসার জওয়াব স্বরূপ দুটো কথা সংক্ষেপে আরয করে রাখ্‌ছি।

পয়লা কথা হচ্ছে, আমাদের অত্যাধুনিক অর্থশাস্ত্র বিশারদরা পুঁজিবাদ, সমাজবাদ আর সমূহবাদের যে গজাখিচুড়ি ইছলামী সমাজবাদের নামে— পরিবেশন কর্‌তে চাইছেন, তার উপাদান, প্রকৃতি, রূপ আর বর্ণটা কেউ কোথাও প্রত্যক্ষ করেছেন কি ? তথাকথিত ইছলামী সমাজবাদকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরীক্ষা কর্‌তে হলে তার বাস্তব অস্তিত্ব আবশ্যক। শুধু খেয়ালের বশবর্তী হয়ে যিনি যা আবল তাবল বক্‌তে থাক্‌বেন বা ভোটের যোরে করে যাবেন, তাকে নীতি বলে স্বীকার করে নেওয়া চল্‌তে পারে না। ইছলাম পুঁজিবাদ আর সমাজবাদের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছে, এ দাবীর পিছনে কি কি প্রমাণ দেখানো যেতে পারে ? আপনি অভিযোগ করেছেন, ইছলামের এ প্রচেষ্টা কার্যতঃ ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু ইছলাম আদে[illegible] [illegible]পকর্মে যে লিপ্ত হয়েছে, তা[illegible] কোন ইংগিত আপ[illegible] [illegible]তে পারেন নি। [illegible] আরও বল্‌তে চেয়ে[illegible] [illegible] ইছলামে[illegible] ফল উল্‌টো হয়ে[illegible] [illegible]জবাদ ও [illegible] সমন্বয় ঘটানো[illegible] [illegible] পুঁজিবাদকেই প্রা[illegible] [illegible]যোগ আর অভি[illegible]

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমার পক্ষে স্বীকার করা সম্ভবপর হলোনা!—প্রতিপাদনের এই প্রক্রিয়াকে আরাবী ন্যায়শাস্ত্রে "মুছাদরা আলাল্ মতলুব" বলা হয়েছে, অর্থাৎ কিনা রাম নাহতেই রামায়ণ! সব চাইতে বেশী আমাকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে আপনার দাবী যে, মুছলিম জগতের পরিগৃহীত পুঁজিবাদের রীতি ইছলামের দু মুখো নীতির ই অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া মাত্র! তা হলে মুছলিম জাহানের প্রচলিত রাজতন্ত্র আর —স্বেচ্ছাতন্ত্রের জন্যও এর পর কি আপনি ইছলামকেই প্রকারান্তরে দায়ী করতে চাইবেননা? অথচ অন্ততঃ একথ'টা আপনার অবিদিত থাকা উচিত নয় যে,—ইছলামের ইতিহাসে রাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের যাঁকে জনক বলা হয়েছে, সেই আমীর মুআবীয়া (রাযিঃ) কে ছাহাবাগণ তাঁর মুখের ওপরেই বলে ফেলেছিলেন, আপনি মুহাম্মদ মুছতফার (দঃ) রীতির পরিবর্তে কাইযার ও কিছ্‌রার ছুন্নত প্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন! ইছলাম আর মুছলমান ইছলামী-বিধি আর মুছলমানদের আচরণ এ দুই চীযের স্বাতন্ত্র্যকে উড়িয়ে—দিলে, আজ কবরপূজোর যে রীতি পাকিস্তান—রাষ্ট্রের কন্‌ভেনশনে পরিণত হতে চলেছে, কাল তাকে ইছলামের ট্রাডিশন বলেই স্বীকার করতে হবে!—মোটকথা, পরবর্তী যুগের অথবা আমাদের সময়ের—আর আমি এক পা অগ্রসর হয়ে বল্‌ছি যে, স্বয়ং ছাহাবাদের সময়েও মুছলমানদের ব্যক্তিগত বা দলগত কার্যকলাপকে ইছলামী নীতি যাচাই করার—কষ্টিপাথর রূপে ব্যবহার করা চল্‌তে পারেনা, ইছলামকে বুঝতে হলে ইছলামী নীতি দিয়েই বিচার করা উচিত হবে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে—পৃথিবীতে যত রকম জীবন ব্যবস্থা, যাকে আমি জীবনধর্ম বলতে চাই, যা আগে চল্‌তি ছিল বা আজ চল্‌[illegible] হচ্ছে, সবগুলোই মূলতঃ [illegible] শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম [illegible]রণের ব্যবস্থা মানুষের পরিকল্পিত নয়, আল্লাহর [illegible] দিয়ে নির্ধারিত—[illegible]। দ্বিতীয়শ্রেণী[illegible] [illegible]নরা স্বয়ং আবি-[illegible]র্ম নৈতিকতার [illegible]রিবর্তিত থাকে, মৌ-লিক নীতি (Principle), রূহ্ (Spirit) আর প্রকৃতির (Nature) দিক দিয়ে সব যুগে আর সবদেশে ঐ ব্যবস্থার রূপ হয় অভিন্ন, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর জীবনধর্ম নৈতিকতার সাময়িক আর অস্থায়ী মূল্যমান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধরে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে, অভিজ্ঞতার আঘাত পূর্বের কাঠামোটাকে ভেংগে চুরমার করে দিয়ে কর্মক্ষেত্র থেকে বের করে দূরে ফেলে দেয়, তারপর আবার নূতন কাঠামোর গঠন শুরু হয়ে যায়। প্রথম ধরণের জীবনধর্মের মর্মকেন্দ্র হয় আখ্‌লাক, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর ধর্মের ভিত্তি—কিছুটা বস্তুতান্ত্রিক প্রয়োজন আর সুবিধা আর প্রায় সমস্তটাই প্রবৃত্তিপরায়ণতা, এই ত্রিবিধ উপাদানের সংমিশ্রণের ওপর গড়ে ওঠে। প্রথম ধরণের জীবনপদ্ধতির স্বভাবে থাকে সাম্য আর সমতা কিন্তু—দ্বিতীয় পদ্ধতি বাড়াবাড়ি আর সীমালংঘনের অভ্যাস দিয়ে পরিপুষ্ট হতে থাকে। প্রথম প্রকার জীবনধর্মের এমন কতকগুলো বাঁধাধরা সীমা রয়েছে,—যেগুলো পরিবর্তন করার বা যেগুলোকে ডিংগিয়ে যাবার অধিকার গোড়া থেকেই তার অনুসরণকারীদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর ধর্মাবলম্বীরা তাদের সীমা সব সময়েই নড়চড় করতে আগ্রহান্বিত থাকে। প্রথম শ্রেণীর ধর্মে জড়জীবন একমাত্র জীবন নয় আর মৃত্যুই জীবনের শেষ নয়, জড়জীবনের আচরিত কার্যকলাপের জওয়াবদিহী করতেই হবে, আর দ্বিতীয় ধরণের জীবন ব্যবস্থায় জওয়াবদিহীর কোন বালাই নেই, তাতে জড়জীবন ই হলো একমাত্র জীবন আর মরণ হলো শেষ পরিণতি।

ইছলাম প্রথম শ্রেণীর জীবনধর্ম, আর ধনতন্ত্র, সমাজবাদ আর সমূহবাদ হলো দ্বিতীয় শ্রেণীর—অন্তরভুক্ত। ধনতন্ত্রে আর সমূহবাদে বরং ঐক্য প্রতিষ্ঠা হলেও হতে পারে আর হয়তো হচ্ছেও! কিন্তু—পুঁজিবাদ আর কম্যুনিজ্‌মের সাথে ইছলামের ছমঝোতা ঘটার কোন অবসরই নেই। একজন মুছলিমের পক্ষে এটা কল্পনা করা যেমন অসম্ভব যে,—ইছলামে শতকরা এত ভাগ হিন্দু বা শিখ ধর্মের সংমিশ্রণ ঘটেছে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ইছলামের—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিশ্লেষণ করে একথা উচ্চারণ করা যে, ইছলামের শত করা এত ভাগ আতিধর্মীয় সমাজবাদ, সমূহবাদ আর পুঁজিবাদের পরিমাণ বিদ্যমান রয়েছে, তেমনি ধরণের-ই বেহুদা ও অযৌক্তিক কথা! ইছলাম তার মূলনীতি, মূল্যমান আর প্রকৃতির দিক দিয়ে সব সময় অবিভাজ্য ও অনমনীয়, এ বিষয়ে সে স্থিতিস্থাপকতা বরদাশ্‌ত করতে পারেনা। সে তার নৈতিকতা, আদর্শ, রূহ আর স্বভাব কোন দিক দিয়েই পুঁজিবাদ আর—সমূহবাদের সংগে আপোষ করতে সমর্থ নয়, সমন্বয় ঘটাবে কোথেকে? যে ইছলামের এ দুর্বুদ্ধি হবে, পাকিস্তানে প্রবর্তিত হলেও সেটা যে হযরত মোহাম্মদ মুছ্‌তফার (দঃ) প্রচারিত ইছলাম হবেনা, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

শরীঅতে কোন উপেক্ষিত নিয়মকানুন রয়েছে, একথা এতদিন আমার অপরিজ্ঞাত ছিল, আমার মনে হয়, আপনি সম্ভবতঃ মনছুখ নির্দেশগুলোর কথাই বল্‌তে চেয়েছেন। মনছুখ শব্দের পারিভাষিক তাৎপর্যে পূর্ববর্তী আর পরবর্তী আইনজ্ঞগণের অভিমতে আকাশ পাতাল প্রভেদ রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এক শ্রেণীর ফকীহ কোর্‌আন ও হাদীছের কোন আয়ত ও উক্তির মধ্যে যখনই সামঞ্জস্য ঘটাতে পারেননি, অমনি তাঁরা ফর্‌মিয়েছেন, এ আয়তটা মনছুখ, এ হাদীছটা মনছুখ, অথচ কোরআন ও ছুন্নতে ছহীহায় অসংলগ্নতা আর অসামঞ্জস্যের নামগন্ধও নেই! তাঁরা যাকে অসংলগ্ন আর অসমঞ্জস ঠাওরিয়েছেন তা আদপেই পরস্পরের বিরুদ্ধ বা পরিপন্থী নয়। তারপর কোরআনের মনছুখ আয়তের সংখ্যা ছৈয়ূতীর ইতকানে কুড়ির কোঠায় আর শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছের ফওযুলকবীরে পাঁচ পর্যন্ত নেমে এসেছে। হাদীছের মনছুখগুলোর সংখ্যা ইব্‌নে জওযীর কাছে একুশটা আর ইব্‌নে তয়মিয়ার বিবেচনায় দশটার বেশী নয়। ইবনুলকাইয়েম বলেন, আরও কম, আমি বলি কথা বলার সুযোগ আজও ফুরোয়নি! এসব মনছুখের কোনটাই শরীঅতের নিয়মকানুন সংক্রান্ত নয়, আইনের প্রয়োগবিধি সম্পর্কিত মাত্র। শরীঅতের পূর্ণতা সাধনের জন্য যে ক্রমবিকাশের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা অপরিহার্য, তারই দরুণে এরকম ঘটেছে, আর ওগুলোর প্রয়োগ আজও প্রয়োজনমত অবৈধ হবেনা। ১০ম হিজ্‌রীর ৯ম যুলহিজ্জাতে আরাফাত প্রান্তরে দীনের পূর্ণতাপ্রাপ্তির কাজ সমাধা হয়েগেছে, সুতরাং শরীঅতের স্পষ্ট নির্দেশগুলোর স্থান, কাল, পাত্র ও প্রয়োজন অনুসারে শুধু প্রয়োগবিধি সম্বন্ধেই বিবেচনা চল্‌তে পারে কিন্তু পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত করার জন্য নূতন পয়গম্বর আর ওয়াহীর প্রয়োজন হবে। অবশ্য ফকীহ ও মুহাদ্দিছগণের ইজ্‌তিহাদগুলোকে আপনি—অলংঘনীয় শরীঅতের পর্যায়ভুক্ত করবেননা, ওগুলোর নড়চড় হতেপারে; ব্যবহারিক প্রশ্নগুলোর সমাধানের জন্য ইজ্‌তিহাদের প্রয়োজন যেমন অতীতে ছিল আজও তেমনি রয়েছে, কিন্তু ওর প্রয়োজন অস্পষ্ট আর অকথিত ব্যাপারগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আপনার underlying principles সম্বন্ধে সমস্ত নবীই একমত, এর জন্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মোহাম্মদী শরীঅতের কোন সার্থকতাই ছিলনা। সুদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা, যাকাতের (টাকা, শস্য ও পশুর) বিধান আর ফারায়েযের নির্দেশ যথাযথভাবে অক্ষুণ্ণ রেখেদিয়েও অপরাপর বিবিধ উপায়ে আপনি স্বচ্ছন্দে সমাজব্যবস্থার সংশোধন করতে পারেন। ধনিকদের উপার্জনের রীতি আর তার পরিমাণ অবগত হওয়ার অধিকার গোড়াগুড়ি থেকেই রাষ্ট্রকে দেওয়া হয়েছে, হয্‌রত উছ্‌মানের সময়ে রাষ্ট্রবিপ্লবের আশংকা করে তিনি স্টেটের এ অধিকার ধনের মালিকদের—হস্তান্তরিত করেছিলেন, এই সাময়িক অনুমতি রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের প্রাদুর্ভাব ঘটায় স্থায়ী হয়েগেছে। যাকাতের অতিরিক্ত ধনিকদের কাছ থেকে স্টেট আদায় করতে পারিবেনা, এমন কোন নির্দেশ, শরীঅতে নেই, বরং স্[illegible]টের এরূপ অধিকার থাকার স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ইংগি[illegible] রয়েছে, তবে এ ধরণের ব্যবস্থাগুলো স[illegible] পরিবর্তনসাপেক্ষ থাকবে [illegible] যাকাতের মত [illegible] করার জন্য যেকোন [illegible] পার্লামেণ্ট উদ্ভাবন [illegible]

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বৈধতার অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই।

ইছ্‌লামী আদর্শের ব্যর্থতার কথা চটকরে উচ্চারণ করে ফেলার প্রয়োজন ছিলনা। একথা বলার আগে ইছ্‌লামী আদর্শের মুকাবিলায় ইছ্‌লামের অনুরূপ অন্যকোন জীবনাদর্শের সাফল্যের কথা একবার ভেবেদেখা উচিত ছিল। রছুলুল্লাহর (দঃ) জীবনের ১০ বৎসর, তাঁর মহাপ্রয়াণের পর অন্ততঃ ৩০ বৎসর আর খলীফা উমরবিনে আবদুল আযীযের খিলাফতের আড়াই বৎসর, মোট সাড়ে বিয়াল্লিশ বৎসর ইছ্‌লামী সমাজবাদের যে পূর্ণরূপায়ণ ঘটেছিল, তার সাক্ষ্য ইতিহাস রয়েছে, অথচ ইউরোপীয় সমাজবাদ বা রুষীয় সমূহবাদের যে আদর্শের কথা তাদের পয়গম্বররা আর তাঁদের চেলারা যেমন তারস্বরে আমাদের শুনিয়ে চলেছেন তার বাস্তব রূপায়ণ পৃথিবীর কোন ক্ষুদ্রতম অংশে একদিনের তরেও ঘটেছে কি? ইছ্‌লামী সমাজবাদের ব্যর্থতা আর সমূহবাদ ও সমাজবাদের (Socialism) সফলতার কথা শুনলে বাস্তবিক আমার মত একান্ত নীরস লোকেরও হাসি পায়!

আপনি ইছ্‌লাম প্রচারের কাজে রাগ নাকরার জন্য আমাকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা শিরোধার্য করে নিচ্ছি, তবে একটা আরয এই করছি যে, আমি মানুষ, আর মানুষও একজন অতি নগণ্য, সবরকম দুর্বলতার আকর, একথা ভুলেযাওয়া উচিত নয়, ব্যক্তিগত আক্রমণ যতই বেদনাদায়ক হোক, তারজন্য আমার রাগ করার অভ্যাস নেই, তবে ইছ্‌লামের দাবী নিয়ে নাজেনে নাশুনে ইছ্‌লামকে যখন কেউ পরিহাস করতে উদ্যত হয়, তখন মাথাটা গরম হয়েযায় আর রোগ ভুগ্‌তে ভুগ্‌তে এ দোষটা বোধহয় একটু বেড়েও গেছে, যাতে আমাকে অনর্থক চটানো নাহয়, বন্ধুদের কাছে সেটুকু সৌজন্য প্রত্যাশা করা সম্ভবতঃ আমার অনুচিত হবেনা। ওয়াছ্‌ছালাম।

সমাজ-জীবনে নারীর স্বাভাবিক স্থান কোথায়?

(৪)

মোহাম্মদ আবদুর রহমান, বি-এ, বি-টি।

বিশ্বসংসারে যাহাকিছু আমরা দেখিতে পাই সমস্তই মরণশীল। দুই দিন আগে হউক পরে হউক ধ্বংস তাহাদের অনিবার্য। কিন্তু ধ্বংস-বীজের সঙ্গে সঙ্গে প্রজনন-উপাদানও প্রত্যেক জৈব ও অজৈব — পদার্থের মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে। ধ্বংস-বীজের পরিপুষ্টিতে সে নিজে মৃত্যুবরণ করে আর সৃষ্টি-উপাদানের সাহায্যে সে পশ্চ[illegible]ত রাখিয়া যায় তাহার স্ব-জাত বংশাবলী। সৃষ্টি[illegible]রন্তন ধারা নির্দ্দিষ্ট [illegible]শাস্ত্র অব্যা[illegible] [illegible]শ্ব-স্রষ্টা তাঁহার [illegible] সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া [illegible] নামে পরিচিত। এই কার্য্য পরিচালনার জন্য উদ্ভিদ এবং জৈব-জগৎ স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই বিপরীত অথচ পরিপূরক অংশে — বিভক্ত হইয়াছে। এই দুই অংশের মিলন বা সংযোজন ব্যতিরেকে নব পদার্থ বা নব জীবনের উদ্ভব কোন ক্রমেই সম্ভব নহে।

সর্ব্বক্ষেত্রেই স্ত্রী ও পুং অংশের ভিতর গাঠনিক ও ক্রিয়াগত বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। উদ্ভিদ জগতে বাহ্যদৃষ্টিতে স্ত্রী ও পুং জাতির পার্থক্য নির্ণয় সহজসাধ্য না হইলেও বৈ[illegible]নিক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে উহা সম্ভব হইয়াছে। জীব-জগতের নিম্নস্তরে বাহ্যিক— পার্থক্য অস্পষ্ট হইলেও উহাদের আভ্যন্তরীন গঠণ ও

www.ahlehadeethbd.org

প্রাকৃতিক ভঙ্গির ভিতর উহা বেশ ধরে পড়ে। উপর-স্তরের জীবগুলিতে পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। মানুষের মধ্যে এই পার্থক্য শুধু বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শারীরিক গঠন ও ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে।—মানসিক পরিস্থিতি ও উহার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়াও সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এ সম্পর্কে নিম্নে পাশ্চাত্যের দুইজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের আধুনিক গবেষণার ফল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ফ্রান্সের নবেল প্রাইজপ্রাপ্ত প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক——Dr Alexis Carrel তাঁহার সুবিখ্যাত পুস্তক Man—the Unkown গ্রন্থে সাধারণ পার্থক্যের কথা আলোচনার পর বলেন,—

The differences between man and woman...... are of a more fundamental nature. They are caused by the very structure of the tissues and by the impregnation of the entire organism with special—chemical substances secreted by the Ovary. Ignorance of these fundamental fact has led promoters of feminism to believe that both sexes should have the same responsibilities, In reality woman differs profoundly from the man. Every one of her cells bear the mark of her sex. The same is true of her organs and above all her nervous system.—Women should develop the aptitude in accordance with their own nature. They should not imitate the males.

"নারী এবং পুরুষের মধ্যে অধিকতর মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। নারীদেহের আভ্যন্তরীণ জীবকোষ ও তন্তু সমূহের আকৃতি, ডিম্বকোষ হইতে রাসায়নিক গ্রন্থিরসের নিঃসরণ ও জরায়ুর গর্ভাধান প্রভৃতিই এই পার্থক্যের মূলগত কারণ। এই মৌলিক তথ্যের—অজ্ঞতাই নারী প্রগতির উৎসাহদাতাদের অন্তরে এই ভ্রান্তবিশ্বাস সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে যে উভয় শ্রেণীকে একই প্রকার দায়িত্বের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে নারী ও পুরুষে প্রভূত বৈশাদৃশ্য বিদ্যমান। নারীদেহের কোটি কোটি কোষসমূহের—প্রত্যেকটিই এই শ্রেণী-পার্থক্যের চিহ্ন বহন করিয়া থাকে, তাহার অঙ্গাবয়ব এবং বিশেষ করিয়া স্নায়ুতন্ত্র (Nervous system) সম্বন্ধেও একথা সমভাবে সত্য। নারীদের নিজস্ব প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা—করিয়া তাহাদের মনের গতি-প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করা উচিত। পুরুষদের অন্ধ অনুকরণ নারীদের কর্ত্তব্য নহে।"

বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানবিদ Waswald Schwarz——তাঁহার The Psychology of sex গ্রন্থে বলেন,—

It cannot be denied that the male Personality radically differs from the female. It is easy to see that it must be so, because each sex has an existence radically different from the other. This existencial difference is represented in the biological sphere, palpably & most conspicuously by the different sexual function, fertilisation & gestation.

"একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে পুরুষ এবং নারীর ব্যক্তিত্বের ভিতর আকাশ পাতাল—প্রভেদ বিদ্যমান। এইরূপই যে হওয়া উচিত তাহা সহজেই বোধগম্য। কারণ প্রত্যেক শ্রেণীর মূর্ত্তিমান অস্তিত্বই সম্পূর্ণ পৃথক। এই অস্তিত্বমূলক পার্থক্যই তাহাদের দৈহিক গঠন, যৌন-সক্রিয়তা, ডিম্বের উর্ব্বরতা শক্তি এবং গর্ভাধান এর ভিতর অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং উজ্জলরূপে প্রকাশমান।

শৈশবে ছেলে ও মেয়ের ভিতর গাঠনিক পার্থক্য সুস্পষ্টরূপ ধারণ না করিলেও কার্য্যকলাপ ও আচার ব্যবহারে যথেষ্ট পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। ছোট ছোট ছেলেরা যখন বাহিরে দৌড়াদৌড়ি, ছুটাছুটি এবং অঙ্গ সঞ্চালক বিবিধ বহির্মুখী (outdoor games) ক্রীড়ায় মাতিয়া উঠে তখন মেয়েদিগকে আমরা—গান, সেলাই, পুতুল খেলা এবং বিবিধ গৃহক্রীড়া (indoor games) প্রভৃতি লইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখি। মোটকথা ছেলেরা স্বভাবতই বহির্মুখী, মেয়েরা অন্তর্মুখী। মেয়েরা সাধারণতঃ লাজুক প্রকৃতির, কৈশোরে পদার্পণ করার পর হইতে এই সলজ্জ-ভাব অধিকতর প্রকট হইয়া উঠে কারণ তখন দেহে ও মনে এক অভিনব পরিবর্ত্তনের সূচনা সে উপলব্ধি করিতে থাকে—কী এক [illegible]স্পষ্ট অনুভূতি তাহার দেহ-মনকে ছাইয়া ফেল[illegible] অঙ্কুরিত যৌবনের আভাষ সে পাইতে থা[illegible] ১৪ ১৫ বৎসর ব[illegible] একদিন পূর্ণ যে[illegible] যেন চমকিয়া উঠে।

www.ahlehadeethbd.org

ঋতুস্রাব হইতে থাকে এবং একজন জীবনসহচরের জন্য মনে মনে সে উন্মুখ হইয়া উঠে।

ছেলেরা কিন্তু কৈশোরে বাহিরের কর্মচাঞ্চল্যেই অধিকতর মাতিয়া উঠে। নূতনত্বের নেশা তাহার মনে আনিয়া দেয় এক বিরাট উন্মাদনা, বাহিরের নব নব অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্য সে হৃদয়ে অনুভব করে এক বিশেষ উত্তেজনা। ১৮।২০ বৎসর বয়সে সে তাহার দেহমনে যৌবনের নিশ্চিত পদধ্বনি শুনিতে পায়। তাহার মুখমণ্ডলে গুম্ফ ও শ্মশ্রু উদ্গত হইয়া যৌবনের নিশান উড়াইয়া দেয়— তারপর প্রমত্ত যৌবনের উত্তাল তরঙ্গ আসিয়া তাহার জীবন-সৈকতে ঘন ঘন আছাড় খাইতে থাকে। তখন একজন জীবন সঙ্গিনীর সাহচর্য লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাহার দেহের প্রতি অণুপরমাণুকে মাতাইয়া তোলে।

এইভাবে প্রকৃতি নর ও নারীকে পৃথকভাবে যৌব-রাজ্যের উচ্ছল বেলাভূমিতে পৌছাইয়া দিয়া পারস্পরিক আকর্ষণ ও নৈকট্যলাভের এক অন্ধ আবেগ সৃষ্টি করিয়া মিলনের পথকে প্রস্তুত করিয়া তোলে।

কিন্তু এখন প্রশ্ন যে, এই অন্ধ মিলনাবেগ ও যৌন-আকর্ষণের পিছনে কোন নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে কি? অথবা শুধু মিলনলিপ্সার চরিতার্থতা ও উদ্দেশ্যহীন সুখানুভূতির ভিতরই ইহার চরম সার্থকতা?

এই প্রশ্নের সোজা জওয়াব এইযে, নর-নারীর মিলনের পিছনে মহান একটি উদ্দেশ্যত আছেই— তদুপরি মিলিত নরনারীর স্কন্ধে এক বিরাট দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতাও রহিয়াছে। স্ত্রী-পুরুষের যৌন-ক্রিয়ার ফলে নব নব মানবসন্তানের আবির্ভাবের যে সম্ভাবনা সূচিত হয়— তাহার ভিতর দিয়া প্রকৃতি জীবনের স্রোতধারা প্রবাহিত রাখার নিগূঢ় উদ্দেশ্য হাসেল করিয়া লয়। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে উদ্ভিদ-জগত, বিভিন্ন জৈবপদার্থ এবং পশু পক্ষীর ন্যায় মানুষের এই প্রজনন[illegible] ধ্যবাধকতাহীন নহে। উন্নতস্তরের পশু-পক্ষীগুলি [illegible] দর শাবকদিগকে [illegible] পর্য্যন্ত [illegible] থাকে— আর [illegible] দের প্রতিপালন [illegible] কৃতি আপন কোলে লইয়া থাকে। কিন্তু মানুষের বেলায় উহার সম্পূর্ণ উল্টা ছবিই দেখিতে পাওয়া যায়। মানবজাতির শিশুসন্তানদিগকে দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত পিতামাতার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। তাহাদেরই স্নেহাশ্রয়ে বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট এবং তাহাদেরই সাহায্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। স্বীকার করিতেই হইবে এই নির্ভরশীলতা পিতা অপেক্ষা মাতার উপরই অনেক বেশী এবং উহার প্রকৃতিও ভিন্ন ধরণের হইয়া থাকে। পুরুষের পিতৃত্ব অর্জন করিতে কোনরূপ পরিশ্রম বা ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন হয়না— বরং উৎসাহ ও পুলকানুভূতির ভিতর দিয়াই উহা অর্জ্জিত হইয়া থাকে। কিন্তু নারীকে ইহার জন্য যে কী বিপুল সাধনার আশ্রয় গ্রহণ এবং অশেষ ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায়না। নারীর হৃদয়ে মাতৃত্বের আকাঙ্খা অবচেতন ভাবে বিরাজ করে তাহার একান্ত শৈশব-বেই। উহার পরিচয় পাই আমরা তখনই যখন সে মাটির পুতুলকে আপন সন্তান মনে করিয়া খেলা করিতে থাকে। শৈশব-হৃদয়ের এই অবচেতন বাসনা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানাভাবে প্রকাশ পাইতে থাকে। বাঙ্গলার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার নিজস্ব জাতীয় ভাবধারায় এই মাতৃত্বের আকাঙ্খা কেমন সুন্দরভাবে নিম্নলিখিত কবিতায় ফুটাইয়া— তুলিয়াছেন—

খোকা মাকে শুধায় ডেকে—
"এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে?"
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে
খোকারে তার বুকে বেঁধে—
"ইচ্ছা হয়েছিলি— মনের মাঝারে।
ছিলি আমার পুতুল-খেলায়
ভোরে শিবপূজার বেলায়,
তোরে আমি ভেঙ্গেছি আর গড়েছি।
তুই আমার ঠাকুরের সনে,
ছিলি পূজার সিংহাসনে
তাঁর পূজায় তোমার পূজা করেছি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমার চিরকালের আশায়,
আমার সকল ভালবাসায়,
আমার মায়ের দিদি মায়ের পরাণে—
পুরাণো এই মোদের ঘরে
গৃহদেবীর কোলের পরে
কতকাল যে লুকিয়ে ছিলি কে জানে।

যৌবনেতে যখন হিয়া
উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া—
তুই ছিলি— সৌরভের মত— মিলায়ে,
আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে
জড়িয়ে ছিলি সঙ্গে সঙ্গে
তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে।"

তাই আমরা দেখিতে পাই প্রস্ফুটিত যৌবনে দেহের সহিত অঙ্গীভূত এই সৌরভকে মূর্তিমান-আকারে আপনার কোলে ধারণের জন্য এই আকাঙ্ক্ষা নারীর হৃদয়-কোণে তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠে। বিবাহের দুই চারি বৎসরের মধ্যে তাহার মানস-প্রতীম শিশুকে কোলে কাঁখে করিতে না—পারিলে আপন জীবনকে বিফল ও ব্যর্থ মনে করিতে শিখে। মাতৃত্বের ভিতরই সে জীবনের সমস্ত সার্থকতা খুঁজিয়া ফিরে।

মনোজগতে মাতৃত্বের বাসনা জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারীর আভ্যন্তরীণ অঙ্গ সমূহেও গর্ভধারণের উদ্যোগ আয়োজন চলিতে থাকে। সাধারণতঃ প্রতি ২৮ দিন পর পর ৪।৫ আউন্স পরিমাণ গাঢ় কৃষ্ণাভ লাল রক্তস্রাব হইতে থাকে। আধুনিক যৌন বিজ্ঞানবিদ্‌দের মতে সাধারণতঃ দুই ঋতুস্রাবের মধ্যবর্ত্তী সময়ে নারীর ডিম্বকোষ হইতে একটি মাত্র পরিপক্ক ডিম্ব নির্গত হইয়া জরায়ু গাত্রে চলিয়া—আসে। এই সময়ে পুরুষের নিক্ষিপ্ত শুক্র হইতে একটি মাত্র শুক্রকীট পরিপক্ক ডিম্বটিকে বিদ্ধ করিতে পারিলেই ডিম্বটি প্রাণবস্তু [Fertilised] হইয়া জরায়ু-গাত্রে প্রোথিত হইয়া যায়। তারপর সৃষ্টি রহস্যের অদ্ভুত লীলা-বৈচিত্র্যে ক্রমে ক্রমে পরিপূর্ণ মানব শিশুর আকারে রূপান্তরিত হইয়া ২৮০ দিন পর উহা ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে।

মাসিক ঋতু এবং গর্ভধারণ এই উভয় কার্য্যের জন্যই প্রত্যেক নারীকে কমবেশী কষ্ট ও অসুবিধা—ভোগ করিতে হয়। ইহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শরীর ও মেজাজে নানারূপ পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য রূপে আসিয়া পড়িবেই। স্বাভাবিক অবস্থাসম্পন্ন ঋতুবতী মেয়েদের যে সব পরিবর্ত্তন আসে নিম্নে তাহা উল্লেখ করা হইল—

১। শরীর ভাল না লাগা, ২। মেজাজ খিটখিটে ভাব ধারণ করা ৩। কাজকর্ম্মে অবহেলা,—চিন্তায় শিথিলতা, কর্ত্তব্য-কর্ম্মে গাফলতি প্রদর্শন। ৪। অপরাধপ্রবণতা বাড়িয়া যাওয়া প্রভৃতি। এই সময় নারীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ লক্ষ রাখিতে হয় এবং তজ্জন্য বহুসময়ের অপচয় হয়।

আর অস্বাভবিক রজঃস্রাবে (প্রায় মেয়েদেরই কিছু না কিছু অস্বাভাবিকতা থাকে) কষ্টের মাত্রা অনেক বাড়িয়া যায়, হয়ত সে তলপেট ও কোমরে বেদনা অনুভব করে, অত্যধিক রক্তস্রাব, অধিক—দিন রক্তস্রাব, অত্যল্প রক্তস্রাব, কষ্টরজঃ বা বেদনা-দায়ক রক্তক্ষরণ প্রভৃতিতে সে ভুগিতে থাকে। ফলে স্বাভাবিক গৃহস্থালির কাজকর্ম্মেও সে কর্ত্তব্যচ্যুত—হইয়া পড়ে।

অতঃপর গর্ভাবস্থায় নারীর দৈহিক অসুবিধা সমূহের কথা। উহা সংক্ষেপে নিম্নরূপ—

প্রত্যেক গর্ভিণী নারীর গর্ভসঞ্চারের চতুর্থ সপ্তাহ হইতে গা বমি বমি শুরু হয় এবং তৃতীয় মাসের শেষ বা চতুর্থ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত এই ভাব বিদ্যমান থাকে। জরায়ু এবং হজমক্রিয়ায় সাহায্যকারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকায় জরায়ুর উপর অধিকতর চাপ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত অঙ্গগুলিও উহার প্রতিক্রিয় [illegible] করিতে থাকে, মুখ দিয়া অনেক সময় [illegible] উঠে, সর্ব্বদা থুথু ফেলিতে ইচ্ছা [illegible] এবং কোন কোন সময় বমিও হ [illegible] নের বোঁটা [illegible] যায়। পঞ্চম [illegible] নড়াচড়া অনুভব করে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভোগ করিতে থাকে। এতদ্ব্যতীত আমাদের ন্যায় দরিদ্র ও শিক্ষায় পশ্চাৎপদ দেশে আরও অন্যান্য অসুবিধা ও অসুখ বিসুখে প্রায়ই পোয়াতীদিগকে ভুগিতে দেখা যায়— তন্মধ্যে রক্তস্রাব, হাত পা ও মুখে শোথ, প্রস্রাব কমিয়া যাওয়া, চোখে ঝাপসা দেখা, চোখমুখ হলুদ বর্ণ হওয়া, উঠিতে বসিতে ও চলাফেরা করিতে হাঁপান, সর্ব্বদা তন্দ্রা ও অনিদ্রা, রক্তহীনতা, আমাশায়, অজীর্ণ, জ্বর, রুচি বিকার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

তারপর প্রসবকালে এবং উহার অব্যবহিত পর প্রসূতিকে 'হ্যাদাল ব্যথা'য় যে দারুণ অসহনীয় কষ্ট সহ্য করিতে হয় তাহা সকলেরই সুপরিজ্ঞাত। এই কষ্ট এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কারণে পৃথিবীর সব দেশেই— অসংখ্য নারী অহরহ মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। পাক ভারতে ১৯৩৬ খৃঃ এর স্টেটিস্টিক অনুসারে প্রতি হাজারে গর্ভিণী ও প্রসূতির মৃত্যুসংখ্যা—২৪.৫। প্রত্যেক প্রসবকালে প্রত্যেক গর্ভবতী নারী একটা অজানিত আশঙ্কায় শঙ্কাকুল হইয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই ভীষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহারা যেন একটি নবজীবন লাভ করে।

প্রসবের পরও আবার ৩।৪ সপ্তাহ অবধি— রক্তস্রাব চলিতে থাকে। প্রসবকালের ভয়ঙ্কর আলোড়নের ফলে আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলি যে চোটপ্রাপ্ত হয়— তাহার ধাক্কা সামলাইতে বহু সময় লাগিয়া যায়। ৪০।৪৫ দিন পর উহা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই প্রাণান্ত কষ্ট ও অসহ্য বেদনা একবার নয়, দুইবার নয়, অম্লানবদনে পুনঃ পুনঃ সে সহ্য করিয়া চলে কি করিয়া? ইহা সম্ভব হয় শুধু এ[illegible] [illegible] যে প্রসূতি সব জ্বালা ও যন্ত্রণা তাহার [illegible] [illegible]স্তানের প্রথম সন্দর্শনেই ভুলিয়া যায়। [illegible] [illegible] ভাণ্ডার তখন পু[illegible]বেগে তরঙ্গা[illegible] [illegible]লিত স্নেহরস [illegible]শুকে নিষিক্ত

শিশুর জন্মের পরই আহারের প্রয়োজন হয়। যে মার রক্তমাংস, অস্থি মজ্জার সারাংশ দিয়া— মাতৃউদরে ভ্রূণদেহের পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে সেই মার বুকেই প্রকৃতি আরও ২।৩ বৎসরের জন্য আহার যোগাড় করিয়া রাখিয়াছে। মার বক্ষদেশের স্তনযুগলের গঠন-প্রকৃতি এবং সন্তানের আবির্ভাবে উহার দুগ্ধ-ক্ষরণ পদ্ধতি অত্যন্ত অদ্ভুত এবং অনেকটা রহস্যাবৃত। শারীরবিজ্ঞানবিদ্গণ বলেন, আসন্ন শিশুর উপযুক্ত আহারের ব্যবস্থার জন্য গর্ভাধানের সঙ্গে সঙ্গে গর্ভিণীর দেহে আভ্যন্তরীণ রাসয়নিক প্রক্রিয়ায় নূতন নূতন হরমোনের সৃষ্টি হইয়া দুগ্ধ-বুদ্বুদের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এবং শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই সন্তানের মুখ স্তনবৃন্তে সংযোগ ও মাইটানার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ধারায় দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া থাকে। কোমল ওষ্ঠযুগল মার পয়োধরে যখন স্পর্শিত হয় তখন তাহার সর্ব্বদেহে আনন্দের অপূর্ব্ব রোমাঞ্চ খেলিয়া যায়—এবং অন্তর মধুর তৃপ্তির এক স্বর্গীয় অনুভূতিতে নৃত্য করিয়া উঠে। জানা আবশ্যক বিজ্ঞানের সহস্র সহস্র অত্যদ্ভুত আবিষ্ক্রিয়ার পরও আজ পর্য্যন্ত মাতৃ-দুগ্ধের ন্যায় পুষ্টিকর ও শিশুর উপযোগী পানীয় কেহই আবিষ্কার করিতে পারেনাই।

শিশুর দৈহিক পরিপুষ্টির জন্য মাতৃদুগ্ধ যেমন সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী এবং প্রয়োজনীয় তেমনই শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির গঠন ও উৎকর্ষ সাধনের জন্যও মা তেমনি অপরিহার্য। মানবশিশু শুধু আহারের জন্যই মাতার উপর— একান্তভাবে নির্ভরশীল নয়, মাকে অবলম্বন করিয়াই সে ধরা-পৃষ্ঠে দাঁড়াইতে ও পা ফেলিতে চেষ্টা করে। এই সময়ে শিশুর মস্তিষ্ক অপরিণত ও অপরিপুষ্ট এবং স্নায়ুকোষের সংযোগ-ব্যবস্থাগুলিও শিথিল থাকে। জন্মের পর শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে উক্ত কোষগুলি দ্রুত পুষ্ট ও গ্রথিত হইতে থাকে এবং অনুভূতির সাহায্যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বাড়িতে থাকে। সাধারণতঃ পারিপার্শ্বিক প্রভাব [Environment] সব সময়ই মানুষের মন ও চরিত্র-গঠনে বিশেষভাবে ক্রিয়া করিয়া থাকে কিন্তু উপরোক্ত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কারণে শৈশবে উহার কার্য্যকারিতা অত্যধিক। ঠিক এই কারণেই শিশুর চরিত্র গঠনে মার ভূমিকা এত অধিক গুরুত্বপূর্ণ। শিশুই ভবিষ্যৎ সমাজের স্তম্ভ, রাষ্ট্রের ভাবী নাগরিক। সুতরাং মার গুরু-দায়িত্ব সহজেই অনুমেয়। প্রকৃত প্রস্তাবে মার মাতৃত্ব সার্থক হয় তখনই যখন মা আপন ছেলেকে লইয়া বুক ফুলাইয়া সমাজে গৌরব বোধ করিতে পারে।

কিন্তু এখন প্রশ্ন এই যে, এই বিরাট দায়িত্ব ও মহান কর্ত্তব্য একা নিঃশঙ্কচিত্তে ও একাগ্রভাবে তাহার পক্ষে বহন করা কী ভাবে সম্ভব? তাহাকে তাহার ও শিশুর দৈহিক ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজন সমূহের চিন্তা হইতে মুক্ত করিবে কে? পিতা, ভ্রাতা কিম্বা অন্যান্য নিকট আত্মীয়? না, এ কাজ শুধু একজনের দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে, সে সেই ব্যক্তি যাহার দ্বারা নব শিশুর আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু সেই পুরুষকে উক্ত নারীর সহিত চিরসম্পর্কে গ্রথিত করার জন্য একটি মজবুত সূত্রের প্রয়োজন। এই সূত্র বা বন্ধনই বিবাহ। যৌন মিলনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দায়িত্ব সুবিধামত বহনের জন্যই মানুষ এই বিবাহ পদ্ধতিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।—কারণ ইহা দ্বারা এক দিকে যেমন যৌন-বিশৃঙ্খলা, অশান্তি ও ফাসাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণের চেষ্টা করা হইয়াছে অন্যদিকে তেমনই পরিবার ও সমাজ-জীবনের গোড়া পত্তনও হইয়াছে। এইখানেই মানুষ পশু হইতে পৃথক ও মহৎ।

বিবাহিতা নারী বহির্মুখী ও কর্ম্মকান্ত পুরুষকে তাহার প্রেম ও প্রীতি, যত্ন ও সেবার মায়াবন্ধনে আটকাইয়া তাহাকে গৃহমুখী ও শান্তিদানের যে—একনিষ্ঠ সাধনায় আত্মনিয়োগ করে পুত্রকন্যার আবির্ভাবে তাহা সফলতায় ভরিয়া উঠে। শিশু সন্তানের আধ আধ বুলি, অস্ফুট ধ্বনি আর মায়াময় ডাক—পিতার দগ্ধ হৃদয়ের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইয়া দেয়। সন্তান-স্নেহে পিতৃহৃদয় তখন কানায় কানায় ভরিয়া উঠে। স্নেহের এই অন্তর-স্ফুটিত প্রেরণা হইতেই পিতা সন্তানের শিক্ষাদীক্ষা ও তরবিয়তের দায়িত্ব—গ্রহণ করে। তাহাকে প্রকৃত মানুষ রূপে গড়িয়া তোলার জন্য—এমন কি নিজের অপেক্ষাও বড় ও মহৎ করিয়া গড়িবার জন্য—অসীম প্রেরণা হৃদয়ে অনুভব করিতে থাকে। এই স্নেহ এত গভীর, এত নিবিড় যে পিতা আপন পুত্র-কন্যার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারেই প্রস্তুত থাকে।

পিতামাতার দেহের রগে রগে, প্রতি তন্তু ও ও কোষে, প্রতি অনুপরমাণুতে এবং অন্তর-আত্মার কোণে কোণে এই যে স্নেহের নিগূঢ় অনুভূতি এবং উহার রূপায়ণের তীব্র প্রেরণা-বোধ ইহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কি?

একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, মানুষের অন্তরে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও আত্ম-সর্ব্বস্বতার সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তে সমাজ সেবা এবং সমষ্টির বৃহত্তর স্বার্থ চিন্তার প্রবণতা সৃষ্টি—করা। মানুষ পশুর ন্যায় শুধু আপন সুখ-সন্ধানী এবং অপরের বেদনা-বিমুখ জীবে পরিণত না থাকিয়া যাহাতে সর্ব্ব মানবতার সুখে আনন্দিত ও দুঃখে সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারে সেই শিক্ষাই সে পায় এই দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন হইতে। মানুষকে তাহার ক্রমবিকশিত সভ্যতা ও তমদ্দুনের উৎকর্ষ ও অগ্রগতি সাধনের জন্য সামাজিক বন্ধনগুলিকে সুদৃঢ় ও সৌহার্দ্দপূর্ণ করার সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে হয় এবং তাহা করিতে হইলে প্রথমেই সুখী ও সমৃদ্ধ এবং সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত পরিবার সৃষ্টির প্রয়োজন হয়। কারণ পরিবারই স্নেহ, মমতা,—সহানুভূতি ও সহৃদয়তার বুনিয়াদি কেন্দ্র। এই কেন্দ্রকে অবহেলা করিয়া যাহারা শান্তির সুখ-সৌধ রচনার জন্য কেবল ছাঁচে ঢালা শিশুসদন, সন্তানাবাস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন তাহারা কেবল শূন্যে স্বর্গোদ্যান—রচনার বৃথা প্রয়াসই [illegible]। এই সব সদন ও আলয় সমূহে যা[illegible] দ্রব্যের ন্যায় স্নেহহীন প্রী[illegible]ন জীববিশেষের সৃষ্টি হইতে [illegible] প্রীতিশীল [illegible] ভূতিময় মা[illegible]

সমাজ ও সমষ্টি

[illegible] কেন্দ্র এই প

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিয়া তুলিতে হইলে দুইটি জিনিষের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন, প্রথম পারিবারিক শৃঙ্খলা-বিধান, দ্বিতীয় কর্ত্তব্য বণ্টন।

নিয়ম শৃঙ্খলা ব্যতীত জগতের কোন কাজই—সমাধা করা কস্মিনকালে সম্ভব নহে। পারিবারিক শৃঙ্খলা বিধানের জন্য সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন পরিবারের নেতা নির্ব্বাচন। কে যোগ্য এই নেতৃপদের, নারী না পুরুষ?

এই প্রশ্নের জওয়াবের জন্য বেশী দূর অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন করে না। নারীর দৈহিক গঠন, মানসিক শক্তি, ঋতু ও গর্ভকালে শারীরিক ও মানসিক বিপর্য্যয় প্রভৃতির দিকে লক্ষ করিলেই বুঝা—যাইবে নেতৃত্ব তাহার উপযোগী নয়। পুরুষই ইহার উপযুক্ত পাত্র।

তারপর কর্ত্তব্য বণ্টন। উপার্জ্জন, দেশ-রক্ষা, সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তি চালু রাখার ব্যবস্থা প্রভৃতি হইল বাহিরের কাজ, আর গৃহের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সন্তান প্রতিপালন, সেবাশুশ্রূষা, রাঁধা-বাড়া প্রভৃতি ভিতরের কাজ। এইগুলির কোনটি পুরুষের আর কোনটি নারীর উপযোগী তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার। উপযোগিতা নির্ভর করে স্বাভাবিকতার উপর। দৈহিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়া কোন্ কাজ কাহার শক্তি ও প্রকৃতির সহিত সুসমঞ্জস এবং তাহা করিবার কাহার কতটুকু সুযোগ ও সময় বর্ত্তমান তাহাও লক্ষ করিতে হইবে। আমরা নারীর মাসিক ঋতু ও গর্ভকালীন অবস্থা এবং—সন্তানের আহার সরবরাহ ও চরিত্রগঠনের জন্য মাতার অপরিহার্য্যতার যে কথা উপরে আলোচনা করিয়াছি তাহাতেই বুঝা যাইবে নারীর স্বাভাবিক স্থান বাহিরে নয়, গৃহে। আরও বিবেচনার বিষয় এই যে, কোমল [illegible] রুণার আকর নারী—বাহির-প্রকৃতি[illegible] পা এবং ঝড় ঝঞ্ঝা সহি-বার মত শক্তি [illegible] রিবে? বাহি-[illegible] ভিন্ন প্রকৃতি[illegible] য় নিজেকে সমর্পণ করিলে সে কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকল্যাণকেই ডাকিয়া আনিবে। এই অস্বাভাবিক পথে নারীকে নিক্ষেপ করিতে শুরু করিয়া পাশ্চাত্য জগত সামাজিক ও তমুদ্দনী জীবনে যে বিশৃঙ্খলা ও সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে আমরা ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন প্রবন্ধে তাহা আলোচনা করিয়াছি। নারী ও পুরুষের পার্থক্য উপামা দ্বারা বুঝাইতে হইলে বলিতে হয়—

পুরুষ সমুদ্রের অধীর তরঙ্গ-চাঞ্চল্যের প্রতীক, নারী ধরণীর শান্ত সমাহিত ছবি। সমুদ্র ধরণীর বক্ষে করে আপন বারিধারা বিতরণ আর ধরণী ফল ও পুষ্প করে বক্ষে ধারণ।

পুরুষ তাপিত মরুর অন্তহীন তৃষা, নারী আসমানের শীতল বৃষ্টিধারা।

পুরুষ দিবসের সূর্য্য-দগ্ধ জ্বালা, নারী যামিনীর—চন্দ্র স্নিগ্ধ শান্তি।

পুরুষ করিবে উপার্জ্জন ও সংগ্রহ, নারী করিবে খরচ ও গোছগাছ। পুরুষ দিবসের কর্ম্ম সমাপন্তে—শ্রান্তক্লান্ত হইয়া ফিরিবে গৃহে, নারী সেবা ও ভালবাসার প্রলেপ দিয়া দেহ যন্ত্রণার করিবে অবসান।

নারী আপন শরীরের সারাংশ খাওয়াইয়া—শিশুকে বাঁচাইয়া রাখিবে, পুরুষ শ্রমের বিনিময়ে বাহির হইতে আহার, বস্ত্র প্রভৃতি যোগাইয়া সন্তান প্রতিপালনে সহায়তা করিবে।

নারী মাতৃত্বের প্রেরণায় তাহার হৃদয়ধনের—সুকুমার বৃত্তিগুলি সযত্ন সহৃদয়তায় বিকশিত করিয়া তুলিবে, আর পুরুষ পিতৃত্বের টানে তাহার রক্তজ—সন্তানের স্বভাবে পৌরুষের ছাপ মুদ্রিত করিয়া দিবে।

এই ত সহজ, এই ত সুন্দর, এই ত স্বাভাবিক। এই ভাবেই আসিতে পারে দাম্পত্য জীবনে অনাবিল সুখ, পারিবারিক জীবনে বিমল শান্তি, সামাজিক জীবনে বাঞ্ছিত সমৃদ্ধি।

পৃথিবীর কোন্ বিধান এবং কোন্ সভ্যতা এই স্বভাব সুন্দর পথটিকে সমাজ জীবনে বাছিয়া লইয়াছে, আগামীতে আমরা তাহাই দেখিতে চেষ্টা করিব।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানের তৃতীয় বর্ষে পদার্পণে

মুর্শেদ মুর্শিদাবাদী

যে পথিক একা সম্বলহীন শুধু প্রভু নাম স্মরি,
যাত্রা করিল শুরু একদিন পুরাতন পথ ধরি—
বহুদিন যেথা নাই চলাচল,
কাফেলার যেথা নাই কোলাহল,
ভু'লেছিল যারে পথিকের দল,
যে পথের নামে শিহরণ আসে, কাঁপে প্রাণ থরহরি।

কত লোক পিছে বিদ্রূপবাণে
আঘাত ক'রেছে তার মনে প্রাণে;
বদ্-নযরের শর কেহ হে'নে—
ব'লেছে এবার পাগল যাইবে নিজগোরে নিজে খুঁড়ি'।

সে একেলা চলে সংশয়হীন,
অবিরাম গতি নাই রাতদিন,
অসীম সাহস বুকে, তনুক্ষীণ,
লক্ষ্যের পথে বজ্র-কঠিন সব বাধা পরিহরি।

'তর্জুমান' হাতে দীপ-শিখা নিয়া
সত্যের পথ দিল দেখাইয়া;
নকীবের রূপে সবে জাগাইয়া—
চলে আগে আগে ছাবেত কদমে বিঘ্ন ও বাধা তুড়ি'।

জাতির মনের সে যে তর্জুমান,
পাকিস্তানের বাড়াইল মান,
লহ তারি কাছে 'দীনে'র বিধান,
গগনে উড়িবে হামেশা নিশান, দ'মে যাবে সব অরি।

বিষের পিয়ালা হাতে ঠগীদল
পথিকে ভোলাতে করে কত ছল,
তারি মাঝে এসে আঁখি ছলছল—
দাঁড়াল এ-ছাকী অযাচিতভাবে পাক সুধা-জাম ধরি'।

আজ তারে দেখি সকলে 'শাদ',
হয়ে গেছে যেন সে ঈদের চাঁদ,
সকলের মুখে 'মোবারক বাদ',
বিস্ময়ে ভাবে কী ক'রে পথিক এলো পথ উত্তরি।

তেছরা বরষে কদম রাখিয়া
বহু জনে প্রীতি ডোরে সে বাঁধিয়া
বিপদ কাটা'য়ে চলে আগাইয়া
চারিদিকে তার 'মারহাবা' ধ্বনি উঠিছে গুঞ্জরি।

ওগো! মোয়ায্যিন, ওগো! তর্জুমান!
ঘুম ভেঙ্গে দিল তোমার আযান,
উঠিছে জাগিয়া পুনঃ পাকিস্তান,
"হায়াত তোমার দারায হউক" এই দোআ সদা করি।

www.ahlehadeethbd.org

রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক
নবুওতের চরমত্বলাভ
(বিতর্ক ও বিচার)

আল্ মোহাম্মদী।

বিশ্বনবী হয্রত মোহাম্মদ মুছ্তফার (দঃ) নবুওতের শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্য, ধর্ম্মের পূর্ণতা প্রাপ্তির — অকাট্য প্রমাণ, জ্ঞানযুগের অভ্যুদয়ের জলন্ত নিদর্শন এবং জাতীয় ভাবাদর্শের কেন্দ্রীয়নীতি নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির প্রতি অপরিহার্য ঈমানের (Faith) মূলে কুঠারাঘাত করিয়া মদনী রছুল মোহাম্মদ আরাবীর (দঃ) পর কদনী বা কাদিয়ানী রছুল মীর্‌যা গোলাম আহমদ ছাহেবের মনগড়া নবুওতকে প্রতিষ্ঠা করার দুরভিসন্ধিতে পাঞ্জাবী নবীর উম্মতরা এক অভিনব ন্যায়শাস্ত্রের দোহাই পাড়িয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের নৈয়ায়িকতার সারমর্ম্ম এই যে,—

রছুলুল্লাহর (দঃ) স্পষ্ট নির্দেশ— "আমার পর কোন নবী নাই"— انه لانبى بعدى - দ্বারা তাঁহার পর নবুওতের পরিসমাপ্তি সাব্যস্ত হয় না। কারণ রছুলুল্লাহ (দঃ) নাকি একথাও বলিয়াছেন যে, আল্লাহর— يأتى نبى الله عيسى بعدى নবী ঈছা আমার পর আগমন করিবেন। কাদিয়ানী ছাহেবান বলেন,—"এই দুইটী হাদীছই হয় একেবারে মিথ্যা, নয় একই অর্থে অসত্য।"

কাদিয়ানী নবুওতের মত কাদিয়ানী ন্যায়শাস্ত্রও এক অভিনব চীয! যারা অজ্ঞতাকে ন্যায়শাস্ত্র ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে আর আল্লাহর ওয়াহীর রদ ও কবুলের মাপাকঠি স্বরূপ সেই অপূর্ব ন্যায়শাস্ত্র অপরের ঘাড়ে চাপাইবার ' তারা ততোধিক অদ্ভুত জীব! যে লে সুস্পষ্ট কোর্আন ও প্রমাণিত হা উড়াইয়া দিতে পারে, কিন্তু এই অধিক রিতে চায়, কে ম পরিত্যাগ— ন ছাহাবার বাচনিক হাদীছ দ্বারা নবওতের পরিসমাপ্তি সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত করিয়াছি। "আমার পর নবী নাই" রছুলুল্লাহর (দঃ) শুধু এই— নির্দেশই আমরা এযাবৎ জুবয়র বিনে মুত্ইম,— আবদুল্লাহ বিনে আম্‌র বিনুল আছ, আবুহোরায়রা, ছঅদ বিনে আবিওয়াক্কাছ, জাবির বিনে আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ বিনে উমর, ছঅদ বিনে মালিক, আবুছঈদ খুদ্‌রী, আবুউমামা বাহেলী, বরা বিনে আযিব, যয়েদ বিনে আরকম, আবু যিম্‌মল, আবুকবীলা,— মালিক বিনে হোওয়ায়রছ, আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছ, আলী বিনে আবিতালিব, আছ্মা বিন্‌তে উমায়ছ ও জননী উম্মে ছলমা মোট ১৮ জন ছাহাবী ও— ছাহাবীয়ার প্রমুখাৎ উধৃত করিয়াছি, ছনদ ও মতন, রেওয়ায়ত ও দিরায়ত সবদিক দিয়াই এই হাদীছগুলির প্রায় সমস্তই বিশুদ্ধ। কোর্আনের স্পষ্ট নছ কর্তৃক সমর্থিত এরূপ মুতাওয়াতর ও বিশুদ্ধ হাদীছকে মিথ্যা বলার স্পর্ধা কোন মুছলমান করিতে পারেনা।

অথচ চমৎকার ব্যাপার এই যে, যে হাদীছকে ইহার বিরুদ্ধে আমদানী করা হইয়াছে এবং যাহার সাহায্যে এই পৌনঃপুনিক ও পরম বিশুদ্ধ হাদীছকে মিথ্যা বলার প্রগল্‌ভতা দেখানো হইয়াছে অর্থাৎ— "আল্লাহর নবী ঈছা আমার পর আগমন করিবেন" ঠিক এই শব্দ বা মতনের (Text) কোন হাদীছের অস্তিত্ব হাদীছের বিশ্বস্ত গ্রন্থসমূহে আদৌ নাই!— ছনদ আর উল্লেখের বালাইয়ের ধার পাঞ্জাবী নবীর উম্মতরা কোন দিনই ধারেননা। আমাদের এ— উক্তি কাদিয়ানী ছাহেবান অশোভন বিবেচনা করিলে এই মতনের হাদীছ يأتى نبى الله عيسى بعدى ছহীহ ছনদ সহকারে হাদীছের প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে বাহির করিয়া দেখাইবার জন্য আমরা তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা তাঁহাদের সমবেত—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শক্তিকে একত্রিত করিয়াও যদি ইহা প্রদর্শন করিতে পারেন, আমরা আমাদের উক্তি প্রত্যাহার করিয়া লইব এবং তাঁহাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিব,— অন্যথায় আমরা ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইব যে, জাল হাদীছ আর মিথ্যা উধৃতি দ্বারা তাঁহারা অজ্ঞ মুছলমানদিগকে প্রতারিত করিতে চাহেন। সাধারণ এবং সুলভ পুস্তকাদি হইতে তাঁহাদের প্রতারণামূলক উধৃতির প্রমাণ আমরা একাধিকবার প্রদর্শন করিয়াছি, কিন্তু এসকল অভিযোগের আজ পর্যন্ত তাঁহারা— সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ প্রদান করেননাই।

প্রকৃতপক্ষে মরইয়মের পুত্র হয্‌রত ঈছার অবতরণ করার সংবাদ বুখারী, মুছ্‌লিম, আবুদাউদ, তিরমিযী প্রভৃতি ছিহাহের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে। কোন হাদীছে বলা হইয়াছে— ينزل فيكم ابن مريم তোমাদের মধ্যে মরয়মের পুত্র অবতরণ করিবেন, কোনটায় কথিত হইয়াছে,— لينزلن ابن مريم মর্‌য়মে পুত্র অবশ্যই অবতীর্ণ হইবেন, কোন হাদীছে উক্ত হইয়াছে, অতঃপর فينزل عيسى بن مريم মরয়মের পুত্র ঈছা অবতরণ করিবেন। কোন কোন হাদীছে বলাহইয়াছে— فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق — মছীহ পূর্ব-দেমশ্‌কের শুভ্রস্তম্ভের নিকট অবতরণ করিবেন। দেখ বুখারী (২) ১৮, ৪৮ ও ১৬৪ পৃঃ : মুছ্‌লিম (১) ৮৭, ৩৯২ ও ৪০১ পৃঃ ; আবুদাউদ (৪) ২০০ পৃঃ, তিরমিযী (৩) ২৩২ ও ২৩৬ পৃঃ।

হয্‌রত ঈছার অবতরণের সংবাদ বিশুদ্ধ হইলেও খত্‌মে নবুওতের হাদীছের ন্যায় অকাট্য নয়। নবুওতের পরিসমাপ্তি একাধারে স্পষ্ট কোরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত, কিন্তু হয্‌রত ঈছার অবতরণের সংবাদ সেপ্রণালীতে প্রমাণিত হয়নাই। নবুওতের পরিসমাপ্তির হাদীছ মুতাওয়াতর—পৌনঃপুনিক এবং বিপুলসংখক রাবীর প্রমুখাৎ বর্ণিত. নযুলে-ঈছার হাদীছ আহাদ— (احاد)। নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির হাদীছ দ্ব্যর্থহীন এবং একেবারে সুস্পষ্ট, কিন্তু হয্‌রত ঈছার অবতরণ সম্পর্কিত হাদীছের ব্যাখ্যা লইয়া মতভেদ ঘটিতেপারে এবং ঘটিয়াছে, সুতরাং অছুলে-হাদীছের নিয়ম অনুসারে নযুলে ঈছার হাদীছকে খত্‌মে নবুওতের হাদীছের সমকক্ষ কোন ক্রমেই স্বীকার করাযাইতে পারেনা, নাছিখ (খণ্ডনকারী) মান্যকরা তো বহুদূরের কথা!

আর অছুলে হাদীছের নিয়ম কানুনগুলিকে অস্বীকার করিয়া কিছুক্ষণের জন্য উভয় হাদীছকে সকল দিকদিয়া সমতুল্য স্বীকার করিয়া লইলেও নযুলে ঈছার হাদীছদ্বারা রছুলুল্লাহর (দঃ) সর্বশেষ নবী হওয়া কোনক্রমেই বাতিল হইতে পারেনা। কোন ছহীহ হাদীছ প্রকৃতপক্ষে অপর ছহীহ হাদীছের কস্মিনকালেও বিরুদ্ধ নয়, যাহা প্রতিকূল বলিয়া কাদিয়ানী ছাহেবান অনুমান করিতেছেন, তাহা হয় তাঁহাদের অনিচ্ছাকৃত দৃষ্টিবিভ্রম, নয় ইচ্ছাকৃত প্রতারণার ফাছাদ! কোরআনের এক আয়তের সহিত অপর আয়তের বা ছহীহ হাদীছের অথবা এক ছহীহ হাদীছের সহিত অপর ছহীহ হাদীছের সামঞ্জস্য প্রমাণিত করাই প্রজ্ঞাশীল আলেমগণের কর্তব্য, কোন বিষয়কে বুঝিতে নাপারিয়া উহার সত্যতাকে উড়াইয়া দিবার রীতি বিদআতী ও মূর্খদের পরিগৃহীত তরীকা। 'খত্‌মে-নবুওত' আর 'নযুলে-ঈছার' মধ্যে বাস্তবিক কোন বিরোধ রহিয়াছে কিনা, এবং যাহাকে বিরোধ বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে, তাহা সুসমঞ্জস বলিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারেকিনা আমরা এক্ষণে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিব।

"আমার পর আর নবীনাই" انا لانبى بعدى হাদীছটী বিভিন্ন মত্‌নে (Text) রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ প্রমাণিত হইয়াছে। যথা, ছঅদ বিনে আবিওয়াক্কাছের রেওয়ায়তে আছে, আমার পর নবুওত নাই— انا لانبوة بعدى আহমদ, মুছ্‌লিম, তিরমিযী। আবুহোরায়রার রেওয়ায়তে আছে— لم يبق من নবুওতের কিছুই অবশি নাই—বুখারী। আতা রেওয়ায়তে আছে আমার لن يبقى ب নবুওতের f না,— মুওয়া ইমাম মালিক. আমার পর ى

www.ahlehadeethbd.org

নবুওতের কণামাত্রও অবশিষ্ট রহিবেনা— আহ্‌মদ। আবুহোরায়রার আর এক রেওয়ায়তে আছে, আমার পর তোমাদের মধ্যে আর কোন নবীর অভ্যুদয় ঘটিবেনা,— ইব্‌নে মাজা ও ইবনেশয়বা। * انه ليس كائن بعدى نبى فيكم

"আমার পর কোন নবী নাই" রছুলুল্লাহর (দঃ) এই নির্দেশের উপরিউক্ত হাদীছগুলি পরিপোষক। সমুদয় হাদীছ একত্রিতভাবে মিলাইলে তাৎপর্য সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকেনা এবং স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়যে, রছুলুল্লাহর (দঃ] পর কাহাকেও নবুওত দানকরা হইবেনা, তাঁহার পর আর কেহই নবীর আসনে অধিষ্ঠিত হইবেনা অর্থাৎ সোজাকথায়— রছুলুল্লাহর [দঃ] পর আর কেহ নবী হইবেনা। তাঁহার পূর্বে কেহ নবী ছিলেন কিনা এবং পূর্ববর্তী কোন নবী পৃথিবীতে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিবেন কিনা, সেসব বিষয়ের সহিত (لانبى بعدى) "আমার পর— কোন নবী নাই" হাদীছের পূর্বাপর কোনই সম্পর্ক নাই। হয্‌রত ঈছার অবতরণ দ্বারা রছুলুল্লাহর [দঃ] পর অন্য কাহারো নবী হওয়া বা অন্য কোন ব্যক্তির নবুওত লাভ করা অথবা অন্য কাহারো পক্ষে — নবুওতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া কেমন করিয়া প্রতিপন্ন হইবে? রছুলুল্লাহ (দঃ) যদি আদেশ করিতেন, আমার পূর্ববর্তী কোন নবীর পৃথিবীতে পুনরাগমন ঘটিবেনা, তাহা হইলে বরং কতকটা কথা চলিতে পারিত, তিনি বলিতেছেন, আমার পর কাহাকেও নবুওত দান করা হইবেনা, ইহার সহিত হয্‌রত ঈছা, ইদ্রিছ ও ইল্‌য়াছের নবুওতের কি সম্পর্ক? হয্‌রত ঈছাকে রছুলুল্লাহর (দঃ) পর নবুওত দানকরা হইয়াছিলকি? তিনি কি রছুলুল্লাহর (দঃ) পর নবীর আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন? ঈছা কি মোহাম্মদের (আলায়হিমাছ্‌ছালাম) পরবর্তী নবী? আমরা জানি কাদিয়ানী ছাহেবান পরব[illegible] [illegible]র্ববর্তীর মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করিতে[illegible] [illegible] মুছলমানগণ রছুলুল্লাহর

* ছহীহ [illegible] [illegible] ও মছনদে-আহ্‌মদের
হাদীছগুলি[illegible] [illegible]টী হাদীছের
অন্তরভুক্ত নয়[illegible] [illegible]লে নবুওতের
[illegible] [illegible]শিটী হাদীছ

(দঃ) পরবর্তী নবীর আগমন বিশ্বাস করেননা বলিয়া কাদিয়ানীরা নূতন পুরাতন নবীর প্রসংগ তুলিয়া তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া থাকেন, কিন্তু ওয়াহীর ভাষাদ্বারা কেবল পরবর্তী নবীর আগমনই নিষিদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাদের এ বিদ্রূপবাণের প্রকৃত লক্ষস্থল কে, তাহা বিবেচনা করার মত সদ্‌বুদ্ধি তাঁহাদের মধ্যে থাকা উচিত ছিল, কিন্তু রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওতের বৈশিষ্টকে উড়াইয়া দিতে যাঁহারা কৃতসংকল্প, হয্‌রতের ওয়াহী লইয়া বিদ্রূপ করিতে তাঁহারা সংকোচবোধ করিবেন কেন?

রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার ওয়াহীর পবিত্র রসনায় উচ্চারণ করিতেছেন, "আমার পর নবী নাই," আর তাঁহাকে মআযাল্লাহ মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার জন্য কাদিয়ানী ছাহেবান তাঁহার পূর্ববর্তী নবী ঈছাকে দেখাইয়া বলিতেছেন, ঐ দেখ! রছুলুল্লাহর (দঃ) ওয়াহী সত্য নয়, তাঁর পরবর্তী নবী হইতেছেন ঈছা মছীহ! ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলায়হে রাজেউন!

** ** **

কিয়ামতের বিভিন্ন নিদর্শন যথা ইয়াজুজ — মাজুজের উত্থান, দাব্বাতুল আরূযের নিষ্ক্রমণ, দজ্‌জালের অভ্যুদয় প্রভৃতির ন্যায় ঈছা বিনে মরয়মের আকাশ হইতে অবতরণ মহাপ্রলয়েরই একটী সংকেত। কোরআনের ছুরত-আয্‌যুখ্‌রুফে পরিষ্কারভাবে— তাঁহার অবতরণকে কিয়ামতের নিশানী বলা-হইয়াছে,—এবং নিশ্চয় তিনি মহামুহূর্তের— একটী স্পষ্ট নিদর্শন, এবিষয়ে তোমরা সন্দিগ্ধ হইওনা, —৬১ আয়ত। وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها

কাদিয়ানী ছাহেবান বলেন, শয়খুল ইছ্‌লাম— ইব্‌নে তয়মিয়হ এবং তদীয় ছাত্র হাফিয ইবমুল কাই-য়েম প্রভৃতি হযরত ঈছার মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া— অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এ অভিমত তাঁহারা তাঁহাদের কোন্ গ্রন্থের কত পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ প্রদান করা কাদিয়ানী ছাহেবান — তাঁহাদের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী আবশ্যক মনে করেননাই। এ সম্পর্কে শয়খুল ইছলামের নিজস্ব—

www.ahlehadeethbd.org

উক্তি আমরা তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আল্-জওয়াবুছ্ ছহীহ" হইতে উধৃত করিয়া দিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন, একথার — সংবাদ নিশ্চিত রূপে প্রদত্ত হইয়াছে যে, মরয়মের পুত্র ঈছা মছীহ, যিনি হিদায়তের মছীহ, পূর্ব— দমশ্কের শুভ্র স্তম্ভের

وقد اخبران المسيح عيسى بن مريم مسيح الهدى ينزل الى الارض على المنارة البيضاء مشرقى دمشق فيقتل مسيح الضلالة وهذا هوالذى تنتظر اليهود —

উপরে পৃথিবীতে অবতরণ করিবেন এবং গোম্রাহীর মছীহকে হত্যা করিবেন, এই গোম্রাহীর মছীহের জন্য ইয়াহুদরা অপেক্ষমান হইয়া রহিয়াছে, তাহারা মর্ইয়মের পুত্র ঈছার অবতরণকে অস্বীকার করে আর বলিয়া থাকে যে, পয়গম্বররা মরয়মের পুত্রের কথা—বলেননাই, গোম্রাহীর মছীহের আগমনের কথাই বলিয়াছেন। ইছ্ফিহানের ৭০ হাজার বিদ্বান — ইয়াহুদী তাহার অনুগমন করিবে এবং মুছলমানগণ মরয়মের পুত্র ঈছার সমবায়ে তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিবেন, (১) ৩৩৬ পৃঃ। ইব্নে তয়মিয়ার উক্তির সাহায্যে জানাযাইতেছে যে, তিনি মরয়মের পুত্র হয্রত ঈছার মৃত্যু ঘটার অভিমত পোষণ করেননা বরং দেমেশ্কে তাঁহার আকাশ হইতে অবতীর্ণ— হওয়ার কথাই বিশ্বাস করেন এবং তাঁহার উক্তিতে ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, মুছলমানগণ মরয়ম-পুত্র ঈছার পুনরাগমনের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করিয়া— থাকেন, অন্য কাহারো আবির্ভাবকে বিশ্বাস করেননা, ইয়াহুদীরাই তাঁহার পরিবর্তে অন্য মছীহের প্রত্যাশা করিয়া থাকেন! কাদিয়ানী ছাহেবান ইমাম ইব্নে তয়মিয়াহর নাম শুনাইয়া নিরীহ মুছলমানদিগকে— চমকাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, এক্ষণে ইব্নেতয়মিয়ার প্রকৃত অভিমত যাহা, তাঁহারা তাহা মানিয়া লইবেন কি? শয়খুল ইছ্লাম আরও লিখিয়াছেন,— মুছলমান আর খৃষ্টানগণ এবিষয়ে একমত যে, হিদায়তের মছীহ হইতেছেন মর্য়মের পুত্র ঈছা এবং আল্লাহ তাঁহাকেই রছুল রূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনিই দ্বিতীয়বার আগমন করিবেন, কিন্তু মুছলমানগণ— বলেন, তাঁহার আগমন কিয়ামতের অব্যবহিত পূর্বে ঘটিবে, তিনি গোম্রাহীর মছীহ অর্থাৎ দজ্জালকে হত্যা— করিবেন, ক্রুশকে বিধ্বস্ত এবং শূকরকে হত্যা করিবেন, ইছলাম ছাড়া তখন অন্য কোন ধর্ম রহিবেনা এবং সমুদয় আহলে কিতাব ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা তাঁহার উপর ঈমান আনিবে, যেরূপ আল্লাহ বলিয়াছেন, গ্রন্থধারীগণের মধ্যে এমন কেহই রহিবেনা যে হয্রত ঈছার—

انه ينزل قبل يوم القيامة فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يبقى دينا الا دين الاسلام ويؤمن به اهل الكتاب اليهود والنصارى كما قال تعالى: وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته والقول الصحيح قبل موت المسيح وقال تعالى وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها —

মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার উপর ঈমান আনিবেনা। ইব্নে তয়মিয়া বলেন, "তাঁহার মৃত্যু"র অর্থ মছীহের মৃত্যুই সঠিক অর্থ, গ্রন্থধারীদের মৃত্যু নয়। আরও আল্লাহ বলিয়াছেন, হয্রত ঈছার আগমন কিয়ামতের লক্ষণ, সে বিষয়ে তোমরা সন্দিগ্ধ হইও না,— আল্জওয়াব (১) ৩৪১ পৃঃ।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা, আপনারা দেখিলেন ইমাম ইব্নেতয়মিয়া হয্রত ঈছার মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া— কিরূপ অভিমত পোষণ করিয়াছেন? ইহাই হইতেছে কাদিয়ানী সততার নমুনা!

তারপর হয্রত ঈছার যদি মৃত্যুই ঘটিয়া থাকে তাহাতে আমাদের কি ক্ষতি আর কাদিয়ানী ছাহেবানের কি লাভ? তাঁহারা কি ইহা কিয়ামত পর্যন্ত প্রমাণিত করিতে পারিবেন যে, ঈছামছীহ পৃথিবীতে পুনরায় আগমন ক[illegible] [illegible]ার নবুওত প্রতিষ্ঠা— করার কার্যে লাগিয়া [illegible]হার উপর নূতন করিয়া ঈমা[illegible] আনা[illegible] [illegible]সমানদিগকে — বাধ্য ক[illegible] [illegible]তন করিয়া তাঁহার কলেমা [illegible]কে শে[illegible] [illegible] করার অপরাধে।

www.ahlehadeethbd.org

হইতে খারিজ করিয়াদিবেন? রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হয্‌রত ঈছা অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার নবুওত প্রতিষ্ঠা করার বিপরীত উম্‌মতে মোহাম্মদীয়ার তৎকালীন ইমামের নেতৃত্ব— স্বীকার করিয়া লইবেন এবং তাঁহার পিছনেই নমায পড়িতে থাকিবেন। এই প্রসংগে নিম্নে দশটী হাদিছ উল্লিখিত হইতেছে :

১। ইমাম আহ্‌মদ, খারী, মুছ্‌লিম, ইব্‌নে জরীর, ইব্‌নে হিব্বান প্রভৃতি আবু হোরায়রার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের তখন কি অবস্থা ঘটিবে, যখন তোমাদের কাছে মরয়মের পুত্র ঈছা অবতীর্ণ হইবেন এবং তোমাদের নেতা তোমাদের মধ্যেই অর্থাৎ উম্‌মতে মোহাম্মদীয়াতেই মওজুদ থাকিবেন? *

كيف انتم اذا انزل عيسى بن مريم فيكم وامامكم منكم !

২। মুছ্‌লিম স্বীয় ছহীহ গ্রন্থে ও আবু নঈম মুছ্‌নদে জাবির বিনে আবদুল্লাহর প্রমুখাৎ এক দীর্ঘ হাদীছ প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,— অতঃপর হয্‌রত ঈছা অবতরণ করিবেন, মুছলমানগণের নেতা তাঁহাকে বলিবেন, আপনি— আমাদের নমাযের— ইমামত করুন। হয্‌রত ঈছা বলিবেন, না! আল্লাহর পক্ষ হইতে এই উম্মতকে গৌরব দান করা হইয়াছে— যে, তোমরাই পরস্পরের শাসনকর্তা! †

فينزل عيسى بن مريم، فيقول اميرهم، صل لنا، فيقول : لا ان بعضكم على بعض امير تكرمة من الله لهذه الامة —

৩। আবুনঈম আবুছঈদ খুদরীর বাচনিক— রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, ইমাম আমার উম্‌... হইতে হইবেন... পিছনে হয্‌রৎ...

والامام منا الذي يـ... عيسى بن مريم خـ...

৪। ইব্‌নেমাজা, আবুআওয়ানা, ইব্‌নেখুযয়মা, হাকিম, আবুনঈম (হিল্‌য়ায়) ও যিয়া মকদছী আবুউমামা বাহেলীর প্রমুখাৎ বর্ণিত এক সুদীর্ঘ হাদীছ প্রসংগে রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে, মুছলমানগণের ইমাম জনৈক সাধুব্যক্তি— মহ্‌দী হইবেন। একদা— তাহাদের ইমাম ফজ্‌রের জামাআতের ইমামত করার জন্য অগ্রসর হইবার সময়ে হয্‌রত ঈছা অবতীর্ণ হইবেন, মুছ্‌লিম — জামাআতের ইমাম মহ্‌দী হযরত ঈছাকে অগ্রণী করার জন্য তাড়াতাড়ি পিছনে হটিয়া আসিবেন, কিন্তু ঈছা তাঁহার দুই কাঁধের মাঝে হস্তার্পণ করিয়া বলিবেন, আপনি অগ্রসর হউন এবং নমায পড়ান, আপনার ইমামতেই জামাআত দাঁড়াইয়াছে। — অতঃপর মুছলমানদের ইমাম নমায পড়াইবেন। †

وامامهم المهدى رجل صالح فبينما امامهم قد تقدم ليصلى بهم الصبح، اذ نزل عليهم عيسى بن مريم وقت الصبح، فيرجع الامام ينكص يمشى القهقرى ليتقدم عيسى، فيضع عيسى يده بين كتفيه، ثم يقول له : تقدم، فصل، فانها لك اقيمت، فيصلى بهم امامهم !

৫। হযরত হুযয়ফার বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, হয্‌রত ঈছা আমার জনৈক বংশধরের পশ্চাতে নমায পড়িবেন।

فيصلى خلف رجل من ولدى

৬। জাবিরের অন্য রেওয়ায়তে কথিত হইয়াছে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, মুছলমানগণ বলিবেন, হে রূহুল্লাহ আপনি নমায পড়ান। তিনি বলিবেন, তোমাদের ইমামকে অগ্রণী হইয়া নমায পড়াইতে হইবে,— আহ্‌মদ। †

تقدم يا روح الله، فيقول ليتقدم امامكم فليصلى بكم

৭। হাফিয আবুআম্‌র তাঁহার ছুননে জাবিরের প্রমুখাৎ ইহাও রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, হয্‌রত

...বী ফত্‌হসহ ...)৮৭পৃ:।
(১) ... .৫৮ পৃ:।

* কন্‌যুল উম্‌মাল (৭) ১৯৩ পঃ; ফত্‌হুলবারী (৬) ৩৫৮ পৃঃ।

† ফত্‌হুলবারী (৬) ৩৫৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ঈছা বলিবেন, এই উম্মত পরস্পর—পরস্পরের শাসনকর্তা।

هذه الامة امراء بعضهم على بعض

৮। হাফিয ইবনে হয্মও উপরিউক্ত মর্মের হাদীছ জাবিরের বাচনিক উধৃত করিয়াছেন। *

৯। আবদুল্লাহ বিনেআমুর বিন্নুল আছ—বলিয়াছেন যে, মহ্দীর সময়ে মরয়মের পুত্র ঈছা অবতরণ করিবেন এবং মহ্দীর পিছনেই নমায পড়িবেন।

المهدى الذى ينزل عليه عيسى بن مريم ويصلى خلفه عيسى

১০। ইবনে ছীরীন বলেন, মহ্দী উম্মতে-মোহাম্মদীয়ার অন্তর-ভুক্ত এবং তিনিই হয্রত ঈছার ইমামত করিবেন। —ইবনো আবিশয়বা।

المهدى من هذه الامة وهو الذى يؤم عيسى بن مريم —

"মানাকিবুশ্শাফেয়ী" গ্রন্থে আবুল হাছান—আবাদী লিখিয়াছেন, উপর্যুপরিভাবে সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছে যে, মহ্দী এই উম্মতেরই একজন এবং—হয্রত ঈছা তাঁহার পিছনে নমায পড়িবেন।

হয্রত ঈছার মুছলমানের জামাআতের ইমা-মত নাকরার তাৎপর্য সম্বন্ধে ইমাম ইব্নেজওযী যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ করা কর্তব্য। তিনি বলেন,—

" যদি হয্রত ঈছা অগ্রসর হইয়া ইমামত করি-তেন, তাহা হইলে একটী সমস্যার উদ্ভব হইতে পারিত, ইহা বলা যাইতে পারিত যে, তিনি প্রতিনিধি—অথবা শরীঅতের স্থচনাকারী হিসাবেই অগ্রসর হই-য়াছিলেন। এই সন্দেহের নিরসন কল্পে তিনি মুক্তদী হইয়াই নমায পড়িবেন যাহাতে রছুলুল্লাহর (দঃ) স্পষ্ট নির্দেশ "আমার পর নবী নাই" কোন প্রকার সন্দেহের ধূম্রায় মলিন নাহয়। যুগের শেষ ও মহা-প্রলয়ের নিকটবর্তী হওয়া সত্বেও হয্রত ঈছার এই উম্মতেরই জনৈক ব্যক্তির পিছনে নমায পড়ার—ব্যাপার দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবী কোন সময়েই আল্লাহর দীনের প্রতিষ্ঠাতা হইতে শূন্য—হইবেনা। *

উল্লিখিত হাদীছগুলি দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহও সংগে সংগে প্রমাণিত হইতেছে,—

(ক) হয্রত ঈছা পৃথিবীতে পুনরাগমন করিয়া তাঁহার নবুওতের প্রতিষ্ঠাকল্পে সচেষ্ট হইবেননা;

(খ) তিনি মুছ্লিম বাহিনীর তৎকালীন—শাসনকর্তার অনুগমনকারী হইবেন। হযরত দাউদের জীবনে ইহার নযীর কোরআনেও বিদ্যমান আছে।

(গ) হযরত ঈছা সাধারণ মুছলমানদের সংগে তাহাদের ইমামের পিছনে নমায পড়িবেন। নিজের পৃথক ধর্মীয় গোঠ তিনি রচনা করিবেননা, সাধারণ মুছলমানের পিছনে নমায পড়িতে আপত্তি করিবেননা এবং তাহাদের জানাযায় শরীক হইবার নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিবেননা।

(ঘ) তাঁহার নবুওতের কোন প্রশ্নই তখন—উঠিবেনা।

হযরত ঈছার নযুলের পর তাঁহার পরিচয় লাভ করা এবং তাঁহার উপর ঈমান আনা পৃথিবীর সমুদয় মুছলমানের উপর ফর্য, ইহার কোন প্রমাণ কোরআন ও ছহীহ হাদীছে বিদ্যমান নাই। কোন ভবিষ্য-দ্বাণীর তাশাখ্খুছ ও তাআইয়ুন—প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করা এবং নির্ধারণ করা ঈমানীয়াতের ক্ষুদ্রতম অংশও নয়, শুধু বিশ্বাস করিয়া লওয়াই যথেষ্ট! ঈছা, দজ্জাল, মহ্দী, দাব্বাতুল আরয, ইয়াজুজ মাজুজ—প্রভৃতিকে চিনিয়া বাহির না করা পর্যন্ত কেহ—মুছলমান হইবেনা, এরূপ আকীদা বিদ্আতে যলালা ও মূর্খতাব্যঞ্জক। ومن ادعى خلافه فعليه البيان

যাহা না চিনিলে নয়, আর যাহা না করিলে—চলিবেনা, তাহা রছুলুল্লাহ (দঃ) চিনাইয়া ও তাহার নির্দেশ দান করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, বিশ্বাস ও ইতি-কর্তব্যের তালিকা [illegible] আছে বলিয়াই—রছুলুল্লাহ (দঃ) শেষনবী [illegible] ম্মত আখেরী উম্মত। [illegible] ত এই যে, জ্ঞান-যুগের ছু [illegible] দয় ঘটিয়াছে—অনির্দিষ্ট ও

* আস্মুহাল্লা (১) ৮ ও ৯ পৃঃ।

* ফত্হুলবারী (৬)

www.ahlehadeethbd.org

করার পুরাতন ঝঞ্ঝাট হইতে আল্লাহ্ জ্ঞান যুগের—প্রদীপ্ত ভাস্কর মোহাম্মদ মুছ্তফার (দঃ) বদওলতে এ উম্মতকে মুক্তি দিয়াছেন। ইব্নেহজর মক্কী 'খয়রাতুল হিছান' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ইমামে—আ'যম আবু হানীফার (রহঃ) সময়ে জনৈক ব্যক্তি নবুওতের দাবী করিয়াছিল এবং প্রমাণের বেলায় নবুওতের নিদর্শন প্রদর্শন করার জন্ম কয়েক দিবসের অবসর চাহিয়াছিল। হযরত ইমাম ফত্ওয়া দেন যে, উহার কাছে যে নবুওতের নিশান তলব করিবে, সে কাফের হইয়া যাইবে, কারণ সে প্রকৃত প্রস্তাবে—রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র নির্দেশ "আমার পর নবী নাই" কে অবিশ্বাস করিতেছে। لانبـــى بـــعدى

আজ কোন নিশানী দেখাইয়া, অলৌকিকতা প্রদর্শন করিয়া এবং কলেরা ও প্লেগের বাহন সাজিয়া রছুলুল্লাহর (দঃ) শেষ নবী হওয়া বাতিল করার উপায় নাই। হয্রত মোহাম্মদ মুছ্তফার (দঃ) আগমন সম্পর্কে হয্রত ঈছার যেরূপ স্পষ্ট সুসংবাদ বর্ণিত ছিল, ঠিক সেইরূপ রছুলুল্লাহর (দঃ) পরবর্তী যুগেও নবুওত দানকরা হইবে এবং কোনব্যক্তিকে নবী বানানো হইবে, স্পষ্ট কোরআন এবং বিশুদ্ধ হাদীছ দ্বারা তাহা প্রমাণিত এবং কোরআনের মুহাক্কম আয়ত "মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রছুল এবং নবীগণের শেষ (অথবা) সমাপ্তকারী" এবং "আমি নবীগণের শেষ", "আমি নবীগণের সমাপ্তকারী", "আমি নবুওতের প্রাসাদের শেষ ইষ্টক", "আমার পর নবী নাই", "আমার পর নবুওত নাই", "আমার পর কেহ নবী হইবেনা" ইত্যাদি রছুলুল্লাহর (দঃ) বলিষ্ঠ ও মুতাওয়াতর হাদীছকে অছুলের সূত্রানুসারে অসত্য অথবা মনছুখ সাব্যস্ত নাকরা পর্যন্ত কোন গলাবাজি, তোড়জোড়, কশ্ফ ও ইল্হামের আস্ফালনকে—আহ্লেহাদীছ ও ছুন্নতগণ কাণাকাড়ির সমানও বিবেচনা করিবেননা। [illegible] ছাহেবান প্রমাণ-প্রয়োগের এ [illegible] রণ করিতে রাযী আছেন কি?

অবশ্য কা[illegible] বাহানা—ছাড়িয়া দিয়া যদি [illegible] ত পারেন [illegible] রব [illegible] [illegible]হা ইছ্- [illegible]নানদণ্ড নয়, তাহা-হইলে আমরা অতঃপর তাঁহাদের কাছে উপরিউক্ত নিয়মে তাঁহাদের দাবীর প্রমাণ তলব করিবনা, তখন তাঁহাদের দাবী, কশ্ফ ও ইল্হাম ইত্যাদি আমরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যাচাই করিয়া দেখিব!

'سنبهل كے ركهنا قدم دشت خار پراے مجنوں'
كے اس فراح ميں سودا برهنه پا بهى هے !

ঈছা ও মহ্দী,

হযরত ঈছা ও মহ্দী সম্বন্ধে যে হাদীছগুলি উধৃত হইয়াছে এবং মহ্দী সম্বন্ধে আরও যে হাদীছ বর্ণিত আছে, সেগুলি পাঠ করিলে একটা কথা অবিসম্বাদিত রূপে জানা যায় যে, নাম, পরিচয় ও আচরণ সকল দিক দিয়া হয্রত ঈছা ও মহ্দী স্বতন্ত্র ব্যক্তি। অথচ কাদীয়ানী ছাহেবান স্বীয় অভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য ঈছা ও মহ্দীকে অভিন্ন ব্যক্তি সাব্যস্ত করিতে চাহেন এবং মহ্দী সম্পর্কিত সমুদয় হাদীছ বেমালুম হজম করিয়া ফেলিয়া একটা অতিশয় দুর্বল হাদীছ তাঁহাদের দাবীর পোষকতায় উধৃত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বক্তব্য যে, لا مهدى الا عيسى بن مريم — রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন— ঈছা বিনে মরিয়ম ছাড়া মহ্দী নাই। আমি বলিতে চাই, এই হাদীছটী অগ্রাহ্য। ইব্নে মাজা এই হাদীছ ইউনুছ বিনে আবদুল আ'লার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং ইউনুছের বাচনিক কথিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন যে, শাফেয়ীর হাদীছ—হইতে উহা গৃহীত হইয়াছে। পুনশ্চ বলিয়াছেন, মোহাম্মদ বিনে খালিদ জুন্দীর হাদীছ হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইহা স্পষ্ট তদলীছ ছাড়া আর কিছুই নয়। শয়খুল ইছলাম ইব্নে তয়মিয়হও উল্লিখিত হাদীছকে দুর্বল এবং দুষিত বলিয়াছেন, তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, কতিপয় বিদ্বানের অভিমত সূত্রে ইমাম শাফেয়ী উক্ত হাদীছ আদৌ রেওয়ায়ত করেন নাই—মিন্হাজুছ্ছুন্নাহ (২) ১৩৪ পৃঃ।

তারপর ঈছা ও মহ্দী যে অভিন্ন ব্যক্তি উল্লিখিত হাদীছের সে তাৎপর্য কেন গৃহীত হইবে? ঈছা ব্যতিরেকে মহ্দী এককভাবে আসিবেন না, এঅর্থ পরিগৃহীত হইবেনা কেন?

আগামী বারে সমাপ্য।

www.ahlehadeethbd.org

জিজ্ঞাসা ও উত্তর

بسم الله الرحمن الرحيم —

نحمده الله العظيم ونصلى ونسلم على رسو له الكريم —

তর্জুমানুল হাদীছের পাঠকবৃন্দের অনুরোধক্রমে জটিল এবং আবশ্যক মছ্‌লা মাছায়েলের জন্য তর্জুমানের পৃষ্ঠায় "জিজ্ঞাসা ও উত্তর" স্তম্ভ সৃষ্টি করা হইয়াছে। প্রয়োজনের দিক দিয়া তর্জুমানের কলেবর যথেষ্ট নয়, তদুপরি বিভিন্ন স্তম্ভের ভিন্ন ভিন্ন লেখক নাই, আলোচনা ও জওয়াবের যে রীতি তর্জুমান প্রবর্তন করিতে চায়, আমাদের উলামাশ্রেণীর অধিকাংশ তাহাতে অভ্যস্ত নন। আমরা দেখিতেছি আমাদের এসকল অসুবিধা জিজ্ঞাসাকারীগণ লক্ষ করিতেছেননা, জিজ্ঞাসার অতিউৎসাহ আর বাহুল্য দেখিয়া আমরা সত্যই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারিক প্রশ্নসমূহের জওয়াবের উপযুক্ত স্থানগুলি ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হইয়া পড়িতেছে বলিয়াই যে উৎসাহের মাত্রা বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলেও আমরা নিরুপায়! তর্জুমানের পৃষ্ঠাগুলি জিজ্ঞাসার উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট করা আর সমস্ত সময় এই কার্যে ব্যয়করিয়া ফেলা সম্ভবপর নয়। অতএব আমরা আরয করিতেছি যে, তর্জুমানের বর্তমান সংখ্যার কভারে মুদ্রিত জিজ্ঞাসা ও উত্তরের নিয়মাবলীর অনুসরণ নাকরিলে কোন জিজ্ঞাসার জওয়াব তর্জুমানের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইবেনা———সম্পাদক।

২৫। পিতৃহীনা বালিকার বিবাহ

মওলানা কুতবুদ্দীন আহ্‌মদ—

নারায়ণপুর, রাজশাহী।

ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ছুফ্‌য়ান ছওরী ও ইব্‌নোআবিলয়লার অভিমত এইযে, বয়ঃপ্রাপ্তা নাহওয়া পর্যন্ত পিতৃহীনা বালিকার বিবাহ জায়েয নয়। আর খলীফা উমর বিনে আবদুলআযীয, ইমাম— হাছান বছ্‌রী, আতা, তাউছ, কতাদা, আওযায়ী, ইমাম আবুহানীফা ও ইমাম আহ্‌মদ বিনে হাম্বলের অভিমত যে, অপরিণত বয়সেই পিতৃহীনার ওলীরা তাহাকে বিবাহিতা করিতে পারে, অবশ্য পিতৃহীনা নারীত্বলাভ করার সংগে সংগে তাহার বিবাহবন্ধন ছিন্নকরার অধিকারিণী থাকিবে।

প্রথম পক্ষের অভিমতের পোষকতায় দুইটী হাদীছ রহিয়াছে। প্রথম হাদীছে আবুদাউদ ও নছয়ী প্রভৃতি আবুহোরায়রার বাচনিক রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, স্বয়ং— تستامر اليتيمة فى نفسها ইয়াতীমার সংগেই فان سكتت فهو اذنها পরামর্শ করিতে হইবে, وان ابت فلا جواز عليها — যদি সে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকে, তাহাহইলে তাহার মৌনতাই তাহার সম্মতি আর যদি সে অস্বীকার করিয়া বসে, তাহাহইলে তাহার উপর যবরদস্তী করা জায়েয হইবেনা— আবুদাউদ (২) ১৯৪ পৃঃ। উছ্‌মান বিনে মযউনের ইয়াতীমার— বিবাহ ভাংগিয়া দেওয়ার হাদীছ ইমাম আহমদ ও দারকুত্‌নী আবদুল্লাহ বিনে উমরের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন। বিবাহ ভাংগিয়া দেওয়ার সময়ে রছুলুল্লাহ দঃ) স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন,— উছ্‌মানের কন্যা পিতৃহীনা — انها يتيمة ولا تنكح বালিকা! সুতরাং الا باذنها ! তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে তাহার বিবাহ দেওয়া যাইতে পারেনা— নয়লুল আওতার (৬) ১০৪ পৃঃ।

যে বালিকা পিতৃ- واليتيمة الصغيرة التى مات হীনা, তাহাকে 'ইয়া- ابوها — তীমা' বলে,— ইব্‌নেকুদামা, মুগনী (৭) ৩৮৩ পৃঃ। মিছবাহুলমুনীরে আছে, মনুষ্যশ্রেণীর মধ্যে কেহ পিতৃহীন হইলে সে اليتيم فى الناس من ইয়াতীম। বালককে قبل الاب' فيقال : صغير ইয়াতীম বলাহয়,— يتيم' والجمع ايتام ويتامى বহুবচনে ঈতাম ও وصغيرة يتيمة وج ইয়তামা, বালিকাকে ...য়, বহুবচনে ইয়তামা,—১ ... পৃঃ।

সাধার ... ত হাদীছগুলিতে পিতৃহীনা ... — সম্প... রাখা হইয়াছে, বা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সংকলয়িতা বলেন, وهو دليل على ان اليتيمة لا يجبرها وصى ولا غيره ইয়াতীমাকে বিবাহের জন্য যবরদস্তী করার অধিকার তাহার ওছী বা অন্য কাহারো নাথাকার প্রমাণ এই হাদীছে রহিয়াছে— নয়লুল আওতার (৬) ১০৭ পৃঃ। ইমাম তিরমিযী প্রথম হাদীছের জন্য ماجاء فى اكراه اليتيمة على التزويج — অধ্যায় রচনা করিয়াছেন, —"ইয়াতীমাকে বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করা সম্বন্ধে নির্দেশ কি?" হানাফী বিদ্বানগণ হাদীছের উপরিউক্ত তাৎপর্যের অনুসরণ করিয়া ইয়াতীমার ওলীদের জন্য বিবাহ দিবার অধিকার স্বীকার— করিয়াছেন এবং পিতৃহীনাকে সাবালগত্বের সংগে সংগে উক্ত বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করারও অধিকার দিয়াছেন।

কিন্তু রছুলুল্লাহর (দঃ) বাচনিক বিবাহের সিদ্ধতাকে পিতৃহীনা বালিকার সম্মতিসাপেক্ষ রাখা— হইয়াছে এবং আবদুল্লাহ বিনে উমরের সহিত উছমান বিনে মযউনের কন্যার বিবাহ ভাংগিয়া দিবার সময়ে চূড়ান্ত ভাবেই তিনি বলিয়াছিলেন,— ইয়াতীমার অনুমতি ছাড়া ولا تنكح الا باذنها — তাহাকে বিবাহিত করা যাইতে পারেনা। সুতরাং দেখাযাইতেছে যে, আবদুল্লাহ বিনে উমরের সহিত বিবাহক্রিয়ার সম্পাদনকেই রছুলুল্লাহ (দঃ) অস্বীকার করিতেছেন, কারণ উহা ইয়াতীমার অনুমতিসূত্রে সম্পাদিত হয়নাই।

তারপর যে সম্মতির পিছনে হিতাহিত বিবেচনা করার ক্ষমতা ও সুযোগ বিদ্যমান নাই, তাহাকে — সম্মতি বলিয়া আখ্যাত করা যাইতে পারেনা। মোল্লা আলীকারী হানাফী বলিয়াছেন, "অপরিণত বয়স্কা পিতৃহীনার স্বীয় বিবাহের জন্য অনুমতি বা অসম্মতি প্রদান করার কোন অর্থই হয়না। রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক ইয়াতীমার নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করার — আদেশ দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, তিনি ইয়াতীমার বিবাহের বৈধতার জন্য সাবালগত্বের শর্ত নির্ধারিত করিয়াছেন। অতএব হাদীছের তাৎপর্য দাঁড়াইতেছে যে, ইয়াতীমা নারীত্বে পদার্পণ না করা পর্যন্ত এবং নারীত্ব লাভ করার ... নিকট হইতে অনুমতি নাপাওয়া ... বাহ সিদ্ধ হইবেনা," —(মিরকাৎ ... ২) ...৭ পৃঃ।

পিতৃহীনা ব... অধিকার ...ন বিদ্বান ত... করিয়া- ...তায় ছুরত- ...স্থত করিয়া থাকেন,

وان خفتم ان لا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ماطاب لكم من النساء — যদি তোমরা এরূপ আশংকা কর যে,— ইয়াতীমদের সহিত সৎ ও নিরপেক্ষ আচরণ বজায় রাখিতে পারিবেনা, তাহা হইলে (উহাদের পরিবর্তে) নারীদের মধ্য হইতে যাহাকে পছন্দ হয় তোমরা তাহাকে বিবাহ কর। ইমাম আহমদ ও পরবর্তী বিদ্বানগণের মধ্যে হাফিয ইব্নে হজর — উপরিউক্ত আয়তের সাহায্যে পিতৃহীনা বালিকাকে বিবাহিত করার বৈধতা প্রমাণিত করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, অসৎ ও পক্ষপাৎমূলক আচরণের আশংকা না থাকিলে ইয়াতিমাকে বিবাহ করা ও দেওয়া উপরিউক্ত আয়তের সাহায্যে জায়েয প্রমাণিত হইতেছে।

আমার বিবেচনায় প্রমাণের পরিগৃহীত পদ্ধতি এবং সিদ্ধান্ত সঠিক নয় কারণ "মফহুমে মুখালিফ" দ্বারা বৈধতার প্রমাণ কিয়াছের অন্যতম প্রকরণ এবং কিয়াছ দ্বারা ছহীহ হাদীছের নির্দেশ রূপান্তরিত হয় না। দ্বিতীয় কথা এই যে, উল্লিখিত আয়তে যাহাদিগকে বিবাহ করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে — তাহাদিগকে নিছা অর্থাৎ নারী বলা হইয়াছে, সুতরাং "মফহুমেমুখালিফ" দ্বারা যে অনুমতি অনুমান করা হইতেছে তাহা নারীকে বিবাহ করার, বালিকাকে নহে এবং নারীত্ব লাভ করার পর কেহ ইয়াতীমা— থাকেনা, শব্দ এবং তাৎপর্য কোনদিক দিয়াই নয়, ইয়ুতুম অর্থাৎ ইয়াতীমী সম্পর্কে রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, ইহ্তিলামের পর— لا يتم بعد احتلام — ইয়াতীমী নাই। অতএব উল্লিখিত আয়ত দ্বারা— পিতৃহীনা বালিকা নারীত্ব লাভ নাকরা পর্যন্ত তাহাকে বিবাহিত করার সিদ্ধতা প্রমাণিত হয়না এবং প্রদত্ত ব্যাখ্যার সাহায্যে আয়ত ও হাদীছের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্যও থাকে না।

মোটকথা, বালিগা না হওয়া পর্যন্ত পিতৃহীনার বিবাহের অসিদ্ধতার উক্তি বলিষ্ঠ এবং কোরআন ও হাদীছের দলীলের সহিত অধিকতর সুসমঞ্জস। কিন্তু মছআলাটী মতভেদ মূলক হওয়ায় আমার বিবেচনায় কোন ইয়াতীমাকে তাহার ওলী বিবাহিত করিয়া থাকিলে এবং উক্ত বিবাহ তাহার মনঃপূত না হইলে সাবালগত্ব লাভের সংগে সংগে মুছলমান বিচারকের নিকট হইতে অথবা আপোষ সম্মতি দ্বারা বিবাহ — বন্ধন ছিন্ন করিয়া লওয়া উচিত এবং ইহার জন্য ইদ্দত প্রতিপালন করিতে হইবেনা আর প্রকৃত পক্ষে যাহা সঠিক তাহা আল্লাহ অবগত আছেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২৬। পাগলের বিবাহ বিচ্ছেদ।

মোহাঃ লুকমানআলী সরকার,—

বীরমল্লিকপুর বাউণী বাংগালী, ময়মনসিংহ।

আছগর আলী প্রকৃত পাগল কিনা, তাহার — মীমাংসা অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা করিতে পারেন। নারী তাহার পাগল স্বামীর সহিত বিবাহ বন্ধন ছিন্ন — করিবার অধিকারিণী কিনা, সে সম্পর্কে বিদ্বানগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এবিষয়ে রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক সঠিক ভাবে কিছুই বর্ণিত— নাই, আর ছাহাবাগণের মধ্যে গোড়াগুড়ি হইতেই এ সম্পর্কে মতদ্বৈধতা ঘটিয়াছে। হযরত উমর, আবদুল্লাহ বিনে উমর, আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছ প্রভৃতি বলিয়াছেন, চারি-প্রকার দোষ ছাড়া অন্যকোন কারণে বিবাহ বাতিল হইতে পারেনা : لايرد النكاح الا من العيوب الاربعة : من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج - মস্তিষ্ক বিকৃতি, কুষ্ঠ, ধবল ও গুপ্তাংগের পীড়া : হযরত আলীর বাচনিকও এই উক্তি বর্ণিত আছে, কিন্তু তাঁহার প্রমুখাৎ ইহাও রেওয়ায়ত করা হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন,— ايما رجل تزوج امرأة مجنونة اوجذماء او برصاء اوبها قرن فهى امرأته' ان شاء طلق وان شاء امسك - যে পুরুষ এমন কোন নারীকে বিবাহ করিয়াছে যাহার মস্তিষ্ক বিকৃতি, কুষ্ঠ, ধবল অথবা যাহার যোনিতে হাড় বা মাংসবৃদ্ধি হইয়াছে, সে নারী উক্ত পুরুষেরই স্ত্রী, সে ইচ্ছা করিলে স্ত্রীকে তালাক দিতেপারে। আবদুল্লাহ বিনে মছ্উদ বলেন لاينفسخ النكاح بعيب - কোন দোষের দরুণ বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইতে পারেনা। ছাহাবাগণের উক্ত মতভেদের ফলে তাবেয়ী এবং ইমামগণের মধ্যেও এই বিষয়ে মতানৈক্য ঘটিয়াছে। ইব্নেমছ্উদের অনুসরণে ইব্রাহীম নখ্য়ী, আতা, আবুয্যনাদ, ইমাম আবুহানীফা, কাযী আবুইউছুফ, ইব্নো আবিলয়লা, ছুফ্য়ান ছওরী এবং যাহেরী আহ্লেহাদীছগণ পাগল প্রভৃতির বিবাহবন্ধন ছিন্নকরার অনুমতি দেননাই, তালাকের ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য ছাহাবাগণের অনুসরণ করিয়া ছঈদ বিনুল মুছাইয়েব, ইব্নে শিহাব যুহ্রী, জাবির বিনে যয়েদ, রবীআতুর-রায়, ইমাম মালিক, ইমাম লয়েছ বিনে ছঅদ, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহ্মদ, হাছান বিনে হাই প্রভৃতি পাগলের বিবাহ ছিন্নকরার অনুমতি দিয়াছেন, কিন্তু মোহর সম্বন্ধে আবার তাঁহারা বড়ই গোলযোগ বাধাইয়াছেন। দেখ ছুনমুলবয়হকী (৭) ২১৪, আল্-মুহাল্লা (১০) ১১০—১১৩ পৃঃ।

ফলকথা, পাগল বা কুষ্ঠরোগীর সহিত বিবাহ-বিচ্ছেদ কোরআন ও ছহীহ ছুন্নতদ্বারা প্রমাণিত— নাহইলেও ছাহাবা ও বিদ্বানগণের বৃহত্তম দল ইহা সমর্থন করিয়াছেন। ইমাম শওকানী বলেন,— وقد ذهب جمهور اهل العلم من الصحابة فمن بعدهم الى انه يفسخ النكاح بعيوب - ছাহাবা এবং পরবর্তী বিদ্বানগণের বৃহত্তম দল রোগ বা খুঁতের দরুণ বিবাহবন্ধন— ছিন্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন অবশ্য রোগ ও খুঁতের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে— নয়লুলআওতার (৬) ১৩৪ পৃঃ। স্ত্রীর যে-সকল দোষের জন্য পুরুষ তাহার সহিত বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিতে পারে, ان المرأة يرد بذلك نكاحها اذا وجدته فى زوجها - পুরুষের মধ্যেও স্ত্রী— সেইরূপ দোষ দেখিতে পাইলে সেও বিবাহবিচ্ছেদের অধিকারিণী হইবে,— আল্মুহাল্লা (১০) ১১২ পৃঃ।

আমার বিবেচনায় কোরআন ও ছুন্নতের মূল-নীতি,— وعاشروهن بالمعروف - নারীদের সহিত সদ্ভাবে দাম্পত্যজীবন যাপন কর, এই নীতির সহিত জম্হুরে ছাহাবার অভিমত অধিকতর সু-সমঞ্জস। পাগলের সহিত সদ্ভাবের জীবনযাপন করা দুরূহ, বিশেষতঃ যদি সে নারীর প্রতি তার যথাকর্তব্য পালন করিতে অক্ষম হয়। স্ত্রী যদি পুরুষের অক্ষমতার জন্য ছবর করিতে পারে, ভাল, নতুবা — তাহার পক্ষে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া উচিত, কিন্তু ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত কারণে যদি তালাক সম্ভবপর নাহয়, তাহাহইলে নারীর মুক্তিলাভের জন্য বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার তাহার থাকা উচিত এবং হয্রত উমর প্রভৃতি ছাহাবাগণ সেই অধিকার নারীকে দিয়াছেন এবং ইহাই যুক্তিসম্মত। অবশ্য এই বিচ্ছেদ মুছলমান শাসনকর্তার অনুমতি সাপেক্ষ হইবে, ইমাম ইব্নে কুদামা বলেন,—— ويحتاج الفسخ الى حاكم لانه مجتهد فيه كفسخ العنة وللاعسار بالنفقة বিচ্ছেদের জন্য শাসনকর্তার আদেশ আবশ্য কারণ বিষয়টি বিবেচনাসাপেক্ষ ভরণপোষণ দানে অসমর্থ তদন্ত সাপেক্ষ, আল্-মুগনী (৭)। -নীর

আল্লাহ অবগত ঌ

www.ahlehadeethbd.org

সাময়িক প্রসঙ্গ

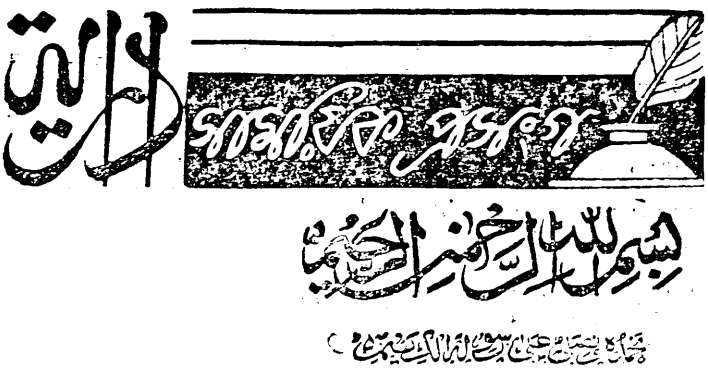

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

নববর্ষের সম্ভাষণ,

আল্লাহ তাআলার অনন্ত দয়া এবং অপার— অনুগ্রহে **তর্জুমানুলহাদীছ** তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। নববর্ষের সূচনায় আমরা তর্জুমানের সমস্ত গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক ও পাঠিকার খিদমতে আমাদের সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি। বিশেষতঃ যাঁহারা আমাদের সমুদয় ত্রুটী, বিচ্যুতি ও— অসুবিধার বৃত্তান্ত অবগত হইয়াও আমাদিগকে লক্ষ্যপথে অবিচলিত থাকিয়া আগাইয়া চলার জন্য উৎসাহ দান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা আমাদের— অকপট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তর্জুমানের জন্য তাঁহারা যে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও মমতা প্রকাশ করিয়াছেন, আমাদের ভাবী ছফরের জন্য তাহা আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদে পরিণত হউক! তর্জুমান কোরআন ও— হাদীছের যে মংগল-প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে, 'জাহেলীয়তে'র অন্ধ যবনিকাকে ছিন্ন করিয়া তাহার আলোক শিখা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি প্রান্তকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলুক, হিদায়তের প্রভু বিশ্বপতি আল্লাহর দরবারে এই আকুল প্রার্থনা নিবেদন করিয়া এবং দীনাতিদীনের এই প্রার্থনায় পাঠক পাঠিকাদিগকে— **আমীন** বলার অন… …নাইয়া আমরা আবার লেখনীর ছফর … …াম।

ـاـذـد … كمنـد كو نـه وباز

ـر اـذـد ! … بمس هـ

…উল আ… …পো,

…র্ষিক যাত্রা— বসন্তের মধুমাসে আরম্ভ করা হইল। ঋতুরাজের চান্দ্র মাসেই মানব মুকুট আল্লাহর হবীব মোহাম্মদ রছুলুল্লাহর (দঃ) তৃষিত ধরণীবক্ষে আবির্ভাব ঘটিয়াছিল আর এই মধুমাসেই তিনি তাঁহার সর্বাপেক্ষা আপনজনের—— 'রফীকে আ'লা'র সান্নিধ্যলাভের উদ্দেশ্যে বসুন্ধরার মায়া— কাটাইয়া মহাযাত্রা করিয়াছিলেন। জন্ম যদি আনন্দের কারণ হয়, তাহা হইলে মৃত্যু বিষাদের স্মৃতি হইবে না কেন? পাওয়ার সুখ অপেক্ষা যদি হারানোর দুঃখ মর্মন্তুদ হয়, তাহাহইলে যে অমূল্য-নিধিকে লাভ করিয়া জগদ্বাসী এই মাসেই হারাইয়াছে, বিয়োগবিধুর মানব তার জন্য শোকে অধীর হয়না কেন? কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে শুধু জন্ম আর শুধু মৃত্যু সুখ ও দুঃখের কারণ নয়, ধরণীর বাগীচায় বসন্ত ও নিদাঘ কোলাকুলি করিতেছে, মহাকালের হস্তে যেমন— শরাবের পিয়ালা রহিয়াছে, তার স্কন্ধে তেমনি শবদেহও ঝুলিতেছে!

درين چمن كه بهار وخزان هم آغوش است !

زمانه جام بدست وجنازه بردوش است !

মানবত্বকে জন্ম ও মৃত্যুর উর্ধে স্থান দান করার জন্য আবেহায়াতের পিয়ালা যে ছাকী পরিবেশন— করিয়াগিয়াছেন, সাধারণ হিরো এবং নেতাদের— পরিত্যক্ত ধুলিধুসরিত আসনে তাঁহাকে বসাইয়া দিয়া তাঁর জন্ম মাসের স্মরণে উল্লসিত এবং তাঁর মৃত্যু— তিথির কল্পনায় দুঃখিত হওয়ার ভিতর তাঁর কোনই গৌরব নাই। কৃত্রিম সুখ দুঃখের অনুভূতি দ্বারা মানুষের চেতনা যখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছিল, মায়া মরীচিকার পিছনে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতে

www.ahlehadeethbd.org

করিতে মানবত্ব তার গৌরবের হিমাদ্রিশিখর হইতে নিপতিত হইয়া অসীমলাঞ্ছনার অথাত সলীলে হাবুডুবু খাইয়া মরিতেছিল এবং তার করুণ ক্রন্দনে ধরণীর অণুপরমাণু অশ্রুসিক্ত হইতেছিল, মানুষের প্রকৃত— সম্বিতকে ফিরাইয়া— আনিয়া ধরিত্রীর হৃদয়-বিদারক আর্তনাদের অবসান ঘটাইয়া মানবত্বকে তাহার বিচ্যুত মর্যাদার আসনে উত্তোলিত করিয়া বসুন্ধরার মুখে আনন্দ ও তৃপ্তির হাসি ফুটাইয়া তোলার জন্য ঋতুরাজের সমাগমে রছুলগণের সম্রাট মোহাম্মদ মুছ্তফার (দঃ) আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু হায়! বঞ্চিত মানব-সমাজের জন্য যে অমৃতমগ্ন ধরণী তিনি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি অণুপরমাণু আজিকার রবীউল-আউওয়ালে সন্দেহ ও অবিশ্বাস, বিভেদ ও সংগ্রাম— এবং শোষণ ও অত্যাচারের বিষবাষ্পে বিদগ্ধ ও বিষাক্ত হইয়া পড়িয়াছে। পাপ ও স্বার্থপরতার রাহুগ্রস্ত — অমানিশাকে পুণ্য ও প্রেমের কনক প্রভায় মিশাইয়া ফেলার জন্য চৌদ্দশত তেইশ বৎসর পূর্বে রবিউল-আউওয়ালের যে চন্দ্র— উদিত হইয়াছিল, অনাচার, অত্যাচার ও ব্যভিচারের রুধিরারক্ত আজিকার চাঁদ কি সেই রবিউল-আউওয়ালেরই? পঞ্জিকা ও পুঁথির হিসাব গণনা করিয়া এবং বর্তমানকে বিস্মৃত হইয়া শুধু পুরাতনের স্মৃতি লইয়া আনন্দে উল্লসিত হওয়ার ভিতর জলন্ত বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়া আত্মপ্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন সার্থকতা নাই। ১৩৭১ বৎসর পূর্বে — অন্ততঃ বিয়াল্লিশ বৎসর ধরিয়া মানবজীবনে শান্তি, সুখ ও পবিত্রতা বিতরণ — করার জন্য রবিউল-আউওয়াল যেভাবে বার বার উদিত হইয়াছে, আজিকার দগ্ধিভূত ও নিষ্করুণ পৃথিবীতে সেইভাবে রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রবর্তিত জীবন দর্শন——ইছ্লামের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য মৃত্যুপণ করাই হইতেছে রবীউল-আউওয়ালের একমাত্র প্রেরণা! এ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইবে —— কে? মহাকবির— ভাষায় বলি,

بیاتا گل برافشانیم
ومئے درساغراندازیم !
فلک راسقف
بشگافیم
وطرح نودرا

এসত ... ন ছড়াই,
পি ... ঢালি!
আকা
আর (ইছলাে

বন্ধুবর্গের খিদমতে—

ছালাম মছ্নুন পর আরয,

যাঁহারা আমার অসুখ বৃদ্ধির সংবাদে উৎকণ্ঠিত হইয়া আমার জন্য দোআয় ইউনুছের খতম পড়িয়াছেন বা নফ্লী রোযা রাখিয়াছেন অথবা সম্মিলিত ও এককভাবে দোআ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে আমি আমার আন্তরিক শোক্রীয়াহ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

যাঁহারা আমাকে সুস্থ ভাবিয়া তাঁহাদের সভা-সমিতিতে যোগদান করার জন্য অনবরত চিঠিপত্র লিখিতেছেন, তাঁহাদিগকে জানাইতেছি যে, আমার শারীরিক অবস্থা এমন পর্যায়ে উপস্থিত হইয়াছে যে, কোন স্থানে যাতায়াত করা আমার পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নয়। আমার অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখিয়া তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক সভাসমিতির জন্য আমাকে অনুরোধ না করিলে আমি অতিশয় বাধিত হইব।

শারীরিক দুরবস্থা আর 'তর্জুমান' লইয়া ব্যস্ত থাকার জন্য বন্ধুবান্ধবের স্তূপীকৃত চিঠিপত্রের জওয়াব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠেনা, এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য আমি সকলের কাছে ক্ষমা চাহিতেছি এবং আমার জন্য দোআর প্রার্থনা— জ্ঞাপন করিতেছি।

তর্জুমান অফিস — আহ্কার—
পাবনা, ১১।১।৫২ — মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কা

Contents

কাশ্মীরের অদৃষ্ট.

যে কয়েকটী বুনিয়াদী প্রস্তাবে একমত না হওয়ায় ফলে ডক্টর গ্রাহাম তাঁহার দৌত্যে বিফলমনোরথ হইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, প্যারিসের এক সংবাদে সেগুলির বিবরণ প্রকাশলাভ করিয়াছে। যুদ্ধবিরতি সীমানার পাকিস্তানী ইলাকা হইতে পাকিস্তান ও সীমান্তাঞ্চলের সমুদয় লোক চলিয়া যাইবে। পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীকে কাশ্মীর অঞ্চল হইতে সরাইয়া আনা হইবে। স্বয়ং আযাদ কাশ্মীর বাহিনীকে ব্যাপকভাবে ভাংগিয়া দিয়া নিরস্ত্র করা হইবে। যুদ্ধবিরতি সীমানার ভারতীয় ইলাকা হইতে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বৃহৎ অংশ অপসারিত হইবে। উপরি-উক্ত দফা প্রতিপালিত হওয়ার পর জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের অবশিষ্ট হিন্দুস্তানী ও কাশ্মীরের রাজার সৈন্যদলও এমনভাবে কমাইতে বা সরাইতে হইবে যে, ১৯৫২ সালের ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি সীমানার উভয় অঞ্চলে সশস্ত্র নাগরিক সৈন্যছাড়া অন্যকোন সৈন্যদল যেন মওজুদ নাথাকে। ভারত ও পাকিস্তান উভয়রাষ্ট্র মিলিতভাবে সৈন্য-অপসারণের উল্লিখিত মীআদ বাড়াইতে পারিবেন। সৈন্য অপসারণের শেষ-দিবসের পূর্বে ভারতরাষ্ট্র গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থাপক নিয়োগ করিবেন। ভারতরাষ্ট্র সৈন্য অপসারণ এবং গণভোটের ব্যবস্থাপক নিয়োগকরার প্রস্তাব অস্বীকার করিয়াছে। সরকারী মহলে গ্রাহাম সাহেবের ব্যর্থতার কি প্রতিক্রিয়া দেখাদিয়াছে, তাহা জানা নাগেলেও এটুকু বুঝিতে পারাযাইতেছে যে. এসম্পর্কে অধিকতর গড়িমসি করা পাক সরকারের অভিপ্রেত নয়, যদি গ্রাহাম সাহেবকে আরও কিছু অবসর দেওয়াহয় কিংবা শান্তিপরিষদ তাঁহার পরিবর্তে কোন নূতন সদস্য নিয়োগ করিতে [illegible] কিস্তান সরকার হয়তো তাহা সমর্থন [illegible] ান্তিপরিষদ গ্রাহাম— সাহেবের প্রস্ত [illegible] জন্য অতঃপর কি পন্থা অবলম্বন করিতে [illegible] পে তাহাই [illegible] জন্য উ [illegible] আমাদের [illegible] হইবার কোন [illegible] াশ্মীর সম্পর্কে রাষ্ট্র-সংঘের উপর একান্ত নির্ভরশীলতা এবং সংঘের গড়িমসি নীতি কাশ্মীর সমস্যাকে ক্রমশঃ জটিলতর এবং পাকিস্তানের পক্ষে অতিশয় মারাত্মক করিয়া তুলিতেছে। আমরা বহুবার বলিয়াছি যে, কাশ্মীরে ভারতের 'যবর দখল' তাহার পক্ষে লাভ ছাড়া ক্ষতির কারণ নয়, যতদিন সে এই দখল চালাইয়া যাইতে পারিবে, মুফ্‌তের মাল উপভোগ করার সুবিধা সে পাইতে থাকিবে, কিন্তু এই অস্বাভাবিক অবস্থার বিরামহীনতা দুঃসহ পরিবেশের স্বাভাবিকতাই—জনসাধারণের মনে ধীরে ধীরে বদ্ধমূল করিয়া চলিবে। এই সাংঘাতিক মনস্তাত্বিক বিপর্যয় হইতে রক্ষাপাওয়ার জন্য পাক সরকারের এমন কোন সক্রিয় পন্থা অবিলম্বে অবলম্বন করা উচিত, যাহার ফলে কাশ্মীর সম্বন্ধে শান্তিপরিষদের মোহনিদ্রা টুটিয়া যাইতে বাধ্য হয়। যতক্ষণ না নৈতিক চাপের পরিবর্তে শান্তিপরিষদ কোন সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করিতে পারিতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পরিষদের কোন প্রস্তাবে কর্ণপাত করার জন্য ভারতরাষ্ট্রকে বাধ্যকরা সম্ভবপর নয়। অতীতে ইহার বহু নযীর রহিয়াছে আর নৈতিক বাধ্যবাধকতা বলিয়া দুন্য়ায় যে কোন বালাই নাই, ভারত তাহার ইংগ-মার্কিন গুরুদেবদের নিকট হইতেই প্রকৃতপক্ষে সে শিক্ষা অর্জন করিয়াছে। জুনাগড় মংরোল ও হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি মুছ্‌লিম রাষ্ট্রগুলিকে ভারত যেরূপ বেমালুমভাবে গলাধঃকরণ করিয়াছে, তাহাতেই—পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারাগিয়াছে যে, যে নৈতিক বাধ্যবাধকতার পিছনে সক্রিয়শক্তি বিদ্যমান নাই, তাহার ধার ভারতরাষ্ট্র কিপরিমাণ ধারিয়া থাকে। অতীতে শুধু নীতিজ্ঞান এবং শান্তির মোহে পড়িয়া পাকিস্তানকে যে বিপুল ক্ষতিস্বীকার করিতে হইয়াছে শান্তিপরিষদ আর আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ফাঁদে পড়িয়া আমাদের শাসনকর্তাগণ কাশ্মীরের বেলায় আবার তাহারই পুনরাবৃত্তি ঘটিতে দিবেন কি? পাকিস্তানের জন্য ইংগমার্কিন শক্তি ভারতের—ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে কি কোন সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করিবে?

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভারতের নির্বাচনী সংগীত,

ভারতের নির্বাচন মহড়ায় জনসংঘ, হিন্দুসভা আর প্রজাপরিষদ তাহাদের সাফল্যের জন্য যে সংগীত লহরীর সুরে ভারতের আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া তুলিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্তসার এই যে,—

(ক) আমরা ভারত বিভাগ স্বীকার করিনা!

(খ) মুছলমানদিগকে ভারতে হিন্দু হইয়া—থাকিতে হইবে, নতুবা তাহারা ভারত পরিত্যাগ করুক!

(গ) আমরা ভারত ও পাকিস্তানকে এক—করিয়া ছাড়িব!

(ঘ) পাকিস্তান আমাদের শত্রু!

(ঙ) মুছলমানের সংগে আমাদের বন্ধুত্ব—অসম্ভব।

একদিকে হিন্দুজনতাকে এই ভাবে মুছলমানদের পিছনে লেলাইয়া দিয়া তাহাদের ভোট সংগ্রহ করা হইতেছে, আর অপর দিকে?

নির্বাচন দ্বন্দ্বে ভারতের মুছলমানরা স্বাভাবিক ভাবে কংগ্রেসকে সমর্থন করাই সমীচীন মনে করিয়াছিলেন। পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরুর ন্যায়—দুই, চারিজন হিন্দু নেতা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে কতকটা সজাগ থাকিলেও—তাঁহাদের সংখ্যা এতই নগণ্য যে, ভারতের হিন্দু জনসাধারণ তাহাদের নেতাদের প্ররোচনায় সাম্প্রদায়িকতার বিষ আকণ্ঠ পান করিয়া মদমত্ত হইয়া যে ভাবে লম্ফঝম্প করিতেছে, তাহার ফলে তাহারা মুষ্টিমেয় সোশ্যালিষ্ট বা কংগ্রেসীদের আদৌ পরওয়া করিতেছেনা। ফলে মুছলমানদের মিলিত ভোট নীতির দিক দিয়া যতটা হউক না হউক, প্রাণের দায়ে কংগ্রেসী ও সোশ্যালিষ্ট প্রার্থীদেরই প্রাপ্য—হইয়া পড়িলেও জনসংঘ ও হিন্দুমহাসভা এ দিক দিয়াও তাঁহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। মুছলমানরা যাহাতে কংগ্রেসকে ভোট দিতে না পারে বরং তাহাদিগকেই ভোট দিতে বাধ্য হয়, তজ্জন্য তাহারা মুছলমানদিগকে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের ভয় প্রদর্শন করিতেছে, কেহ বলিয়া বেড়াইতেছে, মুছলমানরা আমাদিগকে ভোট না দিলে ১৯৪৭ সালের—পুনরভিনয় ঘটিবে। কেহ কেহ জনসংঘের বিরোধকে ভারতের শত্রুতার নামান্তর বলিয়া প্রচার করিতেছে। ভারত সরকার সমস্তই দেখিতেছেন, শুনিতেছেন, আর নিজেদের অসহায় অবস্থার জন্য গণতন্ত্রের—গগনভেদী কোলাহলের ভিতর আত্মগোপন করিয়া আছেন। আম্বালার জনসভায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সে দিন আস্ফালন করিয়া বলিয়াছেন, সে দিন অতি অদূরে, যে দিন পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে আগত হিন্দু শরণার্থীদের সৈন্যবাহিনী লাহোর ও রাওয়ালপিণ্ডির দিকে মার্চ শুরু করিয়া দিবে, কিন্তু এ-ব্যাপার আমরা কংগ্রেসী শাসনকে যে দিন ধরাশায়ী করিব, তারপর ঘটিবে। তিনি আরও বলিয়াছেন, জনসংঘ ক্ষমতালাভ করার সংগে সংগে পাকিস্তান ও ভারতকে যুক্ত করিয়া ফেলিবে। পাকিস্তান ভারতের উপার্জনের—উপর স্ফূর্তি চালাইতেছে, ইহা কিছুতেই বরদাশ্ত করা হইবেনা। শিমলার সভাতেও মুখার্জী ঐসকল কথার পুনরুক্তি করিয়াছেন এবং দাঙ্গার ভয় দেখাইয়াছেন।

হিন্দুস্তানের মুছলমানদের ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে—আমাদের কোন বক্তব্য নাই। ভারত সরকারের পরিগৃহীত অকর্মণ্য ও স্বার্থপর নীতির ফলেই যে আজ ভারতে অরাজকতার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে বিষয়ে আমরা তিলার্ধ সন্দেহও পোষণ করিনা এবং কংগ্রেসকে সমর্থন করা সত্বেও যে ভারত রাষ্ট্রে মুছলমানরা রক্ষা পাইতে পারেনা, সে সম্পর্কে আমরা ক্রমশঃ দ্বিধাহীন হইয়া পড়িতেছি। কিন্তু পাকিস্তান ও মুছলিম বিদ্বেষের এই শয়তানী নৃত্য পাকিস্তানীরা যে কিছুতেই আর বরদাশত করিতে প্রস্তুত নয়, সে সম্পর্কে আমরা আমাদের কর্তৃ[illegible] অবহিত হইতে অনুরোধ করি। তাঁহারা ভ[illegible] গালভারী ভাবকে লক্ষ করিয়া এই সে [illegible] যারা" দলটাকে গলাটিপিয়া[illegible] পবিত্রতা রক্ষাকল্পে অক[illegible] দিকদিগকে [illegible] প্রদর্শন করিতে[illegible] রাষ্ট্রের সংখ্যাগুরুদে[illegible]

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ও স্বাধীনতা ভোগ করিতেছেন না? অথচ পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভারত রাষ্ট্রের এই নির্লজ্জ ও কাপুরুষোচিত অপপ্রচারণা পাকিস্তানীদিগকে চিরকাল কি নীরবেই শুনিয়া যাইতে হইবে?

দেশরক্ষার নূতন তোড়জোড়,

করাচীর ২২শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ—যে, পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল একটী বিশেষ—অর্ডিন্যান্স দ্বারা পাক নাগরিকদের আত্মরক্ষার সমুচিত ব্যবস্থা করার ভার পাকিস্তান সরকারের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। এই অর্ডিন্যান্স সূত্রে সরকার—বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করার, জনসাধারণকে আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা দিবার, সেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করার এবং আত্মরক্ষার অন্যান্য যাবতীয় উপায় নির্ধারণ করিবেন। আত্মরক্ষা উপলক্ষে এক অঞ্চল হইতে অধিবাসীবর্গকে অন্য অঞ্চলে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইবে। অগ্নিকাণ্ড হইতে রক্ষা করা, প্রাইভেট ও সরকারী ঘর বাড়ী, বড় বড় বন্দর এবং সন্নিহিত অঞ্চলগুলি, কলকারখানা, খনি, এবং ব্যাপক জনস্বার্থ সম্পর্কিত অনুষ্ঠানসমুহের হিফাযতের উপায় নির্ধারিত হইবে। মানুষকে ব্যক্তিগত ভাবে বাঁচাইবার, সম্পত্তি ও সরকারী কাগজপত্র—রক্ষা করার ব্যবস্থা নির্দেশিত হইবে। বিদ্যুৎ, শব্দ এবং যানবাহনাদি নিয়ন্ত্রিত হইবে। উপরিউক্ত অর্ডিন্যান্স সূত্রে কেহ প্রবর্তিত নিয়মকানুনের ব্যতিক্রম করিলে তাহাকে ৫ বৎসরের কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড কিংবা উভয়বিধ শাস্তি প্রদত্ত হইতে পারিবে। অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে কোন আপীল চলিবেনা।

বিশেষ গুরুতর অবস্থার জন্য বিশেষ যরুরী আঈনের প্রয়োগ প্রয়োজনীয় এবং উহার যথাযথ অনুসরণও বাঞ্ছনীয়, কিন্তু যে যরুরী অবস্থার জন্য যরুরী আঈনের প্রয়োগ ... বেচিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে নাগ ... ন্য সম্পাদন করা অধিকতর আবশ্য ... নাগরিকদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থ ... জন্যই অব- ... দের মাথায় ... তাহার সম্যক

উপলব্ধিই হইতেছে আত্মরক্ষা প্রচেষ্টার প্রধানতম প্রেরণা। এ প্রসংগে আমরা ইহাও বলিয়া রাখিতে চাই যে, আত্মরক্ষার শুধু বস্তুতান্ত্রিক উপায়কে যথেষ্ট মনেকরা ইছলামী রাষ্ট্রের স্বভাব হওয়া উচিত নয়। ব্যক্তির জীবন ও মৃত্যু যেমন একজন পরম প্রভুর শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করে, জাতীয়জীবনের শান্তি ও অভয় এবং সংকট ও ভয় আর এগুলির ফলাফলও তেমনি সেই একমাত্র প্রভুরই ইচ্ছা ও ইংগিত সাপেক্ষ। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠি কি একথা বিশ্বাস করেননা? যদি ইহার উপর তাঁহাদের আস্থা থাকে, তাহাহইলে সেই সংকটতারণ এবং একমাত্র রক্ষাকর্তার আশ্রয়লাভের জন্য তাঁহারা কিউপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন?

ভগ্নীদের খিদ্‌মতে,

প্রত্যেক নিয়মেরই কতকগুলি ব্যতিক্রম রহিয়াছে, এই সকল ব্যতিক্রম বাদ দিলে ভগ্নীগণের বুদ্ধিমত্তার নযীর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বেশী খুঁজিয়া পাওয়া—যাইবেনা। এইরূপ একটী নযীর যাহা অতীতের—রেকর্ড ব্রেক করিতে পারে আমাদের অত্যাধুনিকা প্রগতিশীলা বেগম ছাহেবাদের এক দাবীর ভিতর দিয়া সম্প্রতি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আমাদের এই শ্রেণীর ভগ্নীরা দাবী করিতেছেন—একাধিক বিবাহের অনুমতি আইনের সাহায্যে রহিত করা হউক!—একাধিক বিবাহ ইছলামে অবশ্যকর্তব্য নয়, প্রয়োজনের তাকীদে উহার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে মাত্র। কিন্তু আমাদের বিবস্ত্রা ভগ্নীরা নগ্ন সৌন্দর্যের প্রদীপ জ্বালাইয়া যেরূপ প্রকাশ্যভাবে পুরুষ পতংগ শিকার কর'ব কাজে মাতিয়া উঠিয়াছেন, তাহা "এক নারীতে নিষ্ঠা" আন্দোলনের সহিত কিরূপ অপূর্ব ভাবে—সুসমঞ্জস, তাহা বেগম ছাহেবারা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? তাঁহারা নিজেরাই যে পুরুষের যৌন বুভুক্ষার ইন্ধনে পরিণত হইতেছেন এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে ডজন ডজন নারীর সহিত পুরুষদের গান্ধর্ব বিবাহের সুযোগ করিয়াদিতেছেন, সেকথা মুহূর্তের তরেও—তাঁহাদের মনে উদিত হইলে তাঁহারা যুগপৎভাবে এই দুইটী পরস্পর বিরোধী আন্দোলনে কিছুতেই অবতীর্ণা হইতেননা। আরাবী সাহিত্যে একটা কথা আছে—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"বৃষ্টিতে ভিজার ভয়ে নালার নীচে দৌড়ান", আমাদের বেগম ছাহেবাদের বুদ্ধিমত্তা কি এই প্রবাদবাক্যের সত্যতা প্রমাণিত করিতেছে না?

পাকিস্তানে ইছ্‌লামের ভবিষ্যৎ কি?

আমরা প্রত্যহই আমাদের নেতৃবর্গ ও শাসক-গোষ্ঠির মুখে পাকরাষ্ট্রের দৈনন্দিন উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা লাভের সংবাদ শুনিয়া অপ্যায়িত হইতেছি। হয়তো তাঁহাদের রেওয়ায়তের কতকাংশ সত্য আর ব্যর্থ-শাসন, অনিয়ম, অনাচার, শোষণ, জনগণের অনসন মৃত্যু, নগ্নতা, অশান্তি ইত্যাদির যেসব করুণ ও চাঞ্চল্য-কর কাহিনী খুলনার দুর্ভিক্ষ, পাটের দর, লবণের—কেলেংকারি এবং প্রোডার মামলাগুলির ভিতর—দিয়া অবিরামগতিতে মানুষের মনে এক অসহায় ও আতংক ভাব সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, সেগুলির অধি-কাংশ শত্রুমহলের রচা কথা! কিন্তু যেসকল ব্যাপারে পৃথিবীর সমুদয় রাষ্ট্রের স্বার্থ অভিন্ন, কেবল সেই—সকল বিষয়ে যদি পাকিস্তান প্রথম আছমানকেও ডিং-গাইয়া গিয়া থাকে, তাহাতে আযাদ-পাকিস্তান-রাষ্ট্র কায়েম করার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইতে পারেনা। কতকগুলি ভদ্রলোক, যাহারা দৈবাৎ মুছলমানের ঘরে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, ইছ্‌লাম, ইছ্‌লামের নবী এবং উহার বিধান কোরআন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতার দর্পে ইছ্‌লামের সমুদয় অনু-শাসন, বিধিনিষেধ, আচার ও সংস্কারকে চুলায় দিয়া গুরুগণ-পন্থার অনুসরণে হিন্দুয়ানী, ফিরিংগী, রুশীয় অথবা পাঁচমিশালী তরীকায় যাহাতে নেতৃত্ব ও শাসন কর্তৃত্বের গদীগুলিতে বিরাজমান থাকার সুযোগ পান, কেবল সেই উদ্দেশ্য লইয়াই কি পাকিস্তান গঠিত—হইয়াছিল? আমাদের নেতারা যদি পাকিস্তান কায়েম করার দাবীতে ইছ্‌লামের মায়াকান্না না কাঁদিতেন, গণপরিষদে রাষ্ট্র বিধানের আদর্শ স্বরূপ "উদ্দেশ্য—প্রস্তাব" গ্রহণ না করিতেন আর কথায় কথায়,—ইছ্‌লাম, ইছ্‌লামের নবী এবং খলীফাগণের জীব-নাদর্শের জাঁওতা দিবার অপচেষ্টায় অভ্যস্ত নাহইতেন তাহা হইলে এসকল অপ্রীতিকর কথা আলোচনা—করার আমাদের প্রয়োজন হইতনা। অথবা পাকি-স্তানের দছতুর যথাযথ ভাবে বিধিবদ্ধ নাহওয়ার—ওজুহাতে তাঁহারা সংস্কার ও সংশোধনের কোন রোল না তুলিতেন, তাহাতেও আমাদের দুঃখ করার কিছু ছিলনা, কিন্তু ইছ্‌লামী আদর্শের ধুয়া ধরিয়া তওহী-দের মূলনীতি হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজ জীবনের বিভিন্ন স্তরে তাঁহারা যে ভাবে ইছ্‌লামের মাথা—মুড়াইতে শুরু করিয়াছেন, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে বিলাতী কায়দায় কবরপূজা, জাতির জননীদের বে-হিজাবী ও বে-হায়ায়ী, যৌন-আবেদনের বীভৎস চিত্র, ছায়াচিত্র ও পুস্তক, ল্যাংটা নর্তকীদের নর্তন কুর্দন, গীতবাদ্য, শরাব, ব্যভিচার ও টোডরমলের মীনাবাযার পাকিস্তানে ইছ্‌লামী তমদ্দুনের এক-মাত্র ছহীহ রেওয়ায়তের স্থান অধিকার করিয়া বসিবে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? যে ক্রস, ঢোল ও শরাবকে নস্যাৎ করার জন্য মোহাম্মদ মুছ্‌তফার (দঃ) আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, শাসক ও শাসি-তের যে জাতিভেদ তুলিয়া দিবার জন্য ইছ্‌লামী গণ-তন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল, সেই ক্রস ও অটোক্রেসীকেই ষোড়শোপচারে পূজাকরা আমাদের অধিকাংশ নেতা ও শাসনকর্তার ছুন্নতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। লাহোরের এক সংবাদপত্রে প্রকাশ, লাহোর ইণ্টার-ন্যাশনাল বুক সার্ভিস আণবিক বোমার প্রযোজক চাচা শ্যামের জনৈক বরপুত্র প্রণীত পুস্তক যাহাতে রছুলুল্লাহর (দঃ) কাল্পনিক ফটো প্রকাশ করা হইয়াছে এবং যাহাতে তিনি 'তরবারীর নবী'রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছেন, প্রকাশ্যবাজারে বিক্রয় করিতেছে। পুস্তক ও ছায়াচিত্রে ইছ্‌লামের এরূপ অসহনীয় অবমাননা ঘরে বাহিরে পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও ইছ্‌-লামী রাষ্ট্রের ওছীগণের টনক নড়ার কোন লক্ষণ কোনদিন দেখা যায়না। ইংরাজের দ্বিশত বার্ষিক শাসনে তাহারা যেসকল অপকর্ম খুলাখুলিভাবে—করিতে ও করাইতে সাহসী হয়নাই, আজ ইছ্‌লামের প্রগতির নামে সেগুলি জঘণ্যতর আকারে মুছলমান-দের ঘাড়ে চাপাইয়া দিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছে আর সর্বাপেক্ষা চমৎকার ব্যাপার এইযে, এই অপচেষ্টায় যিনি যত অধিক বাহাদুরী দেখাইতে পারিতেছেন তিনি ততোধিক যোগ্যনেতা ও উপযুক্ত শাসনকর্তা-রূপে কীর্তিত হইতেছেন আর দু-চারজন নেতা,—সরকারী কর্মচারী ও জনসেবক যাঁহাদের মনে ইছলা-মের এবং শরীঅতের অল্পবিস্তর দরদ এখনও রহিয়া-গিয়াছে তাঁহারা একান্ত কৃপারপাত্র রূপে সকলক্ষেত্রে উপেক্ষিত হইতেছেন। সবদিক দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে যে, পাকিস্তানে রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রবর্তিত ইছ্‌লামী নীতি ও ... অন্য যেন কোন স্থান নাই, শুধু তাঁহার অ... ধিতে গয়ের-শরয়ী তরীকাতে সংসব ... য়াই একমাত্র—কাজের ... ভাবে মনে এই প্রশ্ন জ... —ভবিষ্যৎ।

আলহাজ্জ খণ্ড

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পাকিস্তানের শাসন সংবিধান

সম্বন্ধে

পূর্বপাকিস্তান সরকারের অন্যতম মন্ত্রী

আলী জনাব মওলবী হাছান আলী আহমদ এম-এ, বি এল ছাহেবের

অভিমত

"পাকিস্তানের শাসন সংবিধান" যখন হইতে "তর্জুমানুলহাদিছে" ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল তখন হইতেই আমি মনোযোগ সহাকারে উহা পাঠ করিয়া আসিতেছি। ইহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হওয়ায় আমি বিপুল আনন্দ অনুভব করিতেছি। ইহা যে কেবলমাত্র তবলীগে দীনের'ই খেদমত করিবে তাহা নহে বরং আমি মনে করি যে বিশ্বরাষ্ট্র-বিজ্ঞান-সাহিত্য ভাণ্ডারে ইহা এক অমূল্য সম্পদরূপে সৃষ্ট হইয়াছে। আমি আধুনিক রাষ্ট্রদর্শন সম্বন্ধে অনেক পুস্তক ও প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছি, দুঃখের বিষয় কোন কিছুতেই 'দীনী' তৃপ্তি ভাগ্যে ঘটিয়া উঠেনাই। পাকিস্তানের শাসনসংবিধান পাঠ করিয়াছি—যত বারই পাঠ করি, আবার পড়িতে বাসনা হয়——বাস্তবিকই ইহা আমাকে বিমুগ্ধ করিয়াছে। সত্যসত্যই মোস্‌লেম রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের সাহিত্য-ভাণ্ডারে আপনার এ এক অভিনব এবং অতুলনীয় ও অমূল্য অবদান। এই অমূল্য রত্নটী পাক্ 'কিতাব ও সুন্নাহর' বিরাট ও গভীর অমৃত বারিধি মন্থনে আপনার হস্তগত হইয়াছে। আল্লামা ইক্‌বাল মরহুমের খেলাফতে-ইছলামিয়ার পুনরুদ্ধারের মনোরম স্বপ্ন—কায়েদে আজম জিন্নাহর এতদুদ্দেশ্যে বাস্তব সাধনা আমাদিগকে পাকিস্তানের মহান প্রেরণা দিয়াছে—শহিদেমিল্লাত লিয়াকত আলী মরহুমের সৎসাহস ও আগ্রহ সে প্রেরণাকে কার্য্যকরী রূপ দিতে গিয়া তাহার বিনিময়ে আমরা বিশ্ব-বিশ্রুত-"উদ্দেশ্য-প্রস্তাব" হাছিল করিয়াছি—আপনার এই পুস্তক আল্লামা মরহুমের বিরাট ও মধুর স্বপ্নের শুধু বিস্তৃত ও সত্য 'তাবীর' করিয়াই ক্ষান্ত হয়নাই বরং 'যাঁহারা এই উদ্দেশ্যপ্রস্তাবকে পাকিস্তানের জাতীয় জীবনে বাস্তবাকারে প্রতিষ্ঠা করার গুরুদায়িত্ব স্কন্ধে লইয়াছেন তাঁহাদের বন্ধুর ও অন্ধকার পথে ইহা এক সমুজ্জ্বল আলোক বর্ত্তিকা ও হেদায়েতের কাজ করিবে।' এ জন্য পাকিস্তান জাতির শত শত দোআ ও শোক্‌রিয়ার সৌভাগ্য আপনি অর্জ্জন করিয়াছেন।

আমি কামনা করি অতিশীঘ্র এই মূল্যবান পুস্তকের উর্দ্দু, ইংরাজী, আরবী, ফার্সী, ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় তর্জ্জুমা হইয়া বিশ্বের দারুলউলুমগুলিতে প্রেরিত হওয়া উচিত। আপনি এ গরীবের মোবারকবাদ গ্রহণ করুন।

আপনার ব্যারামের প্রকোপ বৃদ্ধি হওয়ার সংবাদে নিতান্ত চিন্তিত ও ব্যথিত হইয়াছি। রহমানুর-রহিম আপনাকে শীঘ্রই এ রোগ হইতে আরোগ্য দান করুন—ইহাই তাঁর মহান পাক্ দরবারে প্রার্থনা করিতেছি—আল্লাহুম্মা আমীন!

(৪৭ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

প্রীতি [illegible]
পরিষ [illegible]

কা[illegible] [illegible]ং পাক-গণ- [illegible]হীন হননাই, তাঁহাদের নিকট আমরা পাকিস্তানে
[illegible]ল সদস্য ইছ্‌লামের এই মর্মন্তুদ পরিণতি সম্বন্ধে ফরিয়াদ
ও আস্থা- জানাইয়া আজিকার মত ক্ষান্ত হইতেছি।

www.ahlehadeethbd.org